উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৫ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 22 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 152 JAL

এই দীপাবলীতে, ঘরের শোভা নতুন হকিন্স

স্টেনলেস স্টীল কন্ট্যুরা

- 18/8 উন্নত, খাদ্য-শ্রেণীর স্টেনলেস স্টীল-এর বডি ও ঢাকনি-স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর
- বাড়তি-পুরু 6.6 মি.মি.-'র স্যাণ্ডুইচ বটম-খাবার পুড়ে বা আটকে যাবে না

ট্রাই-প্লাই স্টেনলেস স্টীল

- 3 মি.মি. বাড়তি-পুরু ট্রাই-প্লাই স্টেনলেস স্টীল-এর বডি, তাপ-বিকীরণকারী ধাতব কেন্দ্রস্থল চটপট ও সমানভাবে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়তে দেয়
- 18/8 উন্নত, ফুড গ্রেড স্টেনলেস স্টীল-এর রান্নার সার্ফেস্-স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

হেভীবেস

- দ্বিগুণ পুরু 6.35 মি.মি.-'র হার্ড অ্যানোডাইজড বেস্
- উত্তাপ সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, খাবার পুড়ে বা আটকে যায় না
- গ্যাস্ আর ইণ্ডাকশনের ওপর বেস্ সবসময়েই সমতল অবস্থানে থাকে

কন্ট্যুরা ব্ল্যাক XT

- হার্ড অ্যানোডাইজড বডি, স্টেনলেস স্টীল-এর ঢাকনি-স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর
- 4.88 মি.মি.-'র বাড়তি-পুরু বডি ও বেস্ - খাবার পুড়ে বা আটকে যাবে না

সেরামিক নন্‌স্টিক

- ভারতে এই প্রথমবার-নতুন সেরামিক নন্‌স্টিক অ্যাডভান্সড কোটিং
- PFOA নেই, PTFE-ও নেই, নেই কোনো ভারী ধাতু
- 36% কম তেল লাগে - স্বাস্থ্যকর ও স্বাস্থ্যসম্মত

ফিউচুরা

- হার্ড অ্যানোডাইজড বডি ও ঢাকনি, প্রতিক্রিয়াশীল নয়; দাগছোপ ধরে না - স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর
- সুপার– ফাস্ট-মাইক্রোওয়েভ ওভেনের চেয়ে 46% তাড়াতাড়ি
- আঙুলের ডগার স্পর্শেই ভাপ বেরিয়ে যায়-সুবিধেজনক ও নিরাপদ

বেছে নিন 100-টি প্রেশার কুকার আর 300-টি কুকওয়্যার মডেলের মধ্যে থেকে

অ্যাকুয়া সেরামিক

- PTFE নেই, PFAS-ও নেই, নেই কোনো ভারী ধাতু • কম তেলে আরো স্বাস্থ্যকর রান্না
- রাঁধুন আর পরিবেশন করুন নিজস্ব স্টাইলে • দাগ রোধক, অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়

প্রো স্টেনলেস স্টীল

- 3 মি.মি. বাড়তি-পুরু ট্রাই-প্লাই স্টেনলেস স্টীল-খাবার পুড়ে বা আটকে যাবে না
- 18/8 উন্নত, ফুড গ্রেড স্টেনলেস স্টীল-এর রান্নার সার্ফেস্-স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যকর
- স্টে-কুল (ঠাণ্ডা-থাকা), মজবুত স্টেনলেস স্টীলের হ্যাণ্ডলস্ • ডিশওয়াশারের পক্ষে নিরাপদ

নন্‌স্টিক

- উচ্চমানের জার্মান PFOA মুক্ত ননস্টিক
- ননস্টিক শক্তভাবে লক্ করা থাকে সুদৃঢ় হার্ড অ্যানোডাইজড উপরিতলের মধ্যে, টেকেও বেশিদিন
- বাড়তি পুরুত্ব, সমানভাবে গরম হয়

সেরামিক নন্‌স্টিক

- PTFE নেই, PFAS-ও নেই, নেই কোনো ভারী ধাতু
- 36% পর্যন্ত কম তেল কাজে লাগায়
- স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু রান্নাবান্না করুন
- অনায়াসেই পরিষ্কার করা যায়

প্রেশার ডাই-কাস্ট

- 3-কোটিং বিশিষ্ট টেকসই PFOA মুক্ত নন্‌স্টিক
- স্বাস্থ্যকর, স্বাস্থ্যসম্মত, কম তেলে রান্না হয়
- বাইরে হাই-টেক সেরামিক কোটিং–দাগছোপ-রোধক, সহজেই পরিষ্কারযোগ্য

হার্ড অ্যানোডাইজড

- কোটিং নেই - হার্ড অ্যানোডাইজড। দাগছোপ-রোধক, প্রতিক্রিয়াশীল নয়, সবচেয়ে টেকসই
- অসাধারণ কুকিং সার্ফেস্ - আরো চটপট, আরো সুস্বাদু, আরো মুচমুচে রান্নাবান্না করুন
- শক্তপোক্ত - চড়া উত্তাপ প্রয়াগ করতে পারেন, ধাতব লেডলস্-বিশিষ্ট

আপনার পুরনো বাসনপত্রের বদলে পান ₹100 থেকে ₹1000-এর ক্যাশব্যাক - তা' সে যেকোনো নির্মাণ, যেকোনো সাইজ্-এরই হোক। নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্যে নিম্নোক্ত ডীলারদের কাছে খোঁজখবর নিতে পারেন

আলিপুরদুয়ার চৌপট্টি নিউ গ্লাস কর্নার, ফোন:9434127623 • **মারোয়ারি পট্টি** রামকুমার ঘাসিরাম, ফোন:9434005956 • বাসন্তী ইলেকট্রিক স্টোর্স, ফোন:9064428815 • **নিউ টাউন** মনোরমা, ফোন:9832404373 • **রেলগেট বাটামোড়** কুণ্ডু অ্যাণ্ড সন্স, ফোন:9614163760 • সেন অ্যাণ্ড সন্স, ফোন:9800845997 **বালুরঘাট** শ্রী বালাজী স্টিল, ফোন: 9002570010 **বক্সিরহাট** বুলান মেটাল স্টোর, ফোন:9800872005 **চাঁচল** **চাঁদল বাজার** সোনার সংসার অ্যাণ্ড গিফ্‌ট হাউস, ফোন:9932992952 • হোয়াইট হাউস, ফোন:9851602345 **কোচবিহার** **জাপানী পট্টি** মা গায়েশ্বরী মেটাল স্টোর্স, ফোন:8116955911 • মুসকান এন্টারপ্রাইজ, ফোন:8250878735 • সত্যনারায়ণ মেটাল স্টোর, ফোন:9832448884 • আর্বিভাব মেটাল স্টোর্স, ফোন:9046556000 • **রূপনারায়ণ রোড** রাজপুরি, ফোন:9832053945 • শর্মা ব্রাদার্স, ফোন:8343925778 **ডালখোলা** **ডালখোলা বাজার** মহিউদ্দিন স্টোর্স, ফোন: 9733248825 **দার্জিলিং** হিন্দ স্টোর্স, ফোন:9434181085 **দেওয়ানহাট** সাহা মেটাল স্টোর্স, ফোন:9733177645 **দিনহাটা** **চাওড়াহাট** মহামায়া মেটাল স্টোর্স, ফোন:9932637052 • সাহা ব্রাদার্স, ফোন:9475118237 • **রংপুর রোড** জোয়ারদার মেটাল স্টোর, ফোন:9832065494 **হলদিবাড়ি** **বাসন পট্টি, বাজার** দত্ত মেটাল, ফোন:7908209281 • আর. কে. ফার্নিচার অ্যাণ্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ফোন:9851551810 **হ্যামিল্টনগঞ্জ** স্বপ্না ভ্যারাইটিজ স্টোর্স, ফোন:9733177940 **ইসলামপুর** ইসলামপুর মেটাল স্টোর্স, ফোন:9434984157 **ইটাহার** স্টুডেন্ট কর্ণার, ফোন:9647870209 **জয়গাঁ** **এম.বাজারের বিপরীতে** পাকিজা স্টোর, ফোন:6296236936 • **মুখার্জি সেন্টার বিপরীতে** বিকাশ এন্টারপ্রাইজ, ফোন:8768721705 **জলপাইগুড়ি** প্রসাদিরাম প্রভুদয়াল, ফোন:6294584613 **কালিম্পং** মমতা স্টোর্স, ফোন:8123414329 **কালিয়াগঞ্জ** আশীর্বাদ, ফোন:9002355199 **মালবাজার** **ক্যালটেক্স রোড** নর্থ বেঙ্গল মেটাল স্টোর্স, ফোন:6297777504 • **ক্যালটেক্স রোড** বাসনালয়, ফোন:8918028889 **মালদা** **অতুল মার্কেট** নটরাজ স্টীল ভাণ্ডার, ফোন:9434303949 • **বিনয় সরকার রোড** বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স, ফোন:9832556653 • **বিটি কলেজ রোড** কিচেন হাব, ফোন:9064186400 • **ডিসিআর মার্কেট** চন্দন স্টোর, ফোন:9547715154 • লক্ষ্মী অ্যালুমিনিয়াম স্টোর্স, ফোন:8250352023 • মালদা ইলেকট্রিক হাউস, ফোন:9434680562 • সারদা স্টোর্স, ফোন:9434130069 • **ফুলবাড়ি** মা মনস্কামনা অ্যালুমিনিয়াম, ফোন:9932379317 **পানিটাঙ্কি** নিউ গিফ্‌ট হাউস, ফোন:8670786753 **রায়গঞ্জ** ভারত গ্লাস, ফোন:9434246931 **সামসি** শাহজাহান বাসনালয়, ফোন:8926001819 **শিলিগুড়ি** **আলু পট্টি** শ্রী রাম ভাণ্ডার, ফোন:9475623905 • দে ব্রাদার্স, ফোন:9434048912 • **বানেশ্বর মোড়** পারফেক্ট প্লাজা, ফোন:9945168303 • **বিধান মার্কেট** গৃহশ্রী, ফোন:7908364851 • মহাকালী স্টোর্স, ফোন:9434006973 • নদিয়া স্টোর্স, ফোন:9932026652 • প্রণব স্টোর্স, ফোন:7679628431 • সুভাষ চন্দ্র দত্ত সন্স, ফোন:9832341073 • ভৌমিক ট্রেডার্স, ফোন:9832571037 • **বিধান রোড** নর্থ বেঙ্গল স্টোর, ফোন:8927722041 • **চম্পাসারি মেইন রোড** বিকাশ মেটাল, ফোন: 9641237794 • **চম্পাসারি মোড়** কেডি মেটাল, ফোন:9832481059 • **সি-এস-আর বিধান মার্কেট** ক্রকারী প্যালেস, ফোন:9832079759 • **জলপাই মোড়** অনুরাগ এন্টারপ্রাইজ, ফোন: 9800006868 • **সেভোক রোড, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট কমপ্লেক্স** পোদ্দার ব্রাদার্স কোং, ফোন:9733351116 • **এসএফ রোড** এ মাইকাস স্টোর, ফোন:9775154444 • **টি/519 বিধান মার্কেট, 1ম লেন** গোপাল এন্টারপ্রাইজ, ফোন:9064447041 • **থানা রোড** জি.এন. ভ্যারাইটি স্টোর্স, ফোন:9832016895 • **বিবেকানন্দ রোড** বিশাল এন্টারপ্রাইজ:7908100551 • **শীতলকুচি** দাদা ভাই এন্টারপ্রাইজ, ফোন:9933603750 • **তুফানগঞ্জ** নিউ ফ্যান্সী স্টোর্স, ফোন:9635056461 **সিকিম রংপো** আশিস ট্রেডার্স, ফোন:9851126491 • **অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টার এবং আঞ্চলিক বিতরক ভুটান, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ কোলকাতা ইলিয়ট রোড এলকম এন্টারপ্রাইসেস প্রাঃ লিঃ, ফোন:9874206137** • যেকোনো সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
(022) 2444 0807 cs@hawkins.in www.buyhawkins.in

Hawkins

Mankind
Serving Life
কবজ্ এন্ড
কোষ্ঠ কাঠিন্যের দ্য এন্ড
• 100% আয়ুর্বেদিক
• 12টি অনন্য ভেষজ
• দানাদার ফর্ম
• কোন অভ্যাস তৈরী হয় না
• কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি
20% EXTRA
NEW
Mankind's
KABZ END
NATURAL LAXATIVE GRANULES
EFFECTIVE RELIEF FROM CONSTIPATION
Visit www.kabzend.com or call 1800 103 4400 (Toll Free)
SMK/BENGALI/P/06-24

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৫ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 22 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 152 JAL

রাজ্য সফর বাতিল শা'র, হতাশ বিজেপি

সাতের পাতায়

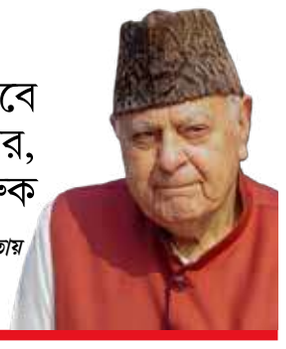

পাকিস্তান হবে না কাশ্মীর, বলছেন ফারুক

সাতের পাতায়

কথায় কথায়

টাক দিয়ে যায় চেনা, জানে তৃণমূল

আশিস ঘোষ

টাকমাথা লোকেরা বেশি জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকেন। সেজন্য তাঁদের ডেকে এনে সংবর্ধনা দিয়েছেন তৃণমূলের দাপুটে এক বিধায়ক।

খবরটা পড়ে গোড়ায় মনে হয়েছিল বোধহয় ভুল পড়েছি। হয়তো আ-কার বাদ পড়েছে। এ

সংসারে টাকাওয়ালাদেরই লোকে সংবর্ধনা দিয়ে থাকে। তা নয়। পড়েছি ঠিকই। ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা ১০০ জন টাকমাথা পুরুষকে 'বুদ্ধিজীবী' হিসাবে ঘোষণা করে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। ১০০ জন টাকমাথা পুরুষকে ডেকে তাঁদের ফুল আর পাঞ্জাবি উপহার দেওয়া হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

অনশন-ধর্মঘটে ইতি

"নিজেরা নিজেদের ইগো নিয়ে থেকে গেলে সলিউশন কিন্তু আসবে না। পরিস্থিতি এবার স্বাভাবিক করো। আলোচনার যেমন একটা শুরু আছে, তেমনই শেষও আছে। আমরা পরস্পর অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু মনের দরজা বন্ধ করো না। -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে আপত্তি অনেক, অপছন্দও অনেক কিছু। তবুও ১৭ দিনের মাথায় অনশন তুলে নিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। মঙ্গলবার থেকে যে সর্বাত্মক চিকিৎসক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেটাও স্থগিত হয়ে গেল। নির্ধারিত ৪৫ মিনিটের বদলে নবান্নে সোমবার ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট বৈঠকের পর অনশন মঞ্চে ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যে ওই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

তাঁদের প্রতিনিধি দেবাশিস হালদার জানান, 'লড়াইকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে আমরা অনশন তুলে নিচ্ছি। কোনও ভয় বা প্রশাসনিক কর্তার অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নয়।' যদিও তাঁর বক্তব্য, 'বৈঠকে প্রশাসনের শরীরী ভাষা পছন্দ হয়নি। স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধে ফাইল নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই ফাইল নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাইনি। আমাদের প্রিন্সিপালদের চুপ করিয়ে দেওয়া হয়।'

দেবাশিসের বক্তব্য, 'বছর দুই-তিন আগে কীভাবে পাশ হয়েছে, সেটা মুখ্যমন্ত্রী পরীক্ষার খাতা খতিয়ে দেখতে চান বলেছেন। এটা কার্যত থ্রেট। যদিও আমরা সেজন্য প্রস্তুত।'

তাহলে অনশন ও ধর্মঘট প্রত্যাহারের কারণ কী? অনশনকারীরা জানান, নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা ও নাগরিক সমাজের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। নিহত চিকিৎসকের বাবা বলেন, 'এঁদের জন্য একদিন না একদিন আমার মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনবই।' জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিনিধি দেবাশিস বলেন, 'সরকারের কথা যে সদর্থক লেগেছে, তা নয়। কিন্তু ওঁরা এক সন্তানকে হারিয়েছেন। অনশনরতদের যেন কিছু না হয়, সেটা চাইছেন।'

যদিও তাঁর দাবি, 'আন্দোলনের জেরে একটা জিনিস ছিনিয়ে আনতে পেরেছি। সেটা হল ২০২৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হবে। এটা আমাদের আন্দোলনের জয়।'

নবান্নের বৈঠকে মূলত হাসপাতালের নিরাপত্তা, চিকিৎসা পরিকাঠামো ও মেডিকেল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়েই আলোচনা হয় সরকার ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে। অভয়া'র কথা উচ্চারিত হলেও তাঁর খুন-ধর্ষণের ন্যায়বিচার নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য হয়নি। যদিও ঘটনাটি এখন সিবিআইয়ের তদন্তের আওতায় এবং মামলার বিচার চলছে সুপ্রিম কোর্টে। অন্য একটি কর্মসূচি রয়েছে বলে বৈঠক শেষ করার কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী বলে যান, 'ইগো নিয়ে থেকে গেলে কিন্তু সলিউশন আসবে না। আলোচনার যেমন একটা শুরু আছে, তেমনই শেষ আছে।'

এরপর তিনি অনশন তুলে নেওয়ার অনুরোধ করলে একজন তরুণী জুনিয়ার ডাক্তার বলেন, 'ম্যাডাম, আপনার থেকে তো আমাদের আন্দোলন শেখা।' জবাবে মমতাকে বলতে শোনা যায়, 'মানবাধিকার কমিশনের দাবিতে ২১ দিন অনশন করেছিলাম। সিঙ্গুর নিয়ে ২৬ দিন অনশন করেছিলাম। সরকার থেকে কেউ আসেনি। আমি তোমাদের অনশনের খোঁজ রেখেছি। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে পাঠিয়েছিলাম।'

বৈঠক থেকে বেরিয়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা অনশন মঞ্চে ফিরে যান। সেখানেই অনশন ও ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন। যে দাবিগুলি রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছে, সেটা নির্দেশিকা আকারে মঙ্গলবার বিকাল ৩টের মধ্যে প্রকাশের আশ্বাস দেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এর আগে বেশ কয়েকবার বৈঠকের লাইভ স্ট্রিমিংয়ের দাবি মানেনি রাজ্য সরকার। সোমবার কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তাররা না চাইলেও লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছে।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তাররা। সোমবার।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল নরমে-গরমে। মুখ্যসচিব আগাগোড়া ছিলেন নরম মুডে। তা সত্ত্বেও কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি। কিছু বিষয় আটকে গিয়েছে আইনি জটে। স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবি কার্যত শুনতে চাননি মমতা। স্বাস্থ্যসচিবকে 'অভিযুক্ত' তকমা দিতে তিনি রাজি না হলেও জুনিয়ার ডাক্তাররা আবার তাঁর মুখের ওপর বলে দেন, অভিযোগ থাকলে তাঁকে অভিযুক্ত বলাই যায় আইনি ও ব্যাকরণগত দিক থেকে।

মতানৈক্য যেখানে

- আরজি করের ৪৭ জনের সাসপেনশনে মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি
- আন্দোলনকারীদের ভাষায়, ওরা নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল
- স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবিতে সরকারের সায় নয়
- টাস্ক ফোর্সের সদস্য সংখ্যা নিয়ে দু'পক্ষের মতভেদ

এছাড়া আরজি কর মেডিকেলে থ্রেট কালচারের অভিযোগে ৪৭ জন ছাত্রের সাসপেনশনের প্রসঙ্গ তুলে মমতা প্রশ্ন করেন, 'এটা কি থ্রেট কালচার নয়?' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও চাপ দিয়ে দুজনকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করার প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। বৈঠকে ১০ জনকে যেতে বলা হলেও ১৭ জন জুনিয়ার ডাক্তার গিয়েছিলেন নবান্নে। সবাইকে বৈঠকে ঢুকতে দেওয়া হয়। খোদ মুখ্যসচিব বেরিয়ে এসে তাঁদের ভিতরে ঢোকার অনুরোধ করেন। ঠিক ৪.৫৭ মিনিটে নবান্নের সভাঘরে পৌঁছোন ওই ১৭ জন।

বৈঠকে আন্দোলনকারীদেরই প্রথমে বলার সুযোগ দেন তিনি। কিঞ্জল নন্দ, দেবাশিস হালদার, আসমাকুল্লা নাইয়া প্রমুখ অনেক

এরপর আটের পাতায়

সিকিমে হ্রদ বিপর্যয়েই সমতলে বন্যা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : গত বছর পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির জন্য সেবার সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই দায়ী। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের অধীনস্থ সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের (সিডব্লিউসি) প্রকাশিত ১৪৩ পাতার 'রিপোর্ট অন ফ্লাড ড্যামেজ স্ট্যাটিস্টিক্স'-এ এই বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। ওই রিপোর্টে প্রকাশ, গত বছর মেঘ ভেঙে সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়। উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদ ফেটে তিস্তায় ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু জলস্ফীতি হয়েছিল। তাতে সিকিমের ছ'টি জেলা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির (কেন্দ্রীয় রিপোর্টে অবশ্য একে বন্যা হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে) সৃষ্টি হয়। গত বছর ৩ এবং ৪ অক্টোবর সিকিমের ওই ঘটনায় বহু মানুষ মারা যান ও নিখোঁজ হন। সবমিলিয়ে সংখ্যাটি ২৪০।

সিকিমের ঘটনার কারণেই পশ্চিমবঙ্গকে গত বছর প্রচণ্ড ভুগতে হয়েছে বলে বহুবার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের বক্তব্য, 'গত অক্টোবরে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই তিস্তার প্রবল জলস্ফীতিতে জলপাইগুড়ি জেলায় এই নদীর বিভিন্ন অংশে প্রভাব পড়ে। নদীবক্ষে বালির পুরু স্তর জমে। যা ড্রেজিং করতে রাজ্যে ডিপিআর পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য না পেলে ড্রেজিং করা অসম্ভব।' পাশাপাশি, ওই বিপর্যয়ে তিস্তার বাঁধ, স্পারের ক্ষতি ও ভূমিক্ষয় সংক্রান্ত ক্ষতি মেরামত করতে রাজ্যের কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে কৃষ্ণেন্দু জানান। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র কি তাহলে পশ্চিমবঙ্গকে অর্থসাহায্য করবে? জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের বক্তব্য, 'এমন নয় যে, কেন্দ্র সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়। তিস্তার সমস্যা নিয়ে আমি লোকসভায় বহুবার সরব হয়েছি। কিন্তু রাজ্য তো স্থায়ীভাবে কোনও পরিকল্পনাই করে না। সেই পরিকল্পনা তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর পাশাপাশি আমাকেও জানানো হোক।

মানল কেন্দ্র

- গত বছর সিকিমে হ্রদ ফেটে দুর্যোগে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা
- সিডব্লিউসি প্রকাশিত 'রিপোর্ট অন ফ্লাড ড্যামেজ স্ট্যাটিস্টিক্স'-এ একথা জানিয়েছে
- বন্যাজনিত নানা পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকারের প্রচুর খরচ হয়
- এই রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে টাকা পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে

এরপর আটের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **HOWRAH** Ph: 9311536013. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9933376767.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে ধুলিয়ানগঙ্গা (ডিজিএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-২০২৪-১১। নিলাম শুরু ঃ ০৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। লট নং ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-২৪-২৪-৩ এবং স্টেশন ঃ ধুলিয়ানগঙ্গা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-115/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নং ঃ ০১ তারিখ ঃ ১৬/১০/২৪

সিতাই উপ-নির্বাচন ২০২৪
জনসাধারণের প্রতি আবেদন

ভারতীয় ন্যায়-সংহিতার ১৭০ ও ১৭৩ ধারা অনুসারে, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও ব্যক্তিকে অবৈধ ভাবে ভোটদানে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি যদি অর্থ বা পারিতোষিক প্রদান করেন অথবা নিজে ওই অর্থ বা পারিতোষিক গ্রহণ করেন তবে তার এই আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই কারণে ওই ব্যক্তির এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। উপরন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১ ও ১৭৪ ধারা অনুসারে, কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন প্রার্থীকে অথবা ভোটারকে যদি ভীতি প্রদর্শন করেন অথবা কোনও রকম ক্ষতিসাধনের ভয় দেখান, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়েরই সম্মুখীন হতে হবে। উৎকোচ প্রদান করেছেন অথবা গ্রহণ করেছেন অথবা ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন এমন সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এই সকল অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। সকল নাগরিকের প্রতি আবেদন আপনারা কোনও প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। উৎকোচ দেওয়ার অথবা ভীতি প্রদর্শনের কোনও ঘটনা যদি আপনার নজরে আসে তবে তৎক্ষণাৎ জেলার অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি ১৯৫০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।
জনস্বার্থে প্রচারিত।

স্বাঃ
(অরবিন্দ কুমার মিনা)
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক
কোচবিহার

নং ঃ ০২ তারিখ ঃ ১৬/১০/২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোচবিহার জেলার সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, সিতাই উপ-নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি সমগ্র জেলায় বলবৎ আছে। এই আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালীন কোনও ব্যক্তি অধিক পরিমাণে নগদ অর্থ বহন করলে অবশ্যই যথাযথ পরিচয়পত্র এবং নগদ অর্থের উৎস সংক্রান্ত নথি, যেমন ব্যাংক বা ডাকঘর থেকে টাকা উত্তোলনের রসিদ, পাশবই, প্যানকার্ডের প্রতিলিপি, ব্যয় সংক্রান্ত বিল, ভাউচার ইত্যাদি নথি সঙ্গে রাখুন। অন্যথায় Flying Squad/Static Surveillance Team আপনার সঙ্গে থাকা অর্থ আটক করতে পারে। উক্ত অর্থরাশি সম্পর্কিত আপিল জেলাস্তরীয় District Grievance Committee এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক হবে।

স্বাঃ
(অরবিন্দ কুমার মিনা)
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক
কোচবিহার

আজ টিভিতে

নীহাররঞ্জন বাড়ি এসে অখিলের কথা জানতে পারেন। তিনি কি অখিলকে মেনে নেবেন? **মধুর হাওয়া** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ২.৩৫ মহাজন, বিকেল ৫.৩০ প্রতিশোধ, রাত ৮.২০ আশ্রয়, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ ফুল আর পাথর, বিকেল ৪.৫৫ গোলমাল, রাত ৮.০৫ টাইগার, রাত ১০.৫৫ অনুসন্ধান
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধ্যা ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ দেবতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দৈত্য

ক্রু রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্সে**

দুজনে বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

ডেভিড রোকো'স ডলসে ইন্ডিয়া সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে**

(১) মৃত ছাত্রীর স্মরণে স্কুলে শোক পালনে সহপাঠীরা। (২) খেরকাটা গ্রাম পাহারায় বনকর্মীরা। (৩) এই জায়গা থেকেই সুশীলাকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ।

সুশীলার জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ল বন্ধুরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : ধরা পড়েনি সেই মানুষখেকো চিতাবাঘ। উলটে সোমবার সকালে রাজেশ ছেত্রী নামে এক বাসিন্দার বাড়ির কুকুরের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। ওই বাড়িটি চিতাবাঘের হামলায় মৃত সেই নাবালিকা সুশীলা গোয়ালাদের বাড়ির পাশেই। এই কাণ্ডটিও ওই বুনোটির বলেই বদ্ধমূল ধারণা স্থানীয়দের। সব মিলিয়ে আতঙ্ক আর কিছুতেই যাচ্ছে না ডায়নার জঙ্গল লাগোয়া খেরকাটা গ্রামের। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'বিকেল থেকেই সেখানে বনকর্মীদের মোতায়েন করে রাখা হচ্ছে। চিতাবাঘটির সন্ধানে আমাদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। ডায়না রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রকাশ থাপা বলেন, খেরকাটায় বুনোদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলতে একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হবে। মঙ্গলবার গ্রামবাসীদের সঙ্গে একটি বৈঠক আছে।'

শনিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটির পর রবিবার গ্রামে দুটি খাঁচা পাতা হয়। বসানো হয় ৩টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। বলাই বাহুল্য খাঁচায় চিতাবাঘটি বন্দি হয়নি। এর সম্ভাব্য একটি কারণ হিসেবে যে তত্ত্ব উঠে আসছে টোপ হিসেবে সেদিন শুধু একটি ছাগলই মিলেছিল। সোমবার অবশ্য দুটি খাঁচাতেই ছাগল রাখা হয়। ফলে দ্রুত বুনোটি ধরা পড়বে বলে বনকর্তারা আশাবাদী। অন্যদিকে, ট্র্যাপ ক্যামেরায় জন্তুটির কোনও ছবি উঠেছে কিনা তা দ্রুত যাচাই করে দেখবে বন দপ্তর। খেরকাটার পঞ্চায়েত সদস্য ও আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ববি তেলি সাউ বলেন, 'গোটা গ্রাম ভয়ে সিটিয়ে রয়েছে। মৃত নাবালিকার বাড়ির পাশেই আরেকটি বাড়ি থেকে ছিন্নভিন্ন কুকুরের দেহ মেলার পর আতঙ্ক আরও বেড়েছে। বন দপ্তরকে সব কিছু জানানো হয়েছে।'

এদিকে, চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া সুশীলা গ্রামের যে স্কুলে পড়ত সেই কলাবাড়ি-খেরকাটা বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক স্কুলে এদিন ছিল শ্মশানের নীরবতা। শনিবারের ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর সোমবার কিছু পড়ুয়া স্কুলে এলেও সহপাঠীকে এভাবে হারিয়ে প্রত্যেকেই ছিল শোকে মূহ্যমান। এদিন স্কুলে আর পঠনপাঠন হয়নি। মৃত ছাত্রীর স্মরণে স্কুল কর্তৃপক্ষ শোক পালন করে ছুটি দিয়ে দেয়। টিআইসি হাবিবুল ইসলাম বলেন, 'শুধু ওর মুখটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। স্কুলের সমস্ত অনুষ্ঠানে সুশীলাই ছিল মধ্যমণি।' ছাত্রছাত্রীরা এদিন কান্নায় ভেঙে পড়ে। টিআইসি সহ অন্য শিক্ষকরা সুশীলার বাড়িতে গিয়ে দেখাও করেন।

বছর দশেকের মৃত ওই নাবালিকা বাড়ির সবচেয়ে ছোট সন্তান। তাঁর এক দাদা ও দিদি রয়েছে। ঘটনার সময় মা ও বাবা দুজনের কেউই বাড়িতে ছিলেন না। তাঁরা শ্রমিকের কাজ করতে অন্যত্র গিয়েছিলেন। সুশীলার দিদা বিপ্তি গোয়ালা বলেন, 'কল পাড়ে নাতনি হাত-পা ধুচ্ছিল। এমন সময় একবারই গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাই। চোখে ভালো করে দেখতে পাই না। কিছু একটা আন্দাজ করে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে ওর দাদা বেরিয়ে আসে। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

সাইকেলে পাড়ি ২৪ দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সাইকেলে পাহাড়ে পাড়ি।

শুধুমাত্র পর্বতোরোহণের প্রশিক্ষণের জন্য সুদূর ফ্রান্স থেকে শৈলরানিতে ছুটে এলেন ফ্রান্সের ভিনসেন্ট হিরন। পুতিন সরকারের চোখে তিনি ধরা পড়েছিলেন গুপ্তচর হিসেবে। তবে জেল খাটার অভিজ্ঞতা নয়, দার্জিলিং পাহাড়ের মধুর স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই তো ভিনসেন্ট বলছেন, 'প্রায় ২৭ দিনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ছিল। সেখানে পর্বতারোহণ, মানচিত্র পড়া, বরফের পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের মানুষও ভীষণ ভালো।'

পাহাড়ে বেড়াতে এসে শুনেছিলেন দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই)-এর কথা। কিন্তু তখন কোনও প্রশিক্ষণ শিবির এবং অপেক্ষা করার সময় হাতে না থাকায় এইচএমআইয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়নি ভিনসেন্টের। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। বরং নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন। এই যোগাযোগের সূত্রেই জানতে পারেন, ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে প্রশিক্ষণ। সময়ের অঙ্ক কষে সাইকেল নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ছেড়ে। ২৪টি দেশ ছুঁয়ে শৈলশহরে পৌঁছান ফ্রান্সের বাসিন্দা পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ভিনসেন্ট। তাঁর কথায়, 'সফরকালে গুপ্তচর সন্দেহ করেছিল রাশিয়া সরকার। দু'দিন কারাবাসও করতে হয়েছে। প্রচুর কঠিন এবং দুঃসাহসিক পথ পাড়ি দিয়ে দার্জিলিংয়ে এসেছি।' যে কারণেই তিনি আবেগপ্রবণ।

চলতি বছরের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এইচএমআইতে পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল। সেই শিবিরে অংশ নিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাইকেলে পথ চলা শুরু করেন। চিন, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, রাশিয়ার মতো ২৪টি দেশ পেরিয়ে দার্জিলিংয়ে পৌঁছান।

হাইস্পিডে শীর্ষস্থানে জিও

নিউজ ব্যুরো

২১ অক্টোবর : নেটওয়ার্ক স্পিড, কভারেজ, ধারাবাহিকতা- এই তিনটি ক্ষেত্রে জিও আরও একবার এক নম্বরে উঠে এসেছে। সম্প্রতি ওপেন সিগন্যালের 'ভারতীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতা' শীর্ষক রিপোর্ট (২০২৪) অনুযায়ী, দ্রুতগতির ডাউনলোডের (৮৯.৫ এমবিপিএস) অভিজ্ঞতার নিরিখে জিও শীর্ষস্থানে রয়েছে। যা প্রতিযোগী এয়ারটেল এবং ভোডাফোনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোণায় কোণায় জিও'র পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছে। ডেটা পরিষেবা, ভয়েস কল, অনলাইন মিটিং, ভিডিও স্ট্রিমিং- সবেতেই জিও নিরবচ্ছিন্ন, ভরসাযোগ্য অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম। গেমিং, স্ট্রিমিং, হাইস্পিড ডেটার কাজকর্মের জন্য উপভোক্তারা জিও-কেই বেছে নিয়েছেন। স্পিড, কভারেজ ও ধারাবাহিকতার নিরিখে ভারতের টেলিকমিউনিকেশন মার্কেটে জিও'র প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী।

শাস্তির দাবি

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : ভগতপুর চা বাগানের আদিবাসী তরুণীকে খুনের ঘটনায় নাগরাকাটা নাগরিক মঞ্চ পুলিশের কাছে স্মারকলিপি দিল। সোমবার মঞ্চের প্রতিনিধিরা নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের সম্পাদক নিবেদিতা সরকার বলেন, 'ওই তরুণীকে খুনের পাশাপাশি ধর্ষণও করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে তদন্ত করতে পুলিশকে বলা হয়েছে।'

মোমের আলোয় স্বনির্ভর ওঁরা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২১ অক্টোবর : পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা প্রশান্ত বর্মনের অস্থি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েও বর্তমানে তিনি কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। প্রশান্তর কথায়, 'বিএ পাশ করেও কোনও কাজ পাচ্ছিলাম না। তবে এখন মোমবাতি তৈরি করে নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।' প্রশান্তর মতোই কেউ স্নাতক উত্তীর্ণ। কেউ কেউ আবার স্কুলে পড়ছে। কর্মজীবনের চৌকাঠ পেরোনোর আগে 'বিশেষ' পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য নিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির স্বপ্ন সোসাইটি।

এই কাজ করে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে শুভঙ্কর বর্মন, প্রশান্ত বর্মনদের মতো বাকিদের। প্রশান্তর গ্রামের বাসিন্দা বিশেষভাবে সক্ষম হরদেব ওরাওঁ-ও স্নাতক পাশ করেছেন। অন্যদিকে, মহাদেব বর্মন, অর্জুন দাস, পিউ রায়, শুভঙ্কর বর্মনরা পলাশবাড়ির স্বপ্ন সোসাইটি পরিচালিত স্কুলে পড়ে। হরদেব বললেন, 'আমাদের তৈরি মোমবাতির প্যাকেটে স্টিকার লাগানো থাকছে। স্থানীয় হাটবাজারে সেগুলো বিক্রি হবে।'

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের হাতে তৈরি হচ্ছে মোমবাতি। পলাশবাড়িতে।

এই পড়ুয়াদের নিয়ে কীভাবে এই মোমবাতি তৈরির পরিকল্পনা মাথায় এল? কয়েকমাস আগে ওই পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করার জন্য কোচবিহারের নার্স থিলে ওয়াদেন শেরপা মোমবাতি বানানোর একটি ডাইস ওই স্কুলকে দান করেন। তখন থেকে সংস্থার তরফে পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কালীপুজোর সময় যেহেতু মোমবাতির চাহিদা বাড়ে, তাই দুর্গাপুজোর কয়েকদিন আগে থেকে পড়ুয়াদের মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিজেরা গোটা প্রক্রিয়া জেনে পড়ুয়াদের ধাপে ধাপে সব কৌশল শিখিয়ে দেন ওই স্কুলের শিক্ষিকা শাশ্বতী রায়প্রধান, শিক্ষক জর্জ রায় এবং শিক্ষাকর্মী সান্ত্বনা বর্মন।

দুর্গাপুজোর পর থেকে জোরকদমে চলছে মোম তৈরি। সংস্থার তরফে এজন্য ৩০ হাজার টাকা বিনিয়োগও করা হয়। কলকাতা থেকে মোম তৈরির নানা সরঞ্জাম কিনে আনা হয়। রোজ দু'ঘণ্টা করে কাজ করছেন পড়ুয়ারা। এখনও পর্যন্ত আড়াই, তিন, চার এবং পাঁচ ইঞ্চি সাইজের ৬০০ প্যাকেট মোম তৈরি হয়েছে পড়ুয়াদের হাতে। পলাশবাড়ি সহ আশপাশের হাটবাজারগুলিতে যাতে এই পড়ুয়াদের তৈরি মোম বিক্রি করা হয় সেজন্য সংস্থার তরফে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করা হয়েছে।

দীপাবলির দু'একদিন আগে পড়ুয়ারা নিজেই শিলবাড়িহাটে পসরা সাজিয়ে মোম বিক্রি করবে বলে ঠিক হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির কর্ণধার তাপস বর্মনের কথায়, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের স্বনির্ভর করতে এবারই প্রথম এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কাজে আমরা সবার সহযোগিতা চাইছি। ভবিষ্যতে আরও কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার সহযোগিতা পেলে পড়ুয়াদের কাজের নানা দিশা দেখানো যেতে পারে।' এই উদ্যোগের প্রশংসা করে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, 'বাজারে যাতে ওই পড়ুয়াদের মোম বেশি করে বিক্রি হয়, সেজন্য ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করবেন।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar West Bengal-736165
Advt. No. UBKV/Rect./04/2024
Dated 21.10.2024
Walk-in-Interview will be held for Part-Time Guest Lecturer in English on purely temporary basis for College of Agriculture, Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Majhian, Dakshin Dinajpur. Relevant details are available in the University website **www.ubkv.ac.in**
Date: 21.10.2024 Sd/- **Registrar (Actg.)**

পি এম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুর
Walk-In-Interview
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে চুক্তির ভিত্তিতে Matron পদের জন্য নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা- নূন্যতম মাধ্যমিক পাশ (উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে) বয়স ৩৫ বছর থেকে ৫৫ বছরের পিছুটানহীন মহিলা। নির্বাচনী পদ্ধতি মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারের সময় 29/10/2024-9AM
হেল্প লাইন :
7602599174/7586821506
অধ্যক্ষ
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস ফর ই-টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২০, তারিখ ১৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি- ই-টেন্ডার- ৩২০। কাজের নাম ঃ "তিন (০৩) বছরের জন্য ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদাতে ২০ জনকে বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি লিফ্ট (জি+১) (নির্মাতা- থিসেনক্রুপ) -এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কর্মসূচি এবং ব্রেকডাউনের চুক্তি "-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬,৬৫,১৬৫.৪৪ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ১৩,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ ২৫.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ০৮.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট – www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। MLD-116/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে MA in Education, B.Ed Pref., OBC-A পদে Teacher প্রয়োজন। আগামী ১০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কাগজপত্র সহ আবেদন করুন। Secretary, Muraliganj High School, P.O- Bidhan Nagar, Darjeeling, Pin- 734425. (C/112991)

শিলিগুড়িতে মহিলা হস্টেলে সবসময়ের জন্য বয়স্কা মহিলা চাই। বেতন - ৮০০০/- টাকা। (M) 9474392077. (C/113001)

শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, শিবমন্দির-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, M/F, বেতন :10,300/- - 11,000/-, M : 9679368850. (M/M)

Urgent Vacancy for Security Guard for Siliguri. Salary Rs. 11,000/- + (PF/ESIC). Cont : TG Guards Private Limited. 9382982327/ 8637085758. (C/113020)

Ware House-এ প্রচুর ছেলে চাই। M.P. পাস, Scanning Packaging-এর জন্য। শিলিগুড়ি। বেতন- 10500, থাকা ফ্রি। M : 8388006573. (B/S)

আপনি কি অতিরিক্ত রোজগারে ইচ্ছুক? বিদেশি সংস্থায় বাড়ি ও অফিস থেকে অবসর ও পূর্ণসময় কাজের সুযোগ। M : 8167745400. (C/113022)

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 9832009039. (C/113022)

Required

Salesman for Retail Garments Showroom at Siliguri. Contact : 9800099077. (C/113018)

অ্যাফিডেভিট

জন্ম সার্টিফিকেটে নাম ভুল থাকায় 21/10/2024 তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে দ্বিজেন রায় থেকে দ্বিজেন্দ্র নাথ রায় হইলাম। (D/S)

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK
A GOVT. ENTERPRISE
HEAD OFFICE, SHIB BARI ROAD, COOCHBEHAR-736 101 (WEST BENGAL)
IMPLIMENTATION OF PENSION SCHEME IN REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)
As per the "Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024", dated 19th October 2024 (Date of publication in Official Gazette, Govt. of India) all those employees who were in Bank's Service between 1st September, 1987 and 31st March 2010 will be given the benefit of pension from 01.11.1993.
Therefore through this public notice it is inform to all such employees who were in the Bank's Service between 1st September, 1987 and 31st March 2010 and are not currently drawing pay or pension, have been dismissed /deceased, have taken compulsory retirement / resigned or their legal heirs to apply for pension along with necessary documents (to be downloaded from the Bank website www.ubkgb.org) at branch of UBKGB, where from he/she is willing to draw pension.
The last date for submission of application & refund the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) and the periodic pension, if any is 03.11.2024. The last date is 18.11.2024 for the family of the employee. Application form is available on bank's website **www.ubkgb.org.**
Sd/-
General Manager

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়ের কলকাঠিতে বাড়িতে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। বৃষ : শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। রাজনীতিকরা কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। মিথুন : আয়ের পথ সুগম হবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় সমস্যা মিটবে। কর্কট : ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। সিংহ : অতিরিক্ত খেয়ে শারীরিক সমস্যা। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কন্যা : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। সন্তানের বিয়ের কথা পাকা। তুলা : অধ্যাপক ও গবেষক সংবর্ধিত হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য। বৃশ্চিক : বন্ধুর সঙ্গে পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন না। অফিসের সমস্যা মিটবে। ধনু : দীর্ঘদিন পর কোনও প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে আনন্দ। জমি কেনার সহজ সুযোগ আজ। মকর : বন্ধুর সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই আজ ঝগড়া হতে পারে। কারও দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। কুম্ভ : আজ নতুন কোনও আয়ের পথ খুলে যাবে। বাতের ব্যথার ভোগান্তি বাড়বে। মীন : পরিবারের সঙ্গে আজ আনন্দে কাটবে। কোনও কারণে ভাইয়ের সঙ্গে মতভেদ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৫ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৩০ আশ্বিন, ২২ অক্টোবর ২০২৪, ৫ কাতি, সংবৎ ৫ কার্তিক বদি, ১৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৩। মঙ্গলবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৩৪। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।৩৬। পরিঘযোগ দিবা ৩।৩। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৩৪ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৩৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৩৪ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।৬ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৮ গতে ৮।১৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পূর্বে নিষেধ, দিবা ৭।৩৪ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১১।৩৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৩।০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে সরব পরিচারিকা

চুক্তি থেকে ৩৪ হাজার কম দেওয়ার অভিযোগ থানায়

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২১ অক্টোবর : এক পুলিশকর্মীর বাড়িতে কাজ করে টাকা না পেয়ে বিপাকে পড়েছেন পরিচারিকা। সোমবার লক্ষ্মী রায় নামে ওই মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলারের দ্বারস্থ হন। ময়নাগুড়ি থানায় গত ৫ অক্টোবর এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন লক্ষ্মী। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

লক্ষ্মী ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পাশের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পুলিশকর্মী বিপ্লব সাহার বাড়িতে চলতি বছরের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মিলিয়ে দুই মাস কাজ করেন ওই মহিলা। লক্ষ্মীর দাবি, মৌখিক কথাবার্তায় মাসিক ২৪ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন বিপ্লব। দুই মাসে মোট ৪৮ হাজার টাকা পাওনা দাঁড়ায় লক্ষ্মীর। সেখানে বিপ্লব ১৪ হাজার টাকা দিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ লক্ষ্মীর। এদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন বিপ্লব। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দু'পক্ষকে ডেকে তাঁদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

১৫ নম্বর ওয়ার্ড ফার্ম শহিদগড়পাড়ায় বিপ্লবের বাড়ি। তাঁর মা শয্যাশায়ী। অসুস্থ বৃদ্ধাকে দেখভাল করা এবং বাড়ির যাবতীয় কাজ করতেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মী বলেন, 'বিপ্লব তাঁর মাকে নিয়ে জলপাইগুড়ি চলে যান। একাধিকবার তাঁকে ফোন করা হলেও তিনি পাওনা টাকা দিতে অস্বীকার করেন। তাই আমি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।' লক্ষ্মী আরও বলেন, 'আমার ছেলে গৌতম ঘরে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে। দুই নাতি-নাতনি রয়েছে। পুত্রবধূ মিনতি আর আমি পরিচারিকার কাজ করেই সংসারের খরচ চালাই। এদিন বাড়ির পাশেই কাউন্সিলারের সঙ্গে দেখা করে এই সমস্যার কথা জানিয়েছি।'

ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের দ্বারস্থ বঞ্চিত পরিচারিকা লক্ষ্মী রায় (বাঁয়ে)।

বিপ্লব জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে পুলিশকর্মী। তিনি বলেন, 'দুই মাসের জন্য মৌখিক কথাবার্তা বলে কাজে নেওয়া হয় লক্ষ্মীকে। ছয় হাজার টাকা মাসিক কথাবার্তা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস কাজ করেন লক্ষ্মী। আমার স্ত্রীর কথামতো আরও দুই হাজার টাকা বেশি মোট ১৪ হাজার টাকা দিয়েছি তাঁকে। শেষের দিকে আমার মাকে তিনি সঠিকভাবে দেখভালও করেননি। ঠিকমতো খাবার দেননি।' ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ললিতা রায় বলেন, 'প্রশাসন তদন্ত করবে। ওই পরিচারিকার টাকা পাওনা থাকলে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।'

কথার খেলাপ

- পুলিশকর্মী বিপ্লব সাহার বাড়িতে চলতি বছরের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে কাজ করেন ওই মহিলা
- লক্ষ্মীর দাবি, মৌখিক কথাবার্তায় মাসিক ২৪ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন ওই পুলিশকর্মী
- সেখানে বিপ্লব ১৪ হাজার টাকা দিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গিয়েছেন

প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী। ময়নাগুড়িতে সোমবার। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

দুর্ঘটনার পর অবরোধ

ধূপগুড়ি, ২১ অক্টোবর : ফের এশিয়ান হাইওয়ের ওপর দুর্ঘটনা। বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় জখম হলেন দুজন। তাঁদের মধ্যে একজন শিশু, আরেকজন মহিলা। সোমবার ধূপগুড়ি ব্লকের হরি মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এক বেসরকারি স্কুলের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, মহিলা স্কুটারে করে শিশুকে নিয়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই বাইকটি ধাক্কা মারে। ধাক্কায় মহিলা ও শিশু ছিটকে পড়েন। লোকজন ছুটে আসে। হইচইয়ের মধ্যেই বাইকচালক পালিয়ে যায়। সেই স্কুলের এক পড়ুয়ার অভিভাবক সুশান্ত বসাক বলেন, 'দুর্ঘটনার ঘটার পরই স্কুলের সামনে থাকা অভিভাবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা ও স্থানীয়রা মিলে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।' খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। প্রায় দশ মিনিট সড়ক অবরোধ থাকার পর পুলিশি হস্তক্ষেপে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে আরও কড়াকড়ি করার অনুরোধ করা হয়েছে স্থানীয়দের তরফে। ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা জানান, ওই এলাকায় সচরাচর ট্রাফিককর্মী মোতায়েন থাকেন। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জোরালো হচ্ছে গয়েরকাটা থানার দাবি

উপনির্বাচনের আগে পোস্টার

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২১ অক্টোবর : ধূপগুড়ি মহকুমা গঠনের পর থেকেই গয়েরকাটায় থানা গঠনের দাবি উঠতে শুরু করেছিল। মাদারিহাট উপনির্বাচনের দামামা বাজতেই ফের জোড়ালো হচ্ছে সেই দাবি। থানার দাবিতে গয়েরকাটার বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগাতে শুরু করেছে গয়েরকাটা নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চ।

এলাকাবাসী চাইছেন, যেহেতু নতুন গঠিত এই মহকুমায় থানার সংখ্যা মাত্র দুটি, তাই প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার জন্য বর্তমান ধূপগুড়ি ও বানারহাট থানাকে পুনর্বিন্যাস করে গয়েরকাটাকে নতুন একটি থানা হিসেবে গড়ে তোলা হোক। এর আগেও থানার দাবিতে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে নবান্ন সহ রাজ্য ও জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে দাবিপত্র জমা দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। বানারহাট ব্লকের অন্তর্গত সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটিও ধূপগুড়ি ও বানারহাট দুটি থানার মধ্যে বিভক্ত রয়েছে। যে কারণে প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

নতুন থানা তৈরির বিষয়ে যুক্তি রয়েছে দূরত্বেরও। বর্তমানে গয়েরকাটার বাসিন্দাদের বানারহাট থানায় কোনও কাজে যেতে গেলে দূরত্ব প্রায় ১২ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে যেতে হয়। অন্যদিকে, এই সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতেরই আরেকটি অংশ প্রধানপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের ধূপগুড়ি থানায় যেতে হলে প্রায় ১৮ কিমি পথ অতিক্রম করতে হয়।

কিছুদিন আগেই গয়েরকাটায় জেলা পুলিশের তরফে একটি ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু ক্যাম্প নিয়ে খুশি নন এলাকাবাসী।

গয়েরকাটা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুরেন সারোগী ও গয়েরকাটা নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের সম্পাদক সঞ্জয় দেবনাথের বক্তব্য, সাঁকোয়াঝোরা -১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৬০ শতাংশ এলাকবাসীকে অভিযোগ জানাতে বানারহাট থানা, ৪০ শতাংশ এলাকাবাসীকে ধূপগুড়ি থানায় ছুটতে হয়। নাথুয়া, দুরামারি ইত্যাদি এলাকা থেকে বানারহাট থানার দূরত্ব ২৫ থেকে ৩০ কিমি।

এক্ষেত্রে ধূপগুড়ি মহকুমায় গয়েরকাটা থানা হলে দূরত্ব কমবে। এবার যে দল প্রচারে আসবে তাদের কাছে এলাকাবাসী থানা তৈরির ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করবে তা জানতে চাইবেন বলে জানান তাঁরা। বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার জলপাইগুড়ি সদর মহকুমায় পাঁচটি ও মালবাজার মহকুমায় তিনটি থানা রয়েছে। তবে নবগঠিত ধূপগুড়ি মহকুমায় থানা রয়েছে মাত্র দুটি। সেক্ষেত্রে ধূপগুড়ি ও বানারহাট থানার অন্তর্গত সাঁকোয়াঝোরা-১, বানারহাট থানার অন্তর্গত শালবাড়ি-১ ও শালবাড়ি-২ এবং বিন্নাগুড়ি এই চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে থানা গঠনের দাবি করছেন স্থানীয়রা। এব্যাপারে মাদারিহাটের তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো বলেন, 'আগামী দিনে গয়েরকাটা থানা তৈরি আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে থাকবে।' বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'আমি বিধায়ক থাকাকালীন গয়েরকাটার

থানার দাবিতে পোস্টার গয়েরকাটায়।

> সাঁকোয়াঝোরা -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬০ শতাংশ এলাকবাসীকে অভিযোগ জানাতে বানারহাট থানা, ৪০ শতাংশ এলাকাবাসীকে ধূপগুড়ি থানায় ছুটতে হয়। নাথুয়া, দুরামারি থেকে বানারহাট থানার দূরত্ব ২৫-৩০ কিমি। ধূপগুড়ি মহকুমায় গয়েরকাটা থানা হলে দূরত্ব কমবে। সকলের উপকার হবে।
>
> **সঞ্জয় দেবনাথ,** *সম্পাদক, গয়েরকাটা নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চ*

মানুষের থানার দাবি বিধানসভায় তুলেছিলাম। কিন্তু রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা না থাকায় তা হয়নি। আগামীতে দলের তরফে সেই চেষ্টা করা হবে।'

তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের মন্তব্য, 'গয়েরকাটায় থানার দাবি আমরা শুনেছি। ওখানে দু'বার বিজেপির বিধায়ক থাকলেও তিনি এব্যাপারে চেষ্টা করেননি।'

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। সোমবার চূড়ভাঙারে।

চূড়াভাণ্ডারে আগুন, সকালে ছাই বাড়ি

ময়নাগুড়ি, ২১ অক্টোবর : বসবাসের চারটি টিনের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেল নিমেষে। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র, গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় নথিপত্রও ছাই। এছাড়া পুড়ে গিয়েছে নগদ ৩৫ হাজার টাকা, দাবি পরিবারটির। আগুনে দুটি ছাগলের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছে তিনটি গোরু। সোমবার খুব সকালে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভুজারিপাড়ার পূর্বদেহর গ্রামে পেশায় কৃষিজীবী ধনেশ্বর রায়ের (৬৫) বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি দমকলের একটি ইঞ্জিন। যদিও তার আগেই সবকিছু পুড়ে যায়।

এদিন খুব সকালে ধনেশ্বর ও তাঁর স্ত্রী মিনি রায় ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে নগরকীর্তনে বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার শুনে আসেন বাড়িতে। তখন গোটা বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। ছেলে অনিমেশ রায় একটি বেসরকারি সংস্থায় নৈশপ্রহরী। তিনি সেখানেই ছিলেন। বাড়িতে অনিমেশের স্ত্রী কণিকা রায় তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। প্রতিবেশীদের চিৎকারে ঘুম ভাঙে কণিকার। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনওরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। ধনেশ্বর বলেন, কিছুই রক্ষা করা যায়নি। অনিমেশ বলেন, বাবার ঘরে নগদ ১০ হাজার টাকা এবং আমার ঘরে ২৫ হাজার টাকা রাখা ছিল। সব কিছুই পুড়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ময়নাগুড়ির বিধায়ক কৌশিক রায়। আসেন এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান নীরেন রায় এবং চূড়াভাণ্ডারের প্রধান দিলীপ রায়, ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ প্রমুখ।

আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয়। তবে সকলের অনুমান প্রদীপ থেকে আগুন লাগতে পারে।

খানাখন্দে বিপজ্জনক কুমলাইয়ের রাস্তা

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ২১ অক্টোবর : প্রায় ৩০ বছর আগে মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া বাগানের হিরা মোড় থেকে চেল নদীর বাঁধ অবধি প্রায় আড়াই কিমি রাস্তা পাকা করা হয়েছিল। প্রায় ২০ বছর ধরে সেই রাস্তা বেহাল হয়ে রয়েছে। সংস্কার না হওয়ায় বর্তমানে গোটা রাস্তায় পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে সেটি কাঁচা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে এলাকার হতদরিদ্র শ্রমিক পরিবারের বাসিন্দারা বহুবার পঞ্চায়েত এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তাটি পুনরায় নতুন করে তৈরিতে বহুবার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। রাস্তা এখনও বেহাল রয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানান, রাস্তাটি দিয়ে গরমের দিনে ধুলোর জন্য চলাফেরা করাই দায়। আবার বর্ষার সময় গোটা রাস্তা খানাখন্দে ভর্তি হয়ে বিপজ্জনক আকার নেয়। কার্যত বাধ্য হয়ে জলকাদা মাড়িয়েই যাতায়াত করতে হয় এলাকার তিন-চার হাজার বাসিন্দাকে। গ্রামের দুই শতাধিক স্কুল পড়ুয়া এই রাস্তা দিয়েই টিউশনে যায়। তাদেরও চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। স্কুল পড়ুয়া ওম মাহালি, নেহা ওরাওঁ জানায়, রাস্তার খারাপ হালের কারণে তাদের স্কুলে যেতে খুবই সমস্যা হয়।

গ্রামবাসী উত্তম লোহারের কথায়, 'গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন চলাচলের অন্যতম অবলম্বন এই রাস্তাটি। এছাড়াও বিভিন্ন কাজে কিংবা অন্যত্র কাজের তাগিদে গ্রামবাসীরা এই রাস্তা দিয়েই ক্রান্তি ও রাজাডাঙ্গা, চ্যাংমারির বিভিন্ন বাজার-ঘাটে যাতায়াত করে থাকেন। গত ২০ বছর ধরে রাস্তাটি পাকা করার জন্য আমরা বহুবার প্রশাসনের কাছে লিখিত ও মৌখিকভাবে দাবি জানালেও প্রশাসন পুরোপুরি উদাসীন।' অন্যান্য এলাকায় ঝাঁ চকচকে পাকা রাস্তা তৈরি করা হলেও তাঁদের এলাকার প্রতি প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ তাঁর।

কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডা বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। জেলা পরিষদ এবং এসজেডিএ-কে আমরা জানিয়েছি। রাস্তাটির কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।' মাইকেল মুন্ডা, গজেন্দর বড়াইক সহ এলাকাবাসীরা রাস্তাটি নতুন করে তৈরির দাবিতে সরব হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, রাতবিরেতে বেহাল এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে অসুস্থ রোগী ও প্রসূতি মায়েদের অ্যাম্বুল্যান্স কিংবা মাতৃযানে করে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য।

স্থানীয়রা জানান, বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তায় চলাচল করা যায় না। অনেক সময়ই চা বাগানের কাজ করতে গিয়ে চিতাবাঘের আক্রমণের ঘটনা ঘটে। সেই সময় রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় না। রাস্তার বেহাল দশার কারণে অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়ে। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

হিরা মোড় থেকে চেল নদীর বাঁধ অবধি বেহাল রাস্তা।

মদ পাচার, ধৃত তরুণ

বেলাকোবা, ২১ অক্টোবর : মদ পাচারের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কালীপুজোর আগে নাকা চেকিংয়ের সময় আকাশ ওরাওঁ নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে সদর ব্লকের বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। এএসআই সুশান্ত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ সোমবার বেলাকোবার বাবুপাড়ায় নাকা চেকিং শুরু করে। সন্দেহ হওয়ায় বাইক আরোহী আকাশকে আটকানো হয়। তার বাইক থেকে তিন কার্টন ভর্তি মদ উদ্ধার করা হয়। ওই মদ পরিবহণের সপক্ষে আকাশ কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। সব মিলিয়ে ৯০টি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সচেতনতা শিবির

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন রাউতবাগান, ৭৩ মোড়, দেবনগর সহ বিভিন্ন দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' নিয়ে সদর ট্রাফিক পুলিশ বাসিন্দাদের সচেতন করল। পাশাপাশি, ওই এলাকায় থাকা প্রতিটি মানুষকে সাইবার ক্রাইম, ওটিপি শেয়ার সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপাশি ছোট ছেলেমেয়েদের যাতে অপরিচিত কারও সঙ্গে বাইরে না পাঠানো হয় সে বিষয়ে সচেতন করা হয়। নেশার বিষয়েও বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়।

হোমে ঠাঁই নির্যাতিতার

ধূপগুড়ি, ২১ অক্টোবর : কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় কি আরও রহস্য লুকিয়ে আছে? বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের তেমনই দাবি। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে। বাকি দুজন পলাতক। তারা ধরা পড়লে এই ঘটনার বিষয়ে অনেক কিছুই প্রকাশ্যে আসবে বলে প্রধান জানিয়েছেন।

বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফণীন্দ্রনাথ রায় সোমবার বলেন, 'ঘটনায় তদন্তে নেমে আরও গভীরে গেলেই অনেক কিছুই প্রকাশ্যে আসবে। আমরা ওই তরুণীর পাশে রয়েছি। দোষীদের বিরুদ্ধে যাতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেজন্য পুলিশকে অনুরোধ করব।'

এদিকে, কোনও সমস্যায় পড়লেই সংশ্লিষ্ট পরিবার যাতে তাদের দ্বারস্থ হয় সেজন্য ধূপগুড়ি থানার পুলিশ তাদের জানিয়েছে।

ধূপগুড়ি

ডাক্তারি পরীক্ষার পর ওই ছাত্রীকে জলপাইগুড়িতে হোমে পাঠানো হয়েছে।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর কলেজ যাওয়ার সময় গাড়িতে টেনে তুলে তিন তরুণ ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল সালিশি সভার মাধ্যমে সক্রিয় হয় বলে ওই ছাত্রীর বাবা অভিযোগ করার পর থেকেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। তাদের কেউ এই ঘটনায় যুক্ত নয় বলে দলগুলির দাবি।

তৃণমূল কংগ্রেসের ধূপগুড়ি গ্রামীণ কমিটির সভাপতি মলয় রায় অবশ্য বলেন, 'দলের কেউ যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধেও অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য আগুন রায়ও একই আশ্বাস দিয়েছেন। সিপিএমের তরফেও একই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরে চুরি

লাটাগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সোমবার লাটাগুড়িতে দুটি পৃথক চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এদিন ক্রান্তি মোড় সংলগ্ন আরাধনা কালীবাড়ির গ্রিলের গেটে লাগানো তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। তাঁরা মন্দিরে ঢুকে দেখেন, তালা ভেঙে মন্দির থেকে তামা ও পিতলের সমস্ত বাসনপত্রের সহ মন্দিরে থাকা প্রণামি বাক্স তুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। খবর দেওয়া হয় ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশকে। এদিকে, একই দিন সকালে লাটাগুড়ি বাজারে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসের পাশে জাতীয় সড়কে রাখা একটি ট্রাকের ব্যাটারিও চুরি যায়। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

বাইক উধাও

গয়েরকাটা, ২১ অক্টোবর : গয়েরকাটা সাপ্তাহিক হাটে বাজার করতে এসে বাইক খোয়ালেন এক ব্যক্তি। রবিবার দুপুরে বানারহাট থানার অন্তর্গত গয়েরকাটা সাপ্তাহিক হাটে চুরির ঘটনাটি ঘটে। এদিন ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড়আলতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা গব্বর সিং রাভা বাইক নিয়ে হাটে এসেছিলেন। বাহনটি লক করা অবস্থায় রাখলেও বাজার করার পরে তিনি দেখতে পান তাঁর বাইকটি আর সেই জায়গায় নেই। তারপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর রাতে তিনি বিন্নাগুড়ি ফাঁড়িতে বাইক চুরির অভিযোগ জানান। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

মতিলালের জেল

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : জামাইকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত শ্বশুর মতিলাল নায়েকের ১৫ দিনের জেল হেপাজত হল। লক্ষ্মীপুজোর রাতে মতিলালের হাতে তার জামাই খুন হন বলে অভিযোগ। পুলিশ মতিলালকে গ্রেপ্তার করে। আদালতে তুললে ধৃতকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। সোমবার মতিলালকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে ১৫ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চা গাছ নষ্ট

চোপড়া, ২১ অক্টোবর : রবিবার রাতে আগাছানাশক দিয়ে চা গাছ নষ্ট করার অভিযোগ উঠল। চোপড়া থানার কাঁচনাডাঙ্গির ঘটনা। বাগান মালিক বিপিনকুমার সরকারের দাবি, 'প্রায় দেড় বিঘা জমির চা বাগান নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। রবিবার রাতের কাজ। সোমবার বিষয়টি বুঝতে পারি। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়।'

সৎকার সমিতির মণ্ডপ ১৩৮ ফুট উঁচু

সন্তু চৌধুরী

মালবাজার, ২১ অক্টোবর : দুর্গাপুজো প্রায় সাদামাঠাভাবে কাটলেও মালবাজারের কালীপুজো উত্তরবঙ্গের মধ্যে অন্যতম সেরা। শহরের বেশ কয়েকটি বড় ক্লাব এবং সংগঠন শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে বিশাল আয়োজন করে। এর মধ্যে অন্যতম মালবাজারের সৎকার সমিতি। এই পুজো ঘিরে বরাবরই মানুষের প্রত্যাশা গগনচুম্বী। আয়োজন থাকে জমকালো। এই বছরও তার অন্যথা হচ্ছে না। মালবাজারের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রেলওয়ে ময়দানের পাশে অবস্থিত এই ক্লাব। ইতিমধ্যেই মণ্ডপসজ্জার কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে ক্লাব লাগোয়া রেলওয়ে ময়দানে।

প্রতিবছর দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়া সৎকার সমিতির এবারের থিম 'এক টুকরো থাইল্যান্ড'। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের 'ওয়াট অরুণ' বৌদ্ধ মন্দিরের আদলে তৈরি হবে মণ্ডপ। মণ্ডপের উচ্চতা ১৩৮ ফুট। মণ্ডপ প্রাঙ্গণ সাজানো হবে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে। থিম রূপায়ণ করবেন কোচবিহারের শিল্পী মঞ্জিল খান। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন সুদীপ শর্মা চৌধুরী। প্রতিমাতেও থাকবে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছোঁয়া। সিংহ এখানে কিছুটা ড্রাগনরূপী। প্রতিমা তৈরি করছেন শহরের প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী অরুণ পাল। পুজোর বাজেট প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

সামগ্রিকভাবে থাকবে পরিবেশ রক্ষার বার্তা। মণ্ডপের বাঁদিকে বিশাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ। ডানদিকে বসবে মিনা বাজার। যেখানে পুজোর কেনাকাটা, হইহুল্লোড় সহ থাকবে জয় রাইড এবং রকমারি খাবারের আয়োজন। দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাবে বিশাল বিশাল আলোকতোরণ।

৫৫তম বর্ষের পুজো কমিটির সভাপতি অরিন্দম চক্রবর্তী, সম্পাদক দেবব্রত চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ প্রণয় সরকার, নিরুপম সাহা এবং প্রীতম বিশ্বাস। দেবব্রত বলেন, 'এ বছর আয়োজন অন্যবারের তুলনায় বড়। পুজোর একদিন আগে মণ্ডপ খুলে দেওয়া হবে দর্শনার্থীদের জন্য।' একদিকে ঘড়ি মোড়, অন্যদিকে মালবাজার আইডব্লিউডি অফিস এলাকা, এই বিস্তীর্ণ পথ ধরে থাকবে আলোকসজ্জা। পুজোর উদ্বোধন ৩০ অক্টোবর। চারদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ২ এবং ৩ নভেম্বর থাকবে বহিরাগত শিল্পীদের অনুষ্ঠান। ক্লাব সম্পাদক সুপ্রতিম সরকার বলেন, 'আমাদের পুজো নিয়ে মালবাজার সহ ডুয়ার্সবাসীর প্রচুর আশা থাকে। সেই প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা প্রতি বছর আমরা করি। এবছরও তার অন্যথা হবে না।'

পুজোর আয়োজনের পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ড জুড়ে দিচ্ছেন ক্লাব সদস্যরা। উদ্বোধনের দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে ক্লাবের তরফে।

সবমিলিয়ে এ বছরও জমজমাট পুজো, চোখধাঁধানো আলো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে পুজোর ক'দিন মালবাজার মাতাতে প্রস্তুত সৎকার সমিতি।

মঙ্গলবার, ৫ কার্তিক ১৪৩১, ২২ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫২ সংখ্যা

সুযোগ এবং বিভ্রান্তি

আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের সামনে চলতি পরিস্থিতিতে বিস্তর সুযোগ আছে। অবিশ্বাস্য জনসমর্থন, সমাজের জনমত প্রভাবিত করার মতো অংশকে পাশে পাওয়া, গণমাধ্যমের সাহায্য, সামাজিক মাধ্যমে উপচে পড়া আনুকূল্য ইত্যাদি পুঁজি হিসেবে কাজ করেছে। আন্দোলনটি ঘিরে মানুষের অনেক প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক উত্তর ঘটনাবলি, শাসকের সঙ্গে বারবার বৈঠক, অনশন সহ নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তহীনতায় আন্দোলন কিছুটা দিকভ্রান্তও বটে।

গণজাগরণ যে সম্ভাবনাগুলির জন্ম দেয়, তা সবসময় সম্পূর্ণ সফল হয় না। তবে সামাজিক ক্ষতগুলিকে চিহ্নিত করে, তা মেরামতে শাসককে বাধ্য করে। সাময়িক হলেও রাষ্ট্র সংস্কার করতে বাধ্য হয়। যেমন এখন এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে সংস্কার চলছে। তদন্ত করছে সিবিআই।

আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণে প্রধান অভিযুক্ত কিন্তু ব্যর্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ফলে প্রশ্ন উঠবেই, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হল কেন? শুধু স্বাস্থ্যক্ষেত্র নয়, সর্বস্তরে কেন এমন অবহেলা? লক্ষ্য কি বেসরকারি স্বাস্থ্য-বাণিজ্যের কলেবরবৃদ্ধি? জুনিয়ার ডাক্তাররা এসব মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন।

রোগী রেফারাল সিস্টেমের আধুনিকীকরণ, হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বদলের উল্লেখ আছে বুড়িছোঁয়ার মতো করে। আলোচনায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বেহাল অবস্থার কথাও উঠেছে। কিন্তু দুর্নীতি ও সরকারি অপদার্থতার ফোকাসটা অদৃশ্য। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিষেবা বিপন্ন হওয়ার মূল যে বেসরকারিকরণ, তা নিয়েও এই আন্দোলন নীরব।

নানা রাষ্ট্রীয় নীতির খাঁড়ায় ভারতে রোগী ও চিকিৎসক উভয়েই বিপন্ন। পাশাপাশি রয়েছে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব, ওষুধে ভেজাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের অসহনীয় দশা। কিন্তু আন্দোলনে এসবের উল্লেখ কই? আন্দোলনটির শ্রেণি অবস্থান ও বর্শামুখ নিয়ে তাই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

অনেক মানুষ যুক্ত থাকলেও আন্দোলনের উদ্দেশ্য জনস্বার্থ সম্পর্কিত না বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে, সেই প্রশ্নও উঠছে। স্লোগান-সর্বস্বতায় নৈতিকতার পরাকাষ্ঠার প্রতীক হওয়া যায় না। এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়াল না শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কোনও কায়েমি স্বার্থকে শক্তিশালী করে ফেলছে, তার বিশ্লেষণ সমানভাবে হওয়া দরকার।

কেন জুনিয়ার ডাক্তাররা স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণ ও জনস্বার্থের দাবিগুলি সামনে আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন? এই আন্দোলনের সমর্থনে সরব এমন বহু ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন আছে, যারা দীর্ঘদিন গণস্বাস্থ্য আন্দোলনে যুক্ত। তারা ফার্মা লবি, স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। আন্দোলনে প্রবলভাবে সক্রিয় কর্পোরেট হাসপাতালের চিকিৎসকরা। কিন্তু এঁদের মধ্যে সরকারি চিকিৎসা পরিকাঠামোকে মজবুত করে ডাক্তার ও রোগী উভয়ের স্বার্থরক্ষার ভাবনা উধাও। কারণ, এসব তাদের শ্রেণিস্বার্থ বিরোধী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, চিকিৎসার খরচ জোগাতে ফি বছর সাড়ে পাঁচ কোটি ভারতীয় দরিদ্র হন। এর অধিকাংশ একদা মধ্যবিত্ত। আসলে এখন 'ডক্টরহুড'-এর জমানা। এখানে কোনও শ্রেণিভেদ নাই, চশমখোর-জনদরদি ফারাকহীন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলোচনার পর এক ডাক্তার নেতা বলেছিলেন, রাষ্ট্র, সুপ্রিম কোর্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর তাঁদের ভরসা আছে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আন্দোলন কার বিরুদ্ধে?

আরজি কর মেডিকেলের পর গত প্রায় আড়াই মাসে দেশে শতাধিক ধর্ষণ-খুন হলেও কোথাও প্রতিকার হয়নি। অথচ কোথাও তেমন বিক্ষোভ, আন্দোলন দানা বাঁধেনি। বরং বাংলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। ডাক্তার ও রোগীদের যুযুধান শিবির হিসাবে দেখানো হচ্ছে। রোগীদের জুড়তে না পারলে, স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণ নিয়ে নীরব থাকলে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থাকে বৈকি!

অমৃতধারা

তুমি যা ভাববে,পরিণামে তুমি তাই হবে। যদি মুক্তি পেতে চাও তবে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে যাও। দেহের ধ্বংস হয়, আত্মা অবিনাশী। আত্মা নিত্যবস্তু, দেহ অনিত্য। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। দেহের সঙ্গে নিজেকে IDENTIFIED (একাকার জ্ঞান) করার জন্যেই মানুষের এই অশান্তি, দুঃখ, দুর্গতি ও ভবযন্ত্রণা। নিজের আসল স্বরূপের দিকে নজর নেই- ভাবছে এই রক্তমাংসের দেহটাই 'আমি, আমি অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়ে—' সেইজন্যই তো মানুষের এত দুঃখ, অশান্তি, এত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা। এ সবই অজ্ঞানতা। উপলব্ধি করো যে, 'তুমি জন্মমৃত্যুহীন আত্মা- তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অংশ'। এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ কেউই শান্তি পায় না, কিছুতেই ভবযন্ত্রণা দূর হয় না।

-স্বামী অভেদানন্দ

বাংলাদেশ, রাজাকার ও জামায়াতে

রবিবার পদ্মাপারে আড়াই মাস হল ইউনূসের সরকার। গণ অভ্যুত্থানের উন্মাদনা উধাও। বাজার অগ্নিমূল্য। আইনশৃঙ্খলা নেই।

অমল সরকার

এ বছর জানুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন কভার করতে গিয়েছিলাম। ভোটের দিন রাতে ঢাকার জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলকে সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, নির্বাচন হল বটে, কিন্তু যে ৬০ শতাংশ মানুষ (সে দেশের নির্বাচন কমিশন দাবি করেছিল, ভোট পড়েছে ৪০ শতাংশ) ভোট দিলেন না, তাঁরা যদি রাজনৈতিক নেতৃত্বহীন থেকে যান তবে তা সরকারের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

দেখা গেল, আট মাসের মাথায় বিরোধী রাজনীতির পরিসরের শূন্যতা পূরণে ছাত্ররা এগিয়ে এসে হাসিনাকে হটিয়ে দিল।

ছাত্রদের খেপিয়ে তুলতে আমেরিকার পাকা মাথা যে কাজ করেছে, তা এখন আর গোপন নেই। শেখ হাসিনার সরকার সম্পর্কে বাইডেন প্রশাসন উত্থাপিত ইস্যু এবং ছাত্রদের অভিযোগ অভিন্ন। আমেরিকা এবং ছাত্রদের কাজটা সহজ করে দেন স্বয়ং হাসিনাই। দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসনে তিনি অভাবনীয় উন্নতির নজির গড়ার পাশাপাশি বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, ভোট লুট, বাকস্বাধীনতা হরণের ঘটনাও মাত্রা ছাড়ায়। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে বাকিদের আড়াল করে তাঁর পিতা শেখ মুজিবুরের অবদানকে এমনভাবে তুলে ধরেছিলেন, আওয়ামি লিগেরও বহুজনের কাছে যা মানসিক সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইতিহাসের পাতায় কিছু চাপিয়ে চিরস্থায়ী করা যায় না। যে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে হাসিনাকে দেশ ছাড়তে হয়, বিগত পনেরো বছর তারা তাঁরই সরকারের তৈরি ইতিহাস বই পড়েছে, যার পাতায় পাতায় মুক্তিযুদ্ধের শতভাগ কৃতিত্ব কার্যত মুজিবকে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এই ব্রেনওয়াশের পরিণতি শেষমেশ হাসিনা ও তাঁর দলের, গোটা দেশের জন্যও ভয়ংকর পরিণতি ডেকে এনেছে।

পরিণতির আভাস পাওয়া গিয়েছিল হাসিনার দেশত্যাগ পরবর্তী ক'দিনের ঘটনাবলি থেকে। প্রশাসনের অনুপস্থিতির সুযোগে উপোসী ছাড়পোকারা হিংস্র হায়নার রূপ ধারণ করে আওয়ামি লিগ সমর্থক আর সংখ্যালঘুর রক্তে হোলি খেলে। তালিবানি কায়দায় হত্যার পর গাছে, ল্যাম্পপোস্টে দেহ ঝুলিয়ে দিয়ে উল্লাস চলে। সেই ঘটনাবলিকে তীব্র আওয়ামি বিরোধী এবং ধর্মান্ধদের অসভ্যতা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ৮ অগাস্ট মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি টিভিতে লাইভ দেখার সময়েই একটি প্রশ্ন আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, মুজিব-কন্যার পর বাংলাদেশ কাদের হাতে গেল?

ঢাকার বঙ্গভবনের সেই শপথ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত হয়নি। উচ্চারিত হয়নি সে দেশের জাতীয় চার নেতা- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, মুহাম্মদ মনসুর আলির নাম। বঙ্গভবন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে জাতির পিতার কোনও প্রতিকৃতি ছিল না। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুধু কোরান পাঠ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের চালু প্রথা মেনে কোরানের পর গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে পাঠ করা হয়নি। হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হলেও ৫ থেকে ৮ অগাস্টে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হিংসায় নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বালাই ছিল না। শপথ নেওয়ার সাতদিনের মাথায় ১৫ অগাস্ট মুজিবকে হত্যার দিনটি জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন করেনি নতুন সরকার। বাতিল হয় সেদিনের জাতীয় ছুটি।

গণ অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ছাত্র-জনতা আওয়াজ তুলেছিল, 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার রাজাকার'। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি রাজাকাররা শতশত খুন আর হাজার হাজার নারীর উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়েছিল। ইউনূসের নানা পদক্ষেপে স্পষ্ট, সেই রাজাকারদের অভিভাবক জামায়াতে ইসলামি তাঁর আসল উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার নেওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই জামায়াতের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন তিনি। জামাতকে খুশি করতে আরও সাতটি জাতীয় ছুটি বাতিল করতে গিয়ে ৭ মার্চকেও ছাড় দেননি ইউনূস। ১৯৭১-এর ওইদিনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণে দীপ্তকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' যে ভাষণ শুনে ওপারের স্বনামধন্য কবি নির্মলেন্দু গুণ লিখেছিলেন, 'সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।'

৭ মার্চের সেই ভাষণকে অস্বীকার করার অর্থ ন'মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা এবং ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসকেও নস্যাৎ করার চেষ্টা। ৭ মার্চের ওই ভাষণই গোটা জাতিকে যুদ্ধের প্রেরণা জুগিয়েছিল। রক্তের মূল্যে কোনও স্বাধীনতার লড়াইকে মাপা হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অমূল্য, যার সঙ্গে মিশে আছে ভারতীয় সেনার রক্তও।

মুজিবের 'জাতির পিতা' স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া এবং টাকা থেকে তাঁর ছবি মুছে ফেলা এখন সময়ের অপেক্ষা। জাতীয় সংগীত, রবি ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা......' বাতিলের দাবি সম্পর্কে নীরব অন্তর্বর্তী সরকারের অভিভাবকরা। মুজিবের চালু করা সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লেখার সরকারি বাসনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

মুজিবের 'জাতির পিতা' স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া এবং টাকা থেকে তাঁর ছবি মুছে ফেলা এখন সময়ের অপেক্ষা। জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা...' বাতিলের দাবি সম্পর্কে নীরব অন্তর্বর্তী সরকারের অভিভাবকরা। মুজিবের চালু করা সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লেখার সরকারি বাসনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

এভাবেই দেশের ইতিহাসকে কলমের খোঁচায় মুছে ফেলার কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছেন ইউনূস, যিনি প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার আগে ৮৪ বছরের জীবনে একবারের জন্য সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশ কার হাতে পড়েছে এবং কোন দিকে এগোচ্ছে।

৭ মার্চের সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।' সেই বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থীদের হুমকির মুখে এবার অনেক জায়গায় দুর্গাপুজো হয়নি। চট্টগ্রামের মতো বন্দর শহরে পুজোমণ্ডপে জোর করে ঢুকে ইসলামিক সংগীত পরিবেশন করেছে জামাত-ঘনিষ্ঠ সংগঠন। ঢাকায় প্রতিমা লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দুদের উপর হুমকি-সন্ত্রাসের এমন আবহে ইউনূস সরকার ১৫ জুলাই থেকে ৮ অগাস্টের মধ্যে সংঘঠিত খুন, ধর্ষণ, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসকারী অপরাধীদের গণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নিপীড়নের যে ২০১০টি ঘটনা ঘটে তার ৯০-৯৫ ভাগই ঘটেছে ৫ থেকে ৮ অগাস্টের মধ্যে। সংখ্যালঘুদের উপর এমন নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের কারও সাজা হবে না, যারা মূলত জামাত ও বিএনপি'র সন্ত্রাসী।

আক্রান্ত শুধু সংখ্যালঘুরা নন। মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিও বিপন্ন সে দেশে। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ৭৫ বছর বয়সি অধ্যাপক আনোয়ার হুসেনের উপর হামলার পর হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্স প্রবীণের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় শুনে পরামর্শ দেন, 'বাবা, এখন এই পরিচয়ের কথা কাউকে আর না বলাই ভালো।'

গত রবিবার আড়াই মাস পূর্ণ করেছে ইউনূস সরকার। কেমন আছেন বাংলাদেশের মানুষ? ঢাকার কাওরান বাজার শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি বাজারের মতো ব্যাগ ভরে মাছ-সবজি কেনাকাটা করার বড় মার্কেট। শনিবার সকালে ঢাকার এক সাংবাদিক ফোনে জানালেন, রাজধানীর সেই বড়বাজারে ক্রেতাদের অনেকেই আজকাল একটা বেগুন, চারটে পটল কিনছেন। দেড়-দু'মাস ধরে একশো টাকার নীচে কোনও সবজি নেই। কঠোর বাস্তব তুলে ধরতে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, 'ছোটবেলায় মা একটা ডিম পাঁচ ভাগ করে পাঁচ-ভাইবোনের পাতে দিতেন। সরকারকে ধন্যবাদ ছেলেবেলা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।' ডিম ১৮০ টাকা ডজন।

হাসিনার নামে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল যখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে, তখন সরকারের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে বহু মানুষ টিভি ক্যামেরার সামনে বলতে শুরু করেছেন, 'এর থেকে হাসিনাই ভালো ছিল।' আড়াই মাসেই গণ অভ্যুত্থানের উন্মাদনা উধাও। জনক্ষোভের মূলে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ছাড়াও আছে অস্থির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সামাজিক মাধ্যমে, টিভি চ্যানেলে ছুরি, পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজের ছড়াছড়ি। সদ্য ঢাকা ফেরত কলকাতার এক সাংবাদিকের কথায়, ৫ অগাস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সর্বোপরি সামাজিক পরিস্থিতি বলতে গেলে আড়াইশো কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী অবস্থার মতো। সব লন্ডভন্ড হয়ে আছে। কিছুই স্বাভাবিক হয়নি।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫৪

কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০০২

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক বিনয় মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

যদি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঈশ্বরই সমাধানের পথ দেখান। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার রায় ঘোষণার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনি সমাধানের পথ খুঁজে দিয়েছেন।

- ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়

ভাইরাল/১

মুখ, হাতের চামড়া কুঁচকেছে। সত্তরোর্ধ্ব এমন একজন বৃদ্ধাকে টি-শার্ট গুটিয়ে হাতের পেশি দেখাচ্ছেন এক তরুণ। কিন্তু গুগলি দিলেন বৃদ্ধা। নিজের মুঠো করা হাত কনুই থেকে আস্তে আস্তে মুড়তে থাকেন। বৃদ্ধার বাইসেপস আলুর মতো ফুলে ওঠে। নিজের হাতা নামিয়ে নিলেন তরুণ।

ভাইরাল/২

জনাকয়েক পুরুষ দিল্লিতে মেট্রোর মহিলা কামরায় উঠে পড়েছিলেন। মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। পরের স্টেশন আসতেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। পুরুষ যাত্রীদের চড় মেরে নামানো হয়। পুলিশের সঙ্গ দেন মহিলা যাত্রীরা।

জনমন জনমত

সুবিধাভোগীদের ভিড়ে কমছে চাকরির সুযোগ

পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতে সরকারি চাকরির বিষয়টি আজ এত নিম্নসীমায় পৌঁছেছে যে, সর্বস্তরের চাকরিপ্রার্থীই যে সরকারি চাকরি করবে - এমন স্বপ্নের কথা জোর গলায় কেউ বলতে পারে না। কেননা কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে ছেলেটা স্বপ্ন দেখেছিল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করবে তার স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে গত আট বছর এসএসসি হয়নি বলে। এরকম এক হতাশাজনক পরিস্থিতিতে যতটুকু নিয়োগ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার করছে, তাতে অর্ধেকের বেশি রিজার্ভ শ্রেণির জন্য পূর্বনির্ধারিত। বিশেষ করে যে কোনও চাকরির পরীক্ষায় এসটি এবং পিএইচ শ্রেণির কাটঅফ অর্ধেকে নেমে যায়।

শিক্ষা বলে সমতার কথা। কিন্তু আমরা সহানুভূতির নামে বিভেদ করে রেখেছি। একজন এসটি শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থী এবং তার পাশে জেনারেল শিক্ষার্থী একই ক্লাস করল, একই সুযোগসুবিধা পেল। কিন্তু এসটি শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থী চাকরির যোগ্যতার পরীক্ষায় অনেক কম পেয়েও এগিয়ে কেন? এসটিদের যে অর্থে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, আদতে কি সেইসব সুবিধা সব এসটি শিক্ষার্থী পাওয়ার যোগ্য?

যে ব্যক্তি এসটি কোটায় চাকরি পেলেন সেই অবধি ঠিক আছে। কিন্তু সেই ব্যক্তির সন্তানের তো সেই সুবিধা পাওয়ার কথা না। কিন্তু পায়। যে কারণে সুবিধাভোগীদের ভিড়ে হারিয়ে যায় জেনারেলরা। পাশাপাশি একজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে এগিয়ে দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু যেসব বিভাগে জায়গা পূরণ হল সেসব বিভাগের কাজ পূরণ কি সম্ভব?

শিক্ষার আঙিনা থেকে যারা বহুদূরে তাদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার অন্য পদ্ধতি হতে পারত। যোগ্যতার পরীক্ষায় সর্বদা মেধাকে প্রাধান্য দেওয়া হোক।

রাসেল সরকার, শিলিগুড়ি।

ভারত-কানাডার মধ্যে টানাপোড়েন

সম্প্রতি ভারত ও কানাডার মধ্যে যে কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, তা উদ্বেগজনক। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতকে অকারণে খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন। এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত এবং দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষত ট্রুডোর এই অভিযোগ কানাডায় বসবাসকারী শিখদের একটি চরমপন্থী অংশকে তুষ্ট করতে করা হয়েছে বলে মনে হয়, যা কানাডার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকেই ইঙ্গিত করে।

ভারত তার কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ছয়জন ভারতীয় কূটনীতিককে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। দুই দেশের মধ্যে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, বিশেষ করে জনগণের মধ্যে যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য রয়েছে, তা এখন এক সংকটময় অবস্থায় পৌঁছেছে।

ভারতের বিশ্বমঞ্চে ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে মাথায় রেখে এ ধরনের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য উভয় দেশেরই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত। কানাডার উচিত কূটনৈতিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করা, যাতে ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। আশা করি, উভয় দেশ এই সংকট থেকে শীঘ্রই উত্তরণের পথ খুঁজে বের করবে।

নীলাচল রায়, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

যে সম্পর্কগুলোর কোনও ডাকনাম নেই

চলার পথে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক হয়। তারপর তাঁরা হারিয়ে যান একদিন। উৎসবের মরশুমে বেশি মনে পড়ে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ভোরের কুয়াশায় ঢেকে আছে ক্যাম্পাস। সামনেই পরীক্ষা। এসময় বায়োলজিকাল ক্লক ভীষণ সক্রিয়। সকাল সকাল কীভাবে যেন ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই এক কাপ গরম চা যে ভীষণ দরকার! অগত্যা কোনওভাবে গরম চাদর চাপিয়ে হস্টেল থেকে এক'পা দু'পা করে এগিয়ে একটু দেখে নেওয়া সুবলদার চায়ের দোকানের ঝাঁপ খোলা কি না। হ্যাঁ, ঠিক খোলা।

সুবলদাও জানেন, ফি-বছর পরীক্ষার মরশুমে সকাল সকাল ছেলেদের একটু গরম চা চাই। তাই খুব ভোরে সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে বেকারির বিস্কুট আর গরম টাটকা পাউরুটির কার্টন দড়ি দিয়ে বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। কুয়াশার পথ ধরে। কয়লার উনুনটি জ্বেলে দুধ-চিনি সহযোগে কড়া পাকের দুধ চা চাপিয়ে দেন উনুনে। গরম চায়ে চুমুক দিতেই শরীরের আড়মোড়া ধীরে ধীরে কাটতে থাকে।

ওদিকে কুয়াশা ভেদ করে অনতিদূরে জেগে ওঠে কার্সিয়াং পাহাড়। এভাবেই একদিন পরীক্ষা শেষ হয়। ছেলেরা যে যার মতো ক্যাম্পাস ছেড়ে বাড়ি ফেরে। নতুন ছাত্রছাত্রীর সমাগমে ক্যাম্পাস আবার সরগরম হয়ে ওঠে। সুবলদার চায়ের দোকান রোজ খোলা হয়। পাহাড়টা ঠিক আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বন্দর এলাকা। কয়েকটি দোকান। একটি সবুজ খেলার মাঠ ও মাঠ সংলগ্ন চারপাশে খোলা বারান্দার একটি প্রাইমারি স্কুল, আর ব্যাংকের একটি ছোটখাটো শাখা। দূরদূরান্ত থেকে

আসা কয়েকজন ব্যাংককর্মীর নিতান্ত প্রয়োজনে এ-তল্লাটে গড়ে উঠেছে মেসবাড়ি। মেসবাড়িতে রান্না করেন কল্পনা মাসি। তেলে-ঝালে রান্নায় স্বাদ আনাতে তাঁর বেশ সুনাম। কিন্তু না, বাঁকুড়া থেকে আসা ধ্রুব পান্ডা'র তেল-ঝাল পেটে সয় না। তাই কল্পনা মাসি রোজ রাঁধতে গিয়ে একবার ধ্রুবর কথা মনে পড়তেই সতর্ক হন। নিজেকে নতুনভাবে প্রয়োগ করতে চান তিনি। হঠাৎ একদিন কল্পনা মাসি জানতে পারেন, ধ্রুব মেস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কেননা তাঁর পোস্টিং হয়েছে বাড়ির কাছাকাছি।

জেলা শহরের মোটর ভেহিকল অফিসে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। অফিসের পাশেই অস্থায়ী একচালা ঘরে এক সাদামাঠা খাবারের হোটেল চালায় এক দম্পতি। অনেক মানুষের ভিড়ে অফিসের এক বাবুও টিফিন আওয়ারে এসে খেয়ে যান ভাত। হোটেলের রাঁধুনি গৃহবধূ জেনে গিয়েছেন বাবুর ধনেপাতা দিয়ে বাটা মাছের পাতলা ঝোল খুব পছন্দ। তাইতো পরম মমতায় মাঝেমধ্যেই বাটা মাছ রাঁধা হয় এই তুচ্ছ হোটেলে। একদিন বাবুটির আসা বন্ধ হয়। বাটা মাছ পড়ে থাকে। পরে জানা যায়, ট্রান্সফার হয়ে তিনি নাকি অন্যত্র চলে গিয়েছেন।

জীবনে চলার বাঁকে আমাদের এভাবেই বেশ কিছু অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হয়। এমন সম্পর্কগুলোকে কখনও সংজ্ঞায়িত করা যায় না। সম্পর্কগুলোর কোনও ডাকনাম নেই। কিন্তু সম্পর্ক তৈরি হয়- কখনও স্কুলবেলায় পাঁচিশ পয়সার বিনিময়ে আইসক্রিম হাত থেকে নেওয়া সেই বরফওয়ালার সঙ্গে, কখনও মেসবাড়িতে থাকতে গিয়ে পাশের মুদিখানার দোকানির সঙ্গে, কখনও ডেইলি যাতায়াতের সুবাদে বাস কনডাক্টরের সঙ্গে। এমন সম্পর্কগুলো হঠাৎ ছিন্ন হলে শুরুতে কোনও অভিঘাত তৈরি হয় না ঠিকই, কিন্তু মনের ভেতরে কোথাও যেন সম্পর্কগুলো ঘুমিয়ে থাকে। বহু বছর পর রাতে ঘুম না এলে হঠাৎ সুবলদা, কল্পনা মাসিরা জেগে ওঠেন। বেশি করে যেন উৎসবের সময়, উৎসব হারিয়ে যাওয়ার সময়ই।

(লেখক শিক্ষক, দিনহাটার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। কিছু দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ ৫। যেখানে আশার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ৬। যে জুলুম বা অন্যায় আচরণ করে ৭। হিংস্র বন্যপ্রাণী ৯। বাধাবিপত্তি বা আঘাত এবং প্রত্যাঘাত ১২। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সম্ভার ১৩। যে কল টিপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার বা পরীক্ষা করে দেখা ২। যারা মিষ্টির কারবার করে ৩। যেসব বর্ণ তালুকে ছুঁয়ে উচ্চারিত হয় ৪। পুত্রসন্তান বা বালক ৫। এই ফল খেতে খুব তেতো ৭। যেখানে কড়া পরলেই গ্রেপ্তার ৮। নাকানিচোবানি অবস্থা ৯। ঘুঙুর বা নূপুর ১০। কোনও বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ১১। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকা।

সমাধান ■ ৩৯৬৬

পাশাপাশি : ১। ফালতু ৪। মুখর ৫। হাবা ৭। নাকাল ৮। শরিকানা ৯। বাতায়ন ১১। সীবন ১৩। চাড় ১৪। চশমা ১৫। নাচার।

উপর-নীচ : ১। ফাতনা ২। তুমুল ৩। দরবেশ ৬। বাহানা ৯। বাগিচা ১০। নষ্টচন্দ্র ১১। সীমানা ১২। নজির।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কালীপুজোয় উপাসনা গর্তেশ্বরীর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম নাওতারি দেবোত্তর। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের এই গ্রামেই রয়েছে গর্তেশ্বরীর মন্দির। গর্তেশ্বরীর মন্দিরের পাশাপাশি এখানে গড়ে উঠেছে কালী মন্দিরও। সেই মন্দিরেই এবার ধুমধাম করে পুজো হবে।

দুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তেমনই অরুণেশ্বর নামের এক দৈত্যকে বধ করেছিলেন দেবী ভ্রামরী। ভ্রমরের সাহায্যে দৈত্য বধ করার জন্য আজও তিনি ভ্রামরীদেবী বা দেবী গর্তেশ্বরী নামে পূজিত হন। প্রতি বছর কালীপুজোর সময় এই দেবীর পুজো করা হয় এ গ্রামে।

সীমান্ত লাগোয়া এই গ্রাম কিন্তু ২০১৪ সালের আগেও ভারতের মানচিত্রে ছিল না। তার অবস্থান দেখানো ছিল বাংলাদেশের মানচিত্রে। পরে ছিটমহল বিনিময় চুক্তির সঙ্গে এই গ্রামটিও ভারতীয় মানচিত্রে স্থান পায়। দেবী গর্তেশ্বরীর মূর্তি নিয়ে ত্রিস্রোতা মহাপীঠ দেবী ভ্রামরী মন্দির কমিটির সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র রায় জানান, কষ্টিপাথরের তৈরি এই দেবীমূর্তি কত প্রাচীন, তা কেউ ঠিক করে বলতে পারবেন না। দেবীর বাম হাতে অভয় মুদ্রা। আর ডান হাতে বরদান করছেন। বিচিত্র অলংকার পরিহিতা এই দেবী। পুষ্পযুক্ত গলার মালায় অজস্র ভ্রমরের অবয়র রয়েছে।

এই অরুণেশ্বর দৈত্য বধের কাহিনীটা কী? ব্রহ্মা সেই দৈত্যকে

> কষ্টিপাথরের তৈরি এই দেবীমূর্তি কত প্রাচীন, তা কেউ ঠিক করে বলতে পারবেন না। বিচিত্র অলংকার পরিহিতা এই দেবী।
>
> **হরিশ্চন্দ্র রায়**
> সম্পাদক, ভ্রামরী মন্দির কমিটি

বর দিয়েছিলেন যে কোনও লিঙ্গের মানব বা মানবী তাকে বধ করতে পারবে না। কোনও অস্ত্র দিয়ে তাকে বধ করা যাবে না। দ্বিভুজ-চতুর্ভুজ বা অন্য কোনও পদের প্রাণীর হাতে তার মৃত্যু হবে না।

কিন্তু ভ্রামরীদেবী ভ্রমরের মালা পরে দৈত্যের সামনে নৃত্য শুরু করেন। অসংখ্য ভ্রমরের দংশনে মৃত্যু হয় দৈত্যের। ভ্রমর ক্লীবলিঙ্গ। তাই ব্রহ্মার বরের কোনও অন্যথাও ঘটেনি।

আবার স্বর্গ থেকে পাতালে গিয়েও অরুণ দৈত্যকে আরও একবার বধ করতে হয়েছিল। যে কারণে পাতাল অর্থে গহ্বর, অর্থাৎ গহ্বরের অধিশ্বরী বলে তিনি গর্তেশ্বরীদেবী নামেও পূজিতা হন। এবার কালীপুজোর দিন কালীর সঙ্গে এই গর্তেশ্বরীদেবীরও পুজো হবে বলে হরিশ্চন্দ্র জানান।

এই পুজোকে ঘিরে এই প্রান্তিক এলাকায় প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় থাকার ব্যবস্থা, মন্দিরের ইতিহাসের বিষয়ে ছবি ও ভিডিও নিয়ে সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে।

ভক্ত এবং পুণ্যার্থীদের জন্য পুজোর কয়েকদিন খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন থাকছে।

স্মারকলিপি

ধূপগুড়ি, ২১ অক্টোবর : ধূপগুড়ি শহরে ড্রাগের নেশার ক্রমবর্ধমান ঝোঁক এবং তাকে ঘিরে তরুণসমাজের অবক্ষয় রুখতে সোমবার ধূপগুড়ি মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিল টাউন ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্মীরা। স্মারকলিপি নিয়ে টাউন ব্লক তৃণমূল যুবর সহ সভাপতি শুভ দে সরকার বলেন, 'ধূপগুড়িতে মাদকের কারবার চলছে। তরুণসমাজ এই নেশার খপ্পড়ে পড়ছে। এই বিপদ থেকে শহর এবং সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।'

সবে মিলে।। *মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ নাগ।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

আজ খুলছে কুমাই চা বাগান

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : মঙ্গলবার থেকে খুলে যাচ্ছে কালিম্পংয়ের কুমাই চা বাগান। গত ৯ অক্টোবর সেখানে বোনাস বিবাদকে কেন্দ্র করে সাসপনেশন অফ ওয়ার্কের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। এরপর বেশ কয়েকটি বৈঠক হলেও সমাধানসূত্র অধরাই ছিল। সোমবার শিলিগুড়ির দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে শ্রম দপ্তর আয়োজিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে জট খোলে। কালিম্পংয়ের ডেপুটি লেবার কমিশনার রাজু দত্ত বলেন, 'আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এদিন বাগান ফের স্বাভাবিক করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।'

মালিকপক্ষের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) শান্তনু সরকার বলেন, 'বাগান খোলা নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে ঐকমত্য হয়েছে। এর থেকে ভালো আর কি-ই বা হতে পারে?'

কুমাই খোলার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে সেখানকার শ্রমিক সংগঠন হিল তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নও। সংগঠনের কুমাই ইউনিট কমিটির সভাপতি বিকাশ ছেত্রী জানান, এদিনের আলোচনায় তাঁরা সন্তুষ্ট।

কুমাই বাগানে শ্রম দপ্তরের অ্যাডভাইজারি মোতাবেক এবার ১৬ শতাংশ হারের বোনাস দেওয়া হয়। যদিও শ্রমিকদের দাবি ছিল ২০ শতাংশ হারের বোনাস। এর ফলে উদ্ভূত অসন্তোষের জেরে বাগানটিতে ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়।

এদিনের বৈঠকে মালিকপক্ষের হয়ে ছিলেন ম্যানেজার চন্দ্রদেও গুরুং, দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশনের (ডিটিএ) সচিব সন্দীপ মুখোপাধ্যায়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে কুমাইয়ের স্থানীয় নেতারা ছাড়াও ছিলেন হিল-তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা সভাপতি ডিবি ছেত্রী সহ আরও অনেকে।

মঙ্গলবার দার্জিলিং সদর ব্লকের সোম ও বুধবার ওই ব্লকেরই ভেনেকবার্ন-এর মতো আরও দুটি বন্ধ চা বাগান নিয়ে দাগাপুরের শ্রমিক ভবনেই আলাদা দুটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে শ্রম দপ্তর। ওই দুই বাগানে পুজোর আগে একসঙ্গে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

দেবীর ভোগে আট রকমের মাছ

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২১ অক্টোবর : চালসার ঐতিহ্যবাহী আনন্দময়ী কালীবাড়িতে পুজো প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সামনের অমাবস্যা তিথিতে দেবীর পুজো হবে। আর পাঁচটা পুজোর মতোই ভক্তি, নিষ্ঠা সহকারে দেবীর আরাধনা করা হয়। তবে পুজোর ভোগে থাকে বিশেষ পদ। বাৎসরিক পুজোর দিনে দেবীকে আট রকম মাছ দিয়ে পুজোর ভোগ দেওয়া হয়। সেই ভোগই প্রসাদ হিসেবে সকলকে দেওয়া হয়। চালসা মা আনন্দময়ী কালীবাড়ির সম্পাদক বিমলেন্দু দে সরকার বলেন, 'পুজোর দিন বোয়াল, রুই, শোল, ইলিশ, কাতল, আড় প্রভৃতি মাছ মিলিয়ে আট প্রকার মাছ দিয়ে মাকে ভাগ দেওয়া হয়। ওই আটটি মাছের তালিকায় বোয়াল, রুই ও শোল এই তিনটি মাছ ছাড়া বাকিগুলোর পালাবদল হয়। পূর্বে দেবীর চরণে বলি দেওয়ার রীতি ছিল। তবে সেই প্রথা ২০১৬ সাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

পুজোর বয়স ঠিক কত পুরোনো তা কেউই বলতে পারেন না। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মাটির প্রতিমা ও টিনের চালায় মন্দিরেই পুজো হত। ১৯৮৭ সালে সত্যনারায়ণ গুপ্তা তাঁর বাবা ও মায়ের স্মরণে নতুন মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেন। ওই বছরই হরেন্দ্রগোপাল দত্ত কষ্টিপাথরের প্রতিমা স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্য করেন। তারপর কষ্টিপাথরের প্রতিমা ও মন্দির স্থাপন করা হয়। সেই মন্দিরেই পুজো হয়ে আসছে। বিমলেন্দু বলেন, 'সারা বছরই দেবীর নিত্যপুজো হয়। চালসা সহ আশপাশের এলাকার মানুষ মন্দিরে আসেন। দেবীর পুজোয় বাহ্যিক আড়ম্বরতা নেই। রীতিই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।' কালীপুজোর আগে দেবীর গয়না চালসার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে নিয়ে আসা হবে।

বিশ্রামঘরে বায়োমেট্রিক লকিং

মেডিকেলের চিকিৎসকদের নিরাপত্তার স্বার্থে সিদ্ধান্ত

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসকদের বিশ্রামঘরের দরজায় লাগানো হবে বায়োমেট্রিক লকিং সিস্টেম। আঙুলের ছাপেই খুলবে দরজা। মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবেল এই বায়োমেট্রিক লকিং দরজা লাগানোর সমীক্ষা শুরু করেছে। অন্যদিকে, মেডিকেল কলেজের ভিতর জেলা হাসপাতালে বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতে সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা বাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তার স্বার্থে নতুন করে প্রবেশপথে গেট বসানোর কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'আমরা চিকিৎসকদের ডিউটি রুম এবং বিশ্রামঘরের পরিকাঠামো উন্নয়ন করেছি। সেইসঙ্গে বিশ্রামঘরে অত্যাধুনিক বায়োমেট্রিক লকিং দরজা লাগানোর কথা ভাবা হয়েছে। কোথায় কীভাবে এই দরজা লাগানো হবে সেই বিষয়ে ওয়েবেল সমীক্ষা করে আগে রিপোর্ট দেবে। সেইমতো কাজ করা হবে। এছাড়াও আমরা জেলা হাসপাতালে সীমানা প্রাচীর এবং গেট লাগানোর কাজ শুরু করে দিয়েছি। কাজ সম্পন্ন হলে আমরা একবার জুনিয়ার এবং সিনিয়ার চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে কী কী পরিকাঠামো উন্নয়ন হল তা দেখাব। সেক্ষেত্রে তাঁদের যদি কোনও পরামর্শ থাকে সেটাও শোনা হবে।'

আরজি করের ঘটনার পর রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজেও নিরাপত্তার সুনিশ্চিত করতে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সুপারস্পেশালিটি এবং জেলা হাসপাতাল মিলিয়ে প্রায় ২৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কাজ প্রায় শেষ। নতুন করে ৬৯ জন নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করেছে কর্তৃপক্ষ।

এতদিন পর্যন্ত জেলা হাসপাতাল চত্বর ছিল কার্যত উন্মুক্ত। সন্ধ্যার পর হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় নেশার আসর বসত বলে অভিযোগ। বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতেই সীমানা প্রাচীর এবং প্রতিটি রাস্তার মুখে গেট তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় মেডিকেল কলেজে কর্তৃপক্ষ। স্বাস্থ্য ভবন থেকে অনুমতি মিলতেই শুরু হয়েছে সীমানা প্রাচীর এবং গেট তৈরির কাজ। জানা গিয়েছে, হাসপাতালের যে অংশে সীমানা প্রাচীর নেই, সেখানে নতুন করে প্রাচীর তৈরি হবে। একইভাবে যে জায়গাগুলিতে সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা কম ছিল সেইসব জায়গায় প্রাচীরের উচ্চতা তিন ফুট পর্যন্ত উচ্চতা বাড়ানোর হচ্ছে। ব্লাড ব্যাংক এবং নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফিসের সামনে দিয়ে যে রাস্তা দুটি হাসপাতালে ঢুকেছে সেখানে নতুন করে গেট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ডিউটি রুম এবং বিশ্রামঘরের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এবার সেই রুমের দরজায় বায়োমেট্রিক লক লাগানোর কথা ভাবছে কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে যে, ওয়ার্ডে যে সমস্ত জুনিয়ার এবং সিনিয়ার চিকিৎসক ডিউটি করেন তাঁদের আঙুলের ছাপ নিয়ে বায়োমেট্রিক মেশিনের ডেটা ব্যাংকে যুক্ত করা থাকবে। ফলে বাইরের কেউই সেই ঘরে ঢুকতে পারবেন না। একইভাবে কখন কোন চিকিৎসক সেই বিশ্রামঘরে ঢুকছেন তারও তথ্য যন্ত্রে থেকে যাবে। প্রয়োজনে সেই তথ্য জানতে পারবে কর্তৃপক্ষ। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের যোগাযোগের জন্য ওয়াকিটকি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতালে বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতে সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা বাড়ানো শুরু হয়েছে।

আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা

জেলা হাসপাতালের সীমানা প্রাচীর উঁচু করা হচ্ছে

যেখানে প্রাচীর নেই সেই এলাকায় নতুন প্রাচীর হচ্ছে

ঢোকার দুটি রাস্তায় গেট বসছে

ইতিমধ্যেই জেলা ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ২৫০ সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ প্রায় শেষ

নতুন করে ৬৯ জন নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ

তাঁদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগে ওয়াকিটকি

মিছিল ও পথসভা

চালসা, ২১ অক্টোবর : 'নাটক ছেড়ে বিচার করো, আরজি করের মাথা ধরো' এই স্লোগানকে সামনে রেখে সোমবার মিছিল ও পথসভা করল সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি।

এদিন বিকেলে মেটেলি ব্লকের বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারে ওই কর্মসূচি হয়। তিলোত্তমার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে মিছিল হয়। মিছিলটি বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারের সিপিএমের দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে সমগ্র বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। এরপর হয় পথসভা। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভানেত্রী মমতা রায়, সম্পাদিকা রিনা সরকার, পিয়ালী গুহ রায় সহ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা নেতৃত্ব সহ মেটেলি ব্লক নেতৃত্ব।

নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি-এসটি-ওবিসি সেল। সোমবার মেডিকেল কলেজের সুপারকে এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়।

সংগঠনের জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি মৌসুমি করের দাবি, বিজ্ঞাপন ছাড়াই কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

স্থানীয়দের নিয়োগ করা হয়নি। কোভিডের সময় যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকেও নিয়োগ করা হয়নি। নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁরা সঠিক উত্তর না পেলে বৃহত্তর আন্দোলন করতে বাধ্য হবেন বলে মৌসুমি জানান।

নিম্নমানের কাজ, বিক্ষোভ

করতোয়া সেচখালের পাড় সংস্কারে খারাপ সামগ্রী ব্যবহার

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : করতোয়া সেচখালের পাড় সংস্কার নিয়ে অভিযোগ জানালেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। সোমবার তাঁরা নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেবপাড়া এলাকায়।

মাসখানেক আগে জলের চাপে সাহেবপাড়ায় করতোয়া তালমা সাব-ডিভিশনের সেচখালের পাড় ভেঙে যায়। জল গ্রামে ঢুকে যায়। সেই ভাঙা পাড় বানানোর কাজ শুরু করেছে সেচ দপ্তর। এদিকে, নির্মাণে নিম্নমানের বালি এবং অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তাই তাঁরা ভয় পাচ্ছেন, এভাবে সংস্কার করলে যে কোনও সময় আবার পাড় ভাঙতে পারে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য গৌতম রায় বলেন, 'আমি গ্রামবাসীদের মুখে শুনলাম সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীরা নিম্নমানের বালি সহ একাধিক অভিযোগ এনেছেন। বিষয়টি আমি ঠিকাদারের নজরে এনেছি।'

এদিন স্থানীয়দের ক্ষোভের কথা শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছান কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার এবং সেচ দপ্তরের কর্মীরা। তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে গ্রামবাসীদের ক্ষোভ বাড়ে। ঠিকাদারের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বাসিন্দারা। স্থানীয় সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'ঠিকাদার নিম্নমানের কাজ করতে চাইছে। আমরা চাইছি কাজটা ভালো করে হোক।'

গ্রামের আরেক বাসিন্দা জোকোত মোহাম্মদ বলেন, 'বালির মধ্যে মাটি রয়েছে। এই বালি দিয়ে কাজ করলে আবার খালের পাড় ভেঙে পড়বে।'

অন্যদিকে, ঠিকাদার নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, সেচ দপ্তরের নির্দেশিকা মেনেই কাজ হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, 'এই এলাকার কয়েকজন আমার থেকে টাকা চাইছে। আমি এক টাকাও দিতে রাজি নই। নিয়ম মোতাবেক কাজ করে চলে যাব।'

সেচ দপ্তরের আধিকারিক অরূপ পাল বলেন, 'গ্রামবাসীদের অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে নিয়ম মোতাবেক কাজ করা হবে।'

আধিকারিক এবং ঠিকাদারের সঙ্গে বচসা গ্রামবাসীদের।

ছোট হাতে সাহায্য। জলপাইগুড়ির পালপাড়ায় মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি। সোমবার।

প্রাথমিকের বৃত্তি পরীক্ষা শুরু

ধূপগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সোমবার থেকে শুরু হল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা। এবার সারা জেলায় মোট ৪০টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ৪,১০০ পড়ুয়া পরীক্ষায় বসেছে বলে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে। সোমবার প্রথম দিন মাতৃভাষার পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে। পাঁচটি বিষয়ের ওপর মোট পাঁচশো নম্বরের এই পরীক্ষা হবে। মাঝে দুই বছর বন্ধ থাকায় এবারে পরীক্ষার্থী সংখ্যা কিছুটা কমেছে বলে জানান পর্ষদ কর্তারা। এবছর ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বৃত্তি পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের বন্যার কারণে রাজ্যজুড়ে পিছিয়ে দেওয়া হয় পরীক্ষা। আয়োজক প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের উত্তরবঙ্গ কোঅর্ডিনেটর অমলকান্তি রায় বলেন, 'পাশফেল প্রথা উঠে যাওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষায় যে প্রতিযোগিতা এবং মানোন্নয়নের চেষ্টার ঘাটতি এসেছে তাকে দূর করতে এই পরীক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম দিনেই আগের সেই উন্মাদনা আমরা লক্ষ করেছি। গতবারের তুলনায় এবারে ভেনু এবং পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে।'

উদ্বোধনের পাঁচ বছর পরেও বন্ধ ভোজনালয়

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২১ অক্টোবর : ২০১৯ সালের ২৭ অক্টোবর। তৎকালীন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি পুণ্যার্থীদের ভোজনালয়ের উদ্বোধন করেন। তারপর কেটে গিয়েছে পাঁচটা বছর। একদিনের জন্যও ভোজনালয়ের দরজা মন্দিরে আসা পুণ্যার্থীদের জন্য খুলল না। কেন, সেই উত্তরটা মেলেনি। মন্দির কমিটির কোষাধ্যক্ষ বাবলু রায় বলেন, 'কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভোজনালয়টি তৈরি করার দরকার বা কী ছিল? যদি সেটা পুণ্যার্থীদের কাজে না-ই লাগল।'

জলপাইগুড়ির বেলাকোবায় অবস্থিত এই মন্দিরটিতে স্থানীয় এলাকা তো বটে ভিনরাজ্য থেকেও অনেকে আসেন পুজো দিতে। সেই মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য পাঁচ বছর আগে পর্যটন দপ্তরের বরাদ্দ ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা খরচ করে ভোজনালয় তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা এখনও বন্ধ হয়েই পড়ে রয়েছে। ভোজনালয় বন্ধ থাকার বিষয়টি জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মন্দির কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ দাস। তৃণমূল কংগ্রেসের এসটি-এসসি-ওবিসি সেলের ওই সভাপতির অভিযোগ, 'একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। সদিচ্ছার অভাবের জন্যই এটা করা হচ্ছে না। যদি ওই সাড়ে তিন কোটি টাকা মন্দির কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হত, তাহলে আরও ভালোমতো পরিষেবা দেওয়া যেত।'

> **কারণ অজানা**
>
> - ২০১৯ সালে পর্যটন দপ্তরের বরাদ্দ কোটি টাকায় তৈরি ভোজনালয়
> - তার দু'বছর পরে বিডিওর উপস্থিতিতে ভোজনালয়টি রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিকে হস্তান্তর
> - পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ, রান্নার ব্যবস্থা না করেই উদ্বোধনের অভিযোগ

কেন উদ্বোধনের পরও ভোজনালয়টি চালু হয় না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মন্দিরে আসা অনীতা রায়, মেনকা বর্মনরা। পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক এ বিষয়ে বলেন, 'ভোজনালয় উদ্বোধনের পর ২০২১ সালে অক্টোবরে বিডিওর উপস্থিতিতে ভোজনালয়টি রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পর্যটন দপ্তরের কিছু করণীয় নেই।' ভোজনালয় না খোলার বিষয়টি জানতে পেরে রাজগঞ্জের তৎকালীন বিডিও পঙ্কজ কোনার এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও ভোজনালয়ের দরজা খোলেনি। ভোজনালয়ে নেই পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ। বসে খাওয়ার ব্যবস্থা কিংবা রান্নার বাসনপত্রও চোখে পড়ল না।

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার বলেন, 'মন্দির কমিটি লিখিত দিলে পরবর্তীতে ফান্ড এলে আমি উদ্যোগ নেব।' উদ্যোগ নেওয়ার কথা শোনা গেল রাজগঞ্জ বিডিও প্রসেনজিৎ বর্মনের মুখেও। তিনি জানান, বিষয়টি মন্দির কমিটি তাঁকে বিস্তারিত জানালে তিনি জেলা শাসকের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করবেন।

সচেতনতা শিবির

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন রাউতবাগান, ৭৩ মোড়, দেবনগর সহ বিভিন্ন দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' নিয়ে সদর ট্রাফিক পুলিশ বাসিন্দাদের সচেতন করল। পাশাপাশি, ওই এলাকায় থাকা প্রতিটি মানুষকে সাইবার ক্রাইম, ওটিপি শেয়ার সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপাশি ছোট ছেলেমেয়েদের যাতে অপরিচিত কারও সঙ্গে বাইরে না পাঠানো হয় সে বিষয়ে সচেতন করা হয়। নেশার বিষয়েও বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়। সদর ট্রাফিকের তরফে শহর সহ গ্রামাঞ্চলে লাগাতার অভিযান চালিয়ে এ ধরনের সচেতনতা শিবির হচ্ছে। এই উদ্যোগ বাসিন্দাদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

জৌলুস ফিরল মাটির প্রদীপের

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২১ অক্টোবর : হরেকরকমের রংবেরঙের বাহারি চাইনিজ টুনিলাইটের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে মাটির প্রদীপ। ময়নাগুড়ি ব্লকের সিঙ্গিমারির পালপাড়ায় তৈরি এই প্রদীপের চাহিদাও ওই বিদেশি টুনিলাইটের থেকে কম কিছু না। পালপাড়ায় মৃৎশিল্পীদের হাতে তৈরি মাটির প্রদীপ পাইকারদের মাধ্যমে পাড়ি দিচ্ছে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায়। মাটির প্রদীপের চাহিদা তুঙ্গে থাকায় স্থানীয় শিল্পীদের মুখে চওড়া হাসি। স্থানীয় মৃৎশিল্পী রমেন পাল বললেন, 'বিগত কয়েকবছরে মাটির প্রদীপের চাহিদা তেমন একটা ছিল না। তবে করোনার পর চিনের পণ্য বয়কটের জেরে ফের মাটির প্রদীপের চাহিদা বেড়েছে। যার জেরে ব্যবসা এবার অনেকটাই ভালো হচ্ছে।'

বিগত কয়েকবছর ধরে অবশ্য ছবিটা এরকম ছিল না। চিনা টুনিলাইটের দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছিল মাটির প্রদীপ। কয়েক হাজার মাটির প্রদীপ তৈরি করেও সেগুলোর বরাত না পাওয়ায় বিপাকে পড়েছিলেন শিল্পীরা। কয়েকজন হার মেনে এই পেশা ছেড়ে দিনমজুরের কাজ করতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন।

কয়েকজন আবার সুদিনের অপেক্ষায় দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গিয়েছেন। অবশেষে ফল মিলেছে। চলতি বছর মাটির প্রদীপের চাহিদা তুঙ্গে বলে জানান সিঙ্গিমারির পালপাড়ার মৃৎশিল্পীরা। মৃৎশিল্পী ননীগোপাল পাল, দধিরাম পালরা এখন সবুরের ফল পাচ্ছেন বলে জানালেন। চলতি বছর দশ লক্ষাধিক প্রদীপ এখনই পাইকারদের হাত ধরে অন্য জেলায় পাড়ি দিয়েছে। পাইকাররা কয়েকজন অগ্রিমও দিয়েছেন। এতটাই কাজ বেড়েছে যে, দিনরাত মিলিয়ে কাজ করেও শেষ হচ্ছে না। বাড়ির মহিলারাও প্রদীপ তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছেন। স্থানীয় গৃহবধূ ঊর্মিলা পাল বললেন, সংসারের কাজের ফাঁকে দিনে চার-পাঁচ ঘণ্টা করে তারা এই প্রদীপ তৈরির কাজ করছেন। তাও সময় মিলছে না। কলামটি থেকে মাটি আনার জন্য ভ্যান প্রতি খরচ পড়ে তিন হাজার টাকা। ওই মাটি দিয়ে তৈরি হয় প্রায় ৩৫ হাজার মাটির প্রদীপ। একেকটি প্রদীপ এক টাকায় বিক্রি হলেও লাভ হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল জানান, ৪০ হাজার প্রদীপের বরাত মিলেছে। দু'একদিনের মধ্যে প্রদীপ পাইকারদের হাত ধরে বিভিন্ন এলাকায় যাবে।

সিঙ্গিমারির পালপাড়ায় তৈরি হচ্ছে মাটির প্রদীপ।

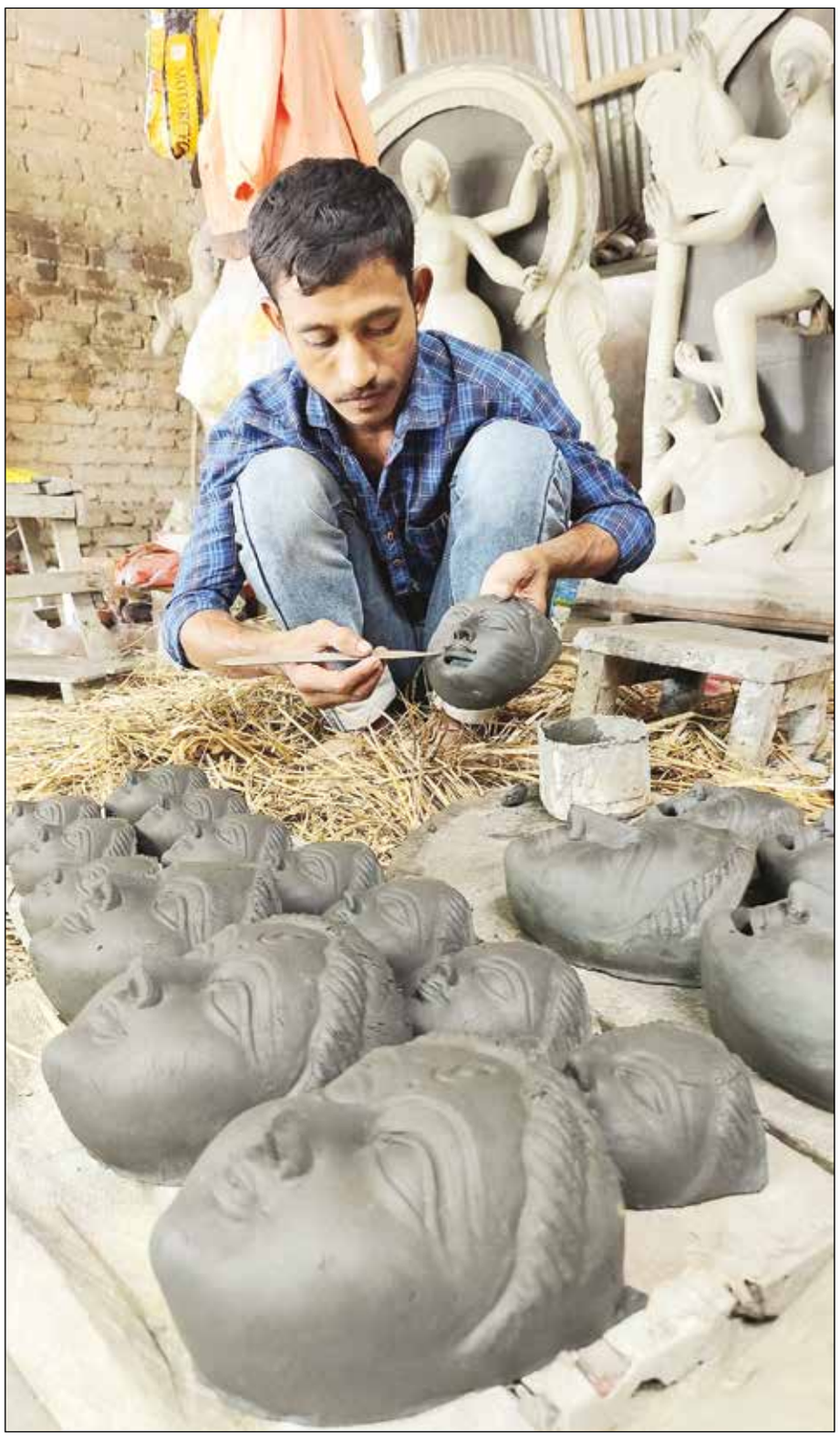

ছোট তারা

ময়নাগুড়ি মর্নিং স্টার স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ইভানশিকা রায়। কোচবিহারে অডিটোরিয়ামে আন্তজাতিক আবৃত্তি উৎসব ২০২৪-এ প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

নিপুণ হাতে। কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পীর ব্যস্ততা। সোমবার ময়নাগুড়িতে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

ক্ষোভের মুখে পিএইচই কর্তারা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২১ অক্টোবর : পানীয় জলের সমস্যা দেখতে এসে কাউন্সিলারদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা (পিএইচই)। ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের সামনেই ক্ষোভ উগড়ে দেন কাউন্সিলাররা। সোমবার ময়নাগুড়ির পিএইচই অফিসে এসেছিলেন আধিকারিকরা। ময়নাগুড়িতে পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে নাগরিকদের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। পুরসভার তরফেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। আধিকারিকরা এসেছেন জানতে পেরে পিএইচই অফিসে উপস্থিত হন ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলাররা। সেখানেই কাউন্সিলাররা ক্ষোভ উগরে দেন। কাউন্সিলারদের চাপে পড়ে অবশ্য শেষপর্যন্ত আধিকারিকরা আশ্বাস দেন এক মাসের মধ্যে পরিষেবা স্বাভাবিক করা হবে। এরপরে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সোমনাথ চৌধুরী বলেন, 'পাইপলাইনের ফুটো মেরামতির কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। নতুন জলের ট্যাংকটির সঙ্গে পুরোনো ট্যাংকের সংযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে রাস্তা কেটে। আলাদা করে জোন ভাগ করে জল সরবরাহ করা হবে। আশা করছি আগামী এক মাসের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসছে ক্ষোভের কথা।

অভিযোগ, ময়নাগুড়ি শহরের বেশিরভাগ ওয়ার্ডে পানীয় জল পেঁছায় না। গত আট মাস ধরে এই সমস্যা মারাত্মক আকার নিয়েছে। পানীয় জলের দাবিতে নাগরিকরা পথে নামেন। পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডেই পানীয় জলের হাহাকার। কাউন্সিলারদের একাংশ জানান, পানীয় জলের জন্য নাগরিকদের চাপে দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়েছে। কোথাও জল নেই। এমন পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে বারবার ফোন করেও কোনও সুফল মিলছে না। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামল সাহা বলেন, 'গত দু'মাস ধরে একেবারে জল নেই এলাকার কোথাও। কিছুদিন আগে ধীর গতিতে জল পড়ত। এখন তো এক ফোটাও জল মেলে না।'

জলের এমন সমস্যার কারণ কী? পুর এলাকার প্রথম জলের ট্যাংকটি ১৯৭৬ সালের। সাড়ে চার লক্ষ লিটার জল ধারণক্ষমতা। পাইপলাইনও সেই আমলের বসানো। অধিকাংশ জায়গাতেই পাইপলাইন ফুটো হয়ে গিয়েছে। শুরুতে স্ট্যান্ডপোস্ট ছিল আড়াইশো। এখন সাড়ে চার হাজার বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের লাইন সংযোগ করা হয়েছে। চাহিদা বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ। পাম্প দিয়ে ট্যাংকে ধীরগতিতে জল উঠছে। সমস্যা বুঝতে পেরে ২০২২ সালে পুরোনো জলের ট্যাংকের পাশে নতুন আরও একটি জলের ট্যাংক নির্মাণ করা হয়। সেটার জল ধারণক্ষমতা পাঁচ লক্ষ লিটার। কিন্তু সেটার সঙ্গে পুরোনো জলের ট্যাংকের সংযোগ করা হয়নি। এর ফলেই ময়নাগুড়িতে ধীরে ধীরে পানীয় জলের সংকট তীব্র হয়েছে। জল সরবরাহও কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এদিন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ছিলেন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য আধিকারিকরা। পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'বহু বছরের পুরোনো পাইপলাইন। বহু জায়গায় পাইপ ফুটো হয়ে রয়েছে। কোনও ওয়ার্ডেই জল মিলছে না। পিএচইকে বারবার জানানোর পরেও কোনও কাজ হচ্ছে না।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।'

পুরসভা সূত্রে খবর, আম্রুত-২ প্রকল্পের আওতায় পুর এলাকায় ৩১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। তবে সেটা শেষ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। সেই সময় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে পরিষেবা যাতে স্বাভাবিক থাকে সেকথাই এদিন আধিকারিকদের বলা হয়েছে। ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি তথা পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ঝুলন সান্যাল বলেন, 'আগে কখনও ময়নাগুড়িত এ ধরনের জলের সমস্যা হয়নি। দিনের পর দিন এমনটা তো চলতে পারে।'

সমস্যা যেখানে

- ময়নাগুড়িতে পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে নাগরিকদের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের
- পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডেই পানীয় জলের হাহাকার
- অধিকাংশ জায়গাতেই পাইপলাইন ফুটো হয়ে গিয়েছে
- আম্রুত-২ প্রকল্পের আওতায় পুর এলাকায় ৩১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে
- শুরুতে স্ট্যান্ডপোস্ট ছিল আড়াইশো
- এখন সাড়ে চার হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে

ছটঘাট সাজাতে পুরসভার আশ্বাস

বিদেশ বসু

মালবাজার, ২১ অক্টোবর : ছটঘাট সাজানো নিয়ে সোমবার মালবাজার পুরসভায় বৈঠক হয়। পুরসভা এলাকার পাঁচটি ছটঘাট কমিটির কর্তাদের সঙ্গে বোর্ড অফ কাউন্সিলার্স আলোচনায় বসে। ছটঘাট কমিটিগুলি পুর কর্তৃপক্ষকে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব দেয়। পুরসভা ছটঘাট সাজানোর ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'ছটঘাট সাজানোর প্রয়োজনে পুরসভার আর্থমুভার ব্যবহার করা হবে।'

শহরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের মাল নদীর তিনটি ঘাটে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। মহাকালপাড়া, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মশলাপট্টি এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া ক্ষুদিরামপল্লিতে এই ঘাটগুলি রয়েছে। শহরের অপর প্রান্তে শঙ্খিনীঝোরার ধারে সূর্য সেন কলোনি ও নিউ গ্লেনকো চা বাগান লাগোয়া এলাকাতেও ছটপুজো হয়। ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায় মাল নদীর ঘাটে শিববাড়ি মহাবীরস্থান যুব সংস্থা পুজোর আয়োজন করে।

ছটপুজো কমিটিগুলোকে নিয়ে পুরসভায় বৈঠক। সোমবার।

> ছটঘাট সাজানোর প্রয়োজনে পুরসভার আর্থমুভার ব্যবহার করা হবে।
>
> **-উৎপল ভাদুড়ি** *ভাইস চেয়ারম্যান, মাল পুরসভা*

ওই সংস্থার তরফে অরুণ শা বলেন, 'ছটঘাট সাজানোর ক্ষেত্রে পুরসভার ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছি। পাশাপাশি এদিন বৈঠকে কালীপুজোর আগেই বিদ্যুতের সমস্যা দূর করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।'

মালে সমস্ত ঘাট মিলিয়ে এক হাজারেরও বেশি পরিবার ছটপুজো করে। এখন থেকেই পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কার্তিক চতুর্থী থেকে চারদিনের পুজো শুরু হয়। এবার ৫ নভেম্বর কার্তিক চতুর্থী। ওই দিন নদীতে স্নান করে শুদ্ধ উপচার শুরু হবে। যা 'নাহান খান' নামে পরিচিত।

বাহারি আলোয় বিভ্রান্ত শহরবাসী

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : অমাবস্যার রাত, আকাশ আঁধার। তবে উৎসবের নাম যখন দীপাবলি, তখন আলোর কমতি কি মানা যায়? কালীপুজোর আগে ইলেক্ট্রিক সরঞ্জামের দোকানগুলিতে আলোর পসরা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাজারে বেশ কয়েক ধরনের নতুন আলো এসেছে। পাশাপাশি এক থেকে দু'দিনের মধ্যেই আরও বেশ কিছু নতুন ধরনের আলো বাজারে আসবে।

কালীপুজোর আর নয়দিন বাকি। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি শহরের বাজারে ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের টুনি আলোর পসরা সাজিয়ে বসেছেন। শহরবাসী টুনি বালব, ইলেক্ট্রিক মোমবাতি, প্রদীপের রোশনাইয়ে ঘর সাজিয়ে তুলতে প্রস্তুতি সারছেন। বাজারে যে সকল রকমারি আলো পাওয়া যাচ্ছে অনেকে তা আগেভাগেই কিনে রাখতে চাইছেন। আবার কেউ আরও নতুন বাহারি আলোর অপেক্ষা করছেন। শহরের বাসিন্দা প্রতিম চন্দ বাজারে হরেকরকম লাইট দেখে কোনটা নেবেন গুলিয়ে ফেললেন। তিনি বলেন, 'বাজার ঘুরে নানা ধরনের বাহারি আলো দেখলাম। এখন কোনটা কিনব ঠিক করতে পারছি না। তার ওপর দোকানদাররা জানাল এক-দু'দিন পরে নাকি আরও নতুন লাইট বাজারে আসবে। এখন কী করব বুঝতে পারছি না। কয়েকদিন অপেক্ষা করব কিনা ভাবছি।'

ব্যবসায়ী প্রদীপ চৌরাশিয়া বলেন, 'এবারে টুনি সহ যে সকল রকমারি আলো বাজারে এসেছে সেগুলি ৮০ থেকে ৮০০ টাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। আলোর চেন সাজানোর নতুন সকেট বাজারে এসেছে। সামনের বুধবার নাগাদ আরও অনেক ধরনের নতুন আলো দোকানে আসবে। সেইগুলি শহরবাসীর কাছে একেবারে নতুন হবে।'

এবার ক্রেতাদের নজর টানতে ব্যবসায়ীরা নেট ও জরির কাজ করা তারার মতো দেখতে রঙিন টুনি আলো নিয়ে এসেছেন। পাশাপাশি এক ধরনের আলো এসেছে যা দেখে মনে হবে মৌমাছি উড়ছে। স্ট্রিপ লাইট, লাড্ডু কিংবা বরফির আকারে মোমবাতি লাইট এবার অভিনব লাইটের তালিকায় রয়েছে। পাশাপাশি ডিস্কো লাইট, প্রদীপ লাইট তো থাকছেই। যেগুলি ১৫০ টাকা থেকে শুরু। ব্যবসায়ী শুভেন্দুকিশোর দেব বলেন, 'ব্যালকনি সাজানোর চেনের আলোতেও নতুনত্বের ছোঁয়া এসেছে। পিক্সেল, পাওয়ার বাবেল, পিক্সেল তিরঙ্গা ভালো বিক্রি হবে বলে আশা করছি।'

বাড়ির ভেতরটাকে সাজিয়ে তুলতে লাইট ট্রি, ট্রিপল চেনজিন বাকেটের মতো আধুনিক আলোগুলিও ক্রেতাদের নজর কেড়েছে। ক্রেতা রিয়া সেন বলেন, 'একটা নতুন ধরনের আলো নিলাম। দোকানদার ওই আলোর নাম 'ফুল চকোলেট বোমা' ওই ধরনের কিছু একটা বললেন। ওটাতে ইলেক্ট্রিক দিলে ফুলের মতো দেখতে আলো জ্বলবে, পাশাপাশি চটপটি বোমা ফাটলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ হতে থাকবে। একেবারে পারফেক্ট দেওয়ালি সেলিব্রশন।'

দিনবাজার ছেয়েছে রকমারি আলোর পসরায়।

মিষ্টির দোকানে হঠাৎ অভিযান

একটি মিষ্টির দোকান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : মিষ্টিমুখ না করে বাঙালিদের কোনও শুভ অনুষ্ঠান শুরু হয় না। শারদীয়ার পর বিজয়া থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত মিষ্টির দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ে। কিন্তু দিনের পর দিন যেই মিষ্টি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, ঝুড়িভাজাগুলো খাওয়া হচ্ছে সেগুলো আদৌ কতটা স্বাস্থ্যকর তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। মিষ্টির মান যাচাইয়ে সোমবার জলপাইগুড়ি শহরে আচমকাই হানা দিল ফুড সেফটি দপ্তর। তিন নম্বর গুমটি থেকে পার্কের মোড় পর্যন্ত বেশ কিছু মিষ্টির দোকান সহ অলিগলিতে থাকা দোকানে এই অভিযান চলে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অ্যানালিস্টকে ফুড সেফটি অন হুইল নিয়ে দোকানে পৌঁছাতে দেখেই উৎসুক জনতা ভিড় করে। এদিন আটটি দোকান ঘুরে মিষ্টি ও সিঙ্গাড়া বানানোর সামগ্রী, মিষ্টি সহ যে সমস্ত দোকানে ঘি বিক্রি করা হয় সেই দোকানগুলি থেকে ঘি-এর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। দোকানের রেজিস্ট্রেশন ও এফএসএসএআই অনুমোদিত ফুড লাইসেন্সও পরীক্ষা করা হয়।

জেলা ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর রাজেন রাই বলেন, 'জেলাজুড়ে এই অভিযান চলছে। আশা করছি জেলা সহ শহরের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের আরও সচেতন করতে পারব। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন, খাবার নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে ভয় না করে জানান। তবেই যৌথভাবে আরও ভালো কাজ করতে পারব।'

বেশ কয়েকদিন আগে একটি মিষ্টির দোকান থেকে সংগ্রহ করা মিষ্টিতে ছোট কালো, সবুজ রঙের ছত্রাক পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকে আরও নড়েচড়ে বসে ফুড সেফটি দপ্তর। মিষ্টি বানানোর এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ

> জেলাজুড়ে এই অভিযান চলছে। আশা করছি জেলা সহ শহরের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের আরও সচেতন করতে পারব। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন, খাবার নিয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে ভয় না করে জানান।
>
> **-রাজেন রাই** জেলা ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর

মিষ্টির সামনে লিখে রাখার ব্যাপারে সচেতন করা হয়। রুটিনমাফিক এই অভিযানে দপ্তরের অ্যানালিস্ট ফুড সেফটি অন হুইলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। নমুনা সংগ্রহ করে কিছু স্পট পরীক্ষা করছেন। সমস্যা থাকলে সেই দোকানে দেওয়া রিপোর্টে তা তুলে ধরা হচ্ছে। মিষ্টি ব্যবসায়ী সুরজিৎ ঘোষ, গৌতম ঘোষদের বক্তব্য, সিঙ্গাড়া বানানোর মশলা, মিষ্টি, ঘি, ছানার নমুনা সংগ্রহ করেছে। এর আগে পরীক্ষা করতে এসেছিল কিন্তু নমুনা সংগ্রহ হয়নি। দু'-একটা সামগ্রী পরীক্ষা করে বললেন ঠিক আছে। আশা করছি সব ভালোই হবে।'

পাগল কুকুরের আতঙ্ক

ধূপগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সোমবার দিনভর ধূপগুড়ি থানাপাড়া এলাকায় পাগল কুকুরের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এদিন প্রথমে থানা চত্বরে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে কামড়ায় কুকুরটি। এরপর থানায় হাজির কর্মীদের তাড়া করে সেটি পালিয়ে গেলেও আশপাশে এক মহিলা সহ আরও পাঁচজনকে কামড়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। যদিও সেই সংখ্যাটা ঠিক কত তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। কুকুরটি পাগল হয়েছে সেটা কীভাবে বোঝা গেল তা নিয়েও কোনও নিশ্চিত জবাব মেলেনি এলাকায়। তবে কুকুর নিয়ে আতঙ্ক রয়েছে এলাকাজুড়ে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার রাত ৮টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ

এ পজেটিভ	-	৪
বি পজেটিভ	-	১
ও পজেটিভ	-	৭
এবি পজেটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০

বিজয়া সম্মিলনিতে ব্রাত্য স্বপন প্রসঙ্গ

মালবাজার, ২১ অক্টোবর : মালে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনিতে নজর ছিল সব মহলের। সভায় উঠলই না স্বপন সাহার সাসপেনশন প্রসঙ্গ। মাল শহরের উদীচী কমিউনিটি হলে এদিন বিজয়া সম্মিলনি হয়। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে দল আগেই সাসপেন্ড করেছে। তারপর থেকে তৃণমূলের অন্দরে চাপানউতোর শুরু হয়ে যায়। কাদা ছোড়াছুড়ি চলে। শেষমেশ আসরে নেমে সমস্ত মহলকেই মুখে কুলুপ এঁটে রাখার দাওয়াই দেন জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী মহুয়া গোপ। দাওয়াইয়ে কাজও হয়। সভায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তুলোধনা করেন। যদিও স্থানীয় কোনও ইস্যু ওঠেনি এদিনের সভায়।

দলের মুখপাত্র তথা কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার অরূপ চক্রবর্তী, রাজ্যের মন্ত্রী বলু চিকবড়াইক, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী মহুয়া গোপ, মাল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা বিজয়া সম্মিলনিতে যোগ দিয়েছিলেন। পুরোনো কর্মীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। স্বপন প্রসঙ্গ এদিন ওঠেনি। স্বপন বলেন, 'দলীয় কর্মসূচি তো চলবেই। এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

রক্তদান

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পোস্টাল এমপ্লয়িজের উদ্যোগে সোমবার জলপাইগুড়ি বড় ডাকঘর চত্বরে একটি রক্তদান কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এই কর্মসূচিতে ৪৬ জন স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন। সংগঠনের সম্পাদক চিরঞ্জীব সরকার জানান, সংগৃহীত রক্ত তাঁরা জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে দান করেছেন।

মিছিল

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : জয়নগর, নদিয়া, ফরাক্কা, পুরুলিয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ষণের প্রতিবাদে সোমবার নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জলপাইগুড়িতে মিছিল করে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব ঝা জানিয়েছেন, মিছিলটি সারা জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করেছে।

ভাতা জোটেনি, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সারিন্দাবাদক

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : 'সারিন্দা' একটি লোক বাদ্যযন্ত্র। উত্তরবঙ্গের মঙ্গলাকান্ত রায় সারিন্দায় নানা সুর তুলে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন ২০২৩ সালে। কমবেশি সকলেই তাঁর নাম শুনেছি। আর বাকিদের? যাঁরা সারিন্দায় সুর তোলেন, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়ান তাঁদের খবর কতটুকুই বা জানি। শিল্পী হয়েও তো অনেকের কপালে জোটে না ভাতা।

শনিবার জলপাইগুড়ি শহরে দেবেন ব্রজবাসী সারিন্দা বাজাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গী জ্যোৎস্না ও বীরেন্দ্র ব্রজবাসী। কেবল শনিবার নয়, সপ্তাহজুড়ে নানা এলাকায় সারিন্দা বাজিয়েই পেটের ভাত জোগাড় করেন। তিনি পাঙ্গাসাহেব এলাকার ছোট কুটিরে বাস করেন। বয়স প্রায় পঁচাশি। বয়সের ভারে কোমর নুইয়ে পড়লেও সারিন্দায় সুর তুললেই মনের জোর ফিরে পান। সারিন্দার সুরেই বাজিয়ে তোলেন 'ও কাকু থেকে ও দাদা' ডাক। বিভিন্ন দোকানে দোকানে ঘুরে গান করেন। ব্যবসায়ীরা গান শুনে খুশি হয়ে যতটুকু দেন তা দিয়েই দিন কাটান। জলপাইগুড়ি শহরের ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'প্রতি শনিবার ওঁরা আমাদের শহরে আসেন। আমরা ওঁদের জন্য অপেক্ষা করি। তিনজন এসে গান শুনিয়ে কিছু অর্থ আবদার করেন। আমারা কিছু দিই। তবে সরকারের কাছে আবেদন, ওঁদের বয়স হয়েছে। একটা ভাতার ব্যবস্থা করে দিলে ওঁদের অনেকটা সুবিধা হবে।'

সারিন্দা বাজিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির পথে ওঁরা।

সারিন্দা শিল্পী দেবেন আজও প্রতিদিন বিকেলে দেড় ঘণ্টা রেওয়াজ করেন। কোনও নতুন সুর কানে এলেই তা দ্রুত তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। দেবেন বলেন, 'হঠাৎ ৬০ বছর বয়সে সারিন্দা বাজানো শেখার শখ হয়। তারপর আমার গুরু নরেন ব্রজবাসী হাতে ধরে সুর শেখান। সেই থেকেই সারিন্দা আমার মনেপ্রাণে গেঁথে রয়েছে। মঙ্গল গোঁসাই কত ভালো বাজান। আমি তার ছিটেফোঁটাও পারি না। তিনি আমাকে না চিনলেও আমি যে ওঁকে খুব স্মরণ করি।'

গোঁসাইরা অনেকেই কীর্তন গানে ডাক পান। সারিন্দাবাদকরাও সেই আসরে বাজিয়ে থাকেন। তবে দেবেনের তেমন পরিচিতি নেই। তাঁর আফসোস, 'ছোট থেকে বাজানো শিখলে হয়তো আরও ভালো সুর বাঁধতে পারতাম। দূরদূরান্ত থেকে ডাক পেতাম।' দেবেনের সঙ্গে জ্যোৎস্না, বীরেন্দ্র ব্রজবাসীরা খঞ্জনি বাজিয়ে সংগত দেন। তাঁদের কথায়, শিল্পী ভাতা পেলে অনেক সুবিধা হত। জ্যোৎস্না বলেন, কী করব, পেট চালাতে রোদ-বৃষ্টি সঙ্গে নিয়েই ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ির উদ্দেশ্যে যাই। হেঁটে দীর্ঘ পথ চলা দিন-দিন কঠিন হয়ে পড়ছে।'

ভারতে আরও থাকার আর্জি তসলিমার

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : ভারতকে নিজের 'দ্বিতীয় বাড়ি' বলে অভিহিত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে চিঠি দিলেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। ভারতে থাকার অনিশ্চয়তা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিঠিতে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা বার্তায় তসলিমা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ট্যাগ করে লিখেছেন, 'প্রিয় অমিত শা জি, নমস্কার। আমি ভারতে থাকি, কারণ আমি এই মহান দেশকে ভালোবাসি। গত ২০ বছর ধরে এটি আমার দ্বিতীয় বাড়ি। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ২০২২ সালের জুলাই থেকে আমার এ দেশে বসবাসের অনুমতি সম্প্রসারিত করেনি। আমি এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। আপনি আমাকে এখানে থাকতে দিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

ইস্তফার নথি নেই হাসিনার

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপে ৫ অগাস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা। দেশ ছাড়ার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন কি না তা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে। সোমবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন দাবি করেছেন, ভারতে চলে যাওয়ার আগে শেখ হাসিনা তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে যাননি।

রাষ্ট্রপতির বয়ান মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। রাষ্ট্রপতির বিবৃতি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দাবিতে চাঞ্চল্য

প্রকাশ্যে আসতেই পালটা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'এটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির শপথ লঙ্ঘনের শামিল। তিনি যদি তাঁর বক্তব্যে অটল থাকেন, তাহলে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা রয়েছে কি না, সেটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় ভেবে দেখতে হবে।'

তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন, তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি। এটি মিথ্যা এবং তাঁর শপথ লঙ্ঘনের শামিল। কারণ, তিনি নিজেই ৫ অগাস্ট রাত ১১টা ২০ মিনিটে পিছনে তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং তিনি সেটি গ্রহণ করেছেন।'

দিল্লি নজরে জাস্টিস লিগ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দিল্লির রোহিণীতে সিআরপিএফের স্কুলের বাইরে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে নেমেছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার পিছনে খালিস্তানপন্থীদের হাত থাকার ইঙ্গিত মিলেছে। সেই সূত্রেই গোয়েন্দাদের নজর পড়েছে জাস্টিস লিগ ইন্ডিয়া (জেএলআই) নামে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলে। তাদের সম্পর্কে তথ্য পেতে টেলিগ্রাম কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

মন্দির পুনর্নির্মাণ পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ২১ অক্টোবর : পাক পঞ্জাবের নারোয়াল জেলার জাফারওয়ালে ইরাবতী নদীর তীরে থাকা বাওলি সাহিব মন্দির নতুন করে গড়া শুরু হল। এই কাজ করছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় স্থান দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ইভাকুই ট্রাস্ট প্রপার্টি বোর্ড (ইটিপিবি)। জরাজীর্ণ মন্দিরটি গত ৬৪ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায়। শেষ উপাসনা হয়েছে ১৯৬০ সালে। নারোয়ালে কোনও মন্দির নেই। এই জেলায় হাজারের বেশি হিন্দু বসবাস করেন। তাঁদের পুজো দিতে যাওয়ার মন্দির না থাকায় বাড়িতেই পুজোআচ্চা করতে হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার সময় নারোয়াল জেলায় ৪৫টি মন্দির ছিল। সময়ের আবর্তে সেগুলি ভেঙে পড়েছে। বাওলি সাহিব মন্দিরের সংস্কারের কথা গত কুড়ি বছর ধরে বলে আসছেন বলে জানিয়েছেন রতনলাল আর্য। একসময়ে তিনি ইটিপিবি-র সভাপতি ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে লাহোর, শিয়ালকোটে অবশ্য মন্দির আছে।

পাকিস্তান হবে না কাশ্মীর : ফারুক

গান্ডেরবাল হামলা : কেন্দ্রের সুরে সুর

শ্রীনগর, ২১ অক্টোবর : কাশ্মীর পাকিস্তান নেহি বনেগা।

'পাকিস্তান ৭৫ বছর ধরে কাশ্মীর দখল করার চেষ্টা করছে। এতদিনে যখন পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না।' রবিবারের গান্ডেরবাল হামলার নিন্দা করতে গিয়ে সোমবার এই ভাষাতেই পাকিস্তানকে নিশানা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরে সদ্য ক্ষমতায় আসা ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) প্রধান ফারুক আবদুল্লা।

গান্ডেরবালের সোনমার্গে জঙ্গি হামলায় ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন একজন কাশ্মীরি চিকিৎসকও। আহত বেশ কয়েকজন। হামলার পর এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে যৌথবাহিনী। এদিকে হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী দ্য রেজিস্টেন্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। এই প্রথম উপত্যকায় কাশ্মীরি ও ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের একসঙ্গে নিশানা করল জঙ্গিরা। রবিবারই গান্ডেরবালে হামলার তীব্র নিন্দা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সোমবার একধাপ এগিয়ে কেন্দ্রের সুরে সুর মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে পাকিস্তানকে নিশানা করেছেন এনসি সভাপতি তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা।

শ্রীনগরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমি পাকিস্তানের নেতাদের বলতে চাই যে, তাঁরা যদি ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চান, তাহলে তাঁদের এটা (সন্ত্রাসবাদে মদত দান) বন্ধ করতে হবে। কাশ্মীর পাকিস্তান হবে না।' ফারুকের হুঁশিয়ারি, 'সময় এসেছে সন্ত্রাস বন্ধ করার, নইলে পরিণতি হবে ভয়াবহ... কীভাবে? আমাদের নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করলে কী করে আলোচনা হবে?'

রবিবার জঙ্গির হাতে নিহত স্বামীর দেহ পেয়ে কান্না স্ত্রীর। জম্মুতে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জঙ্গিদের সফট টার্গেটে পরিণত করার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এই আক্রমণটি খুব দুর্ভাগ্যজনক... পরিযায়ী দরিদ্র শ্রমিকরা এবং একজন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীরা এর থেকে কী পাবে? তারা কি এখানে একটি পাকিস্তান তৈরি করতে পারবে?' এনসি নেতারা হামলার নিন্দা করলেও সামাজিক মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন নেটিজেনদের একাংশ।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে রবিবারের হামলাকে সন্ত্রাসবাদী নাশকতা বলতে রাজি হননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গান্ডেরবালে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই নির্বোধ সহিংসতাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা জানাই। তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।'

এদিন হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তিনি বলেন, 'নির্মাণ শ্রমিকদের ওপর নৃশংস ও বর্বর হামলার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীকে এমন একটি মূল্য নির্ধারণ করতে বলেছি যা সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের সহযোগীরা ভবিষ্যতে মনে রাখবে।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বক্তব্য, 'জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবালে সন্ত্রাসবাদীদের একজন চিকিৎসক এবং পরিযায়ী শ্রমিক সহ বহু মানুষকে হত্যা করা খুবই কাপুরুষোচিত এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সন্ত্রাসবাদীদের এই দুঃসাহসিকতা কখনই জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের আস্থা ভঙ্গ করবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ।'

এয়ার ইন্ডিয়ায় না চড়ার হুমকি পান্নুনের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : বিদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা খালিস্তানপন্থী জঙ্গিরা যে ভারতের উড়ান শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাইছে, সেই ইঙ্গিত ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। গত একসপ্তাহে শতাধিক বিমানে হামলা চালানোর ভুয়ো হুমকি এসেছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম মারফত। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন ১ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে না চড়তে যাত্রীদের হুঁশিয়ারি। হুমকিবার্তা দিয়েছেন আমেরিকাবাসী খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসের নেতা পান্নুনের বিবৃতি প্রকাশ্যে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র। সোমবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের কর্তারা। যাত্রীদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে অসামরিক বিমান নিরাপত্তা সংস্থা ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (বিসিএএস)। সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল জুলফিকার হাসান জানিয়েছেন, ভারতের আকাশপথ পুরোপুরি নিরাপদ। নিশ্চিন্তে বিমান সফর করতে পারেন যাত্রীরা।

মাদ্রাসা বন্ধের প্রস্তাবে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : মাদ্রাসা বন্ধের জন্য সম্প্রতি রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিল জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। সেই পরামর্শ মেনে কেন্দ্র ও রাজ্য পদক্ষেপ করতেও শুরু করেছিল। কমিশনের প্রস্তাব এবং সরকারের পদক্ষেপের ওপর সোমবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনের পরামর্শের ভিত্তিতে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না বলেও শীর্ষ আদালত জানিয়েছে। অভিযোগ ছিল, এই মাদ্রাসাগুলি শিক্ষার অধিকার (আরটিই) আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে পরিচালিত হচ্ছে না।

উত্তরপ্রদেশ এবং ত্রিপুরা সরকার সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল, অনুমোদনহীন এবং সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলি থেকে পড়ুয়াদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ওই নির্দেশিকাগুলি জারি করা হয়েছিল। উভয় রাজ্যের নির্দেশিকার ওপরেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ নামে একটি সংগঠন। মামলাকারী পক্ষের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশিকায় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর অধিকার খর্ব হচ্ছে। মামলাটি ওঠে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে। কমিশনের প্রস্তাব এবং দুই রাজ্যের নির্দেশিকার ওপর সোমবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত। এর মধ্যে আর কোনও রাজ্য এই বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করলে সেটির ওপরেও স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে। একই সঙ্গে কেন্দ্র এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারের থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সম্প্রতি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট তৈরি করে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন। তাতে মাদ্রাসার 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকারে তার প্রভাব নিয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১১ অধ্যায়ের ওই রিপোর্টে কমিশনের মূল পরামর্শ ছিল, বিভিন্ন রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করা হোক এবং সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বিপর্যয়ের শঙ্কা

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লির মৌসম ভবন জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি ওডিশার পুরী ও বাংলার সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে বারণ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ইতিমধ্যেই সতর্কিত ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সমুদ্রবাঁধের তীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের উঁচু এলাকায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বুধবার থেকেই কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি সহ বিভিন্ন জেলায় অতিভারী বৃষ্টি শুরু হবে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে এটি পুরী ও সাগরদ্বীপের মাঝে কোনও জায়গায় আছড়ে পড়বে। ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা'র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সুন্দরবন এলাকায়। সাগর, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি, বকখালি প্রভৃতি এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের তরফে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি সাইক্লোন সেন্টার খোলা হয়েছে। সমুদ্রবাঁধের কাছে যারা বসবাস করেন, তাঁদের সরিয়ে সাইক্লোন সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাকদ্বীপে মহকুমা শাসকের দপ্তরে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যেই সিভিল ডিফেন্স, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ প্রভৃতি সংস্থাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় সমুদ্রবাঁধের নজরদারিতে সেচ দপ্তরের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। কোথাও বাঁধে ফাটল দেখা দিলে দ্রুত তা মেরামত করা হচ্ছে। রাজ্যের কৃষি বিভাগ কৃষকদের আবেদন জানিয়েছে, ধান ৮০ শতাংশ পেকে গেলে তা যেন কেটে নেওয়া হয় এবং যত দ্রুত সম্ভব মাঠ থেকে তা তুলে নেওয়া হয়। মাঠে থাকা বিভিন্ন সবজি, পানের বরজ, ডাল, শস্যের জমি প্রভৃতিতে যথাযথ জলনিকাশি ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে।

ওষুধের দাম বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : সম্প্রতি বেশকিছু জীবনদায়ী ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য তিনি দাবিও জানিয়েছেন। হাঁপানি, টিবি, গ্লকোমা, চোখের সমস্যা, অন্যান্য সংক্রমণ, মানসিক রোগ ও থ্যালাসেমিয়া রোগের ওষুধের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত দাম বৃদ্ধির অনুমতি দিয়েছে মূল্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'কয়েকমাস আগেই এনপিপিএ, ডায়াবিটিস, ব্লাড প্রেসার, অ্যান্টিবায়োটিক সহ একাধিক ওষুধের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এত কম সময়ের মধ্যে এই ভাবে ওষুধের দামবৃদ্ধি বাংলার আমজনতাকে বিপদের মধ্যে ফেলবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের দামবৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষ এমনিতেই চিন্তিত। তার ওপর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হচ্ছে। যা আমজনতার কাছে বিরাট ধাক্কা।'

কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ করবে বলেও আশা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত এপ্রিল মাস থেকেই প্যারাসিটামল সহ ৮০০ ওষুধের দাম বেড়েছিল। এইসব ওষুধ ছাড়াও অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন, বেনজিন পেনিসিলিন ১০ লাখ আইইউ ইনজেকশন, লিথিয়াম ট্যাবলেট ৩০০ গ্রাম, স্ট্রেপটোমাইসিন পাউডার, স্যালবুটামল ট্যাবলেট সহ একাধিক ওষুধের দামেও প্রভাব পড়বে কেন্দ্রীয় এই সিদ্ধান্তের কারণে।

২৪-এ মন্ত্রীসভার বৈঠক মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মন্ত্রীদের দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চান, আরজি কর কাণ্ড সহ বিভিন্ন দুর্নীতি ইস্যুতে পরিস্থিতি অস্থির হলেও মন্ত্রীদের দপ্তরের নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজ সময়সীমার মধ্যে শেষ করতেই হবে। কোনও গাফিলতি থাকা চলবে না। ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। আবার সামনের মাসে ১৩ নভেম্বর রাজ্যে ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। সেইসব মাথায় রেখেই বর্তমানে বিভিন্ন কারণে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মন্ত্রীসভার বৈঠকে এবার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিককে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। সাধারণভাবে মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব থাকেন। থাকেন সব দপ্তরের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা। এবারই কয়েকটি দপ্তরের আধিকারিককে মন্ত্রীসভার বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। এদিন নবান্নে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের কথা জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন জেলার মন্ত্রীদের বৃহস্পতিবারের বৈঠকে হাজির থাকার জন্য বার্তাও পাঠিয়েছে নবান্ন। সামনেই ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে ৬টি উপনির্বাচনের ভোট শাসকদল তৃণমূলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৬টি আসনে জেতা শাসকদলের কাছে 'মর্যাদার লড়াই'। এলাকার মন্ত্রীদের এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভার বৈঠকে বার্তাও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ভোট সংশ্লিষ্ট এলাকার মন্ত্রীদের এলাকায় থাকার বার্তাও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের তাঁদের দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের এক দফা কথাও হয়ে গিয়েছে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী'র মতো সামাজিক প্রকল্পগুলির কাজের ধারা যাতে কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। সামাজিক প্রকল্পগুলিতে উপভোক্তার সংখ্যা আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পগুলির আর্থিক সুবিধা আরও বাড়ানোর পক্ষপাতী তিনি। সম্ভবত এই কারণে বৈঠকে অর্থ দপ্তরের আধিকারিকদের থাকতে বলা হয়েছে।

রাজ্য সফর বাতিল শা'র

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আশা জাগিয়েও বাতিল হল অমিত শা'র রাজ্য সফর। আগামী ২৩ ও ২৪ অক্টোবর রাজ্যে দু'দিনের সফরে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র। সফরে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দলীয় কর্মসূচিতেও তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। রাজ্যে ৬ আসনে উপনির্বাচনের মুখে শা'র এই সফর ঘিরে সংগঠনকে চাঙ্গা করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বঙ্গ বিজেপির। কিন্তু এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক শা'র সেই সফর বাতিল করায় হতাশ গেরুয়াশিবির। শা'র সফর বাতিলের কারণ হিসেবে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কাতেই তাঁর কমসূচি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আবহাওয়া দপ্তরের এই সতর্কবার্তার পর এটা প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ, ঘোষিত এই সাইক্লোনের প্রভাবে ব্যাপক দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে। অথচ সেইদিনই রাজ্যে অমিত শা'র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি কীভাবে সম্ভব? তাছাড়া রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

উপস্থিত থাকলে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে দুর্যোগের পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। এসব কথা মাথায় রেখেই শা'র সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

এলএসিতে টহলদারি মতৈক্য ভারত-চিনের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের ৪ বছর পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) সেনা সক্রিয়তা কমানো এবং অবাধ টহলদারি ইস্যুতে একমত হল ভারত ও চিন। সোমবার বিদেশসচিব বিক্রম মিসরি জানিয়েছেন, সমঝোতা অনুযায়ী এলএসি বরাবর টহল দেবে ভারত এবং চিনের বাহিনী।

তিনি বলেন, 'ভারত-চিনের কূটনৈতিক এবং সামরিক প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ফোরামে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলছেন। দু-পক্ষের আলোচনার ফলস্বরূপ, ভারত-চিন সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর টহল দেওয়ার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় স্তরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, সেনা প্রত্যাহার এবং মতবিরোধ দূর করার পথ প্রশস্ত হয়েছে।' বিদেশসচিব আরও বলেন, 'কয়েকসপ্তাহ ধরে ভারত ও চিনের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে টানা আলোচনা চলেছে। এর ফলে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছি। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নজরদারি চালানোর ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। এর ভিত্তিতে সেনা প্রত্যাহার এবং ২০২০ থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির সমাধানে পদক্ষেপ করবে দুই দেশ।'

সুদিন ফিরবে? ইন্দো-চিন সেনাদের মৈত্রীর ফাইল ছবি।

ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চলতি সপ্তাহেই রাশিয়ার কাজানে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ভারত, চিন দুই দেশই ব্রিকসের সদস্য। কাজানে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিত থাকার কথা। সম্মেলনের ফাঁকে মোদি-শি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রে খবর। সেই বৈঠকের আগে সীমান্ত ইস্যুতে ভারত-চিন জট কাটার ইঙ্গিত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে ভারত ও চিন। পূর্ব লাদাখে একাধিক পয়েন্টে ভারতীয় বাহিনীকে টহল দিতে চিনা সেনা বাধা দিচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। জট কাটাতে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে দু-বার বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এছাড়া কূটনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা স্তরে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তত ৫২টি বৈঠক হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পরেও জট কাটেনি। সীমান্তে চিনা আগ্রাসন নিয়ে বারবার কেন্দ্রকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। লোকসভা ভোটের প্রচারেও এই ইস্যুতে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। তবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং টহলদারি নিয়ে জট কাটার ইঙ্গিত কেন্দ্রের বড় সাফল্য বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

বাকিবুরের জামিন

হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের জামিনের বিরোধিতায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ইডি। ইডির দাবি, জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বাকিবুর জামিন পেলে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন। র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চলছে। তাই এই পরিস্থিতিতে বাকিবুর জামিনে থাকলে তদন্তে বিঘ্ন ঘটতে পারে। হাইকোর্টে এখন পূজাবকাশ চলছে। পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে বা আদালতের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া চালু হলে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ইন্টারনেট ছাড়াই মোবাইলে টিভি চালু করছে প্রসার ভারতী

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : প্রসার ভারতী মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই সরাসরি টেলিভিশন চ্যানেল দেখার সুযোগ করে দিতে চলেছে। এই উদ্যোগের পরীক্ষামূলক কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক, আইআইটি কানপুরের সহযোগিতায় উচ্চ এবং নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে দিল্লি সহ বিভিন্ন শহরে এই প্রকল্পের পরীক্ষা চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইআইটি কানপুরের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষাটি সফল হয়েছে। তবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য মোবাইল টাওয়ারে ট্রান্সমিটার এবং মোবাইল ফোনে নির্দিষ্ট চিপ বসানোর প্রয়োজন হবে। টিভি এবং রেডিওর মতো সিগনালের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার পাওয়া যাবে, এর জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজন হবে না। তবে এই সিগনাল গ্রহণের জন্য স্মার্টফোনে নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার থাকতে হবে।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে মোবাইলে সরাসরি সম্প্রচার সহ একাধিক বিষয় নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। বর্তমানে প্রসার ভারতীর মোবাইল অ্যাপ অনেক মানুষ ব্যবহার করছেন কিন্তু এবার লাইভ টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে কাজ শুরু হয়েছে যা ভবিষ্যতে মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন এক যুগের সূচনা করবে।

সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কুলতলি কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবার সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কুলতলির বিধায়কের সঙ্গেই তারা নবান্নে আসে এবং কথা বলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এদিন নাবালিকার পরিবারের তরফে তার মা-বাবা ও মামা আসেন। সঙ্গে ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সুবিচারের আশ্বাস দেন।

জয়নগরের মহিষমারি এলাকায় টিউশন থেকে ফেরার পথে ৯ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। যা নিয়ে উত্তাল হয় কুলতলি। আদালতের নির্দেশে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে এইমসের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হয় নাবালিকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় তিনমাসের মধ্যে পকসো আদালতে মামলা রুজু করে ফাঁসির দাবি করেন।

হার্ডডিস্ক ফরেন্সিকে পাঠাল সিবিআই

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে ৪টি হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই। সেই হার্ডডিস্কগুলি চণ্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হল। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এই হার্ডডিস্কগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে ফেলা হতে পারে। তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআইয়ের হাতে আসা হার্ডডিস্ক, টালা থানার ডিভিডি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার আগে ও পরের অনেক রহস্যের উদ্‌ঘাটন ওই ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ থেকে উঠে আসতে পারে। তাই যদি কিছু তথ্য মুছে ফেলা হয় এবং তা যাতে সিবিআই পেতে পারে সেই কারণেই এখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন তদন্তকারীরা।

সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের ফোন কলের কথোপকথন, রেকর্ডিং মুছে ফেলা হয়। ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে তা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। ফলে সিবিআইয়ের সংশয়, ওই হার্ডডিস্কগুলি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তাই সেগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করাতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় সিবিআই। আদালতের সম্মতিতেই চণ্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ফরেন্সিক টেস্টের রিপোর্ট হাতে আসার পর ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে আবার জেরা করতে পারে সিবিআই। সিবিআইয়ের আশঙ্কা, ওই হার্ডডিস্কগুলিতে ঘটনার সময়কার জরুরি বিভাগের সমস্ত ফ্লোরের সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। তাই তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং কাউকে আড়াল করার জন্য তথ্য মুছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

প্রদীপ জ্বালিয়ে বিজয়া সম্মিলনির সূচনা। সোমবার মেটেলি। - সংবাদচিত্র

ডাক্তারদের আন্দোলনকে তৃণমূলের কটাক্ষ

চালসা, ২১ অক্টোবর : চিকিৎসা পরিষেবার জায়গায় যদি কেউ ধর্মঘট করে তবে সেটা মানুষের সাধারণ অধিকারকে লঙ্ঘন করার সমান। যদি এই কারণে কারও কোনও রকম সমস্যা হয় তবে সেক্ষেত্রে তাঁরা আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন। সোমবার মেটেলি ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে এসে জুনিয়ার চিকিৎসকদের আন্দোলন নিয়ে এমন মন্তব্য করেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'আমরাও আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত চাই। নির্যাতিতা ন্যায়বিচার পাক সেটাও চাই। তাই বলে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলে আন্দোলনের কোনও মানে হয় না। সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার।'

এদিন মেটেলি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে উত্তর ধূপঝোরা পিপলস ক্লাব প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, তৃণমূল কিষান খেতমজদুরের জেলা সভাপতি দুলাল দেবনাথ সহ অন্যরা প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আগামীতে সকল তৃণমূল কর্মীকে একত্রিত হয়ে বিজেপি সহ অন্যান্য বিরোধীদের বিরুদ্ধে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়।

এদিনের ভাষণে মন্ত্রী সহ অন্যরা তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি সন্দীপ ছেত্রী, জেলা তৃণমূল নেতা জোসেফ মুন্ডা, জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকি, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী সোমিতা কালান্দি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সকলের জন্য খিচুড়ির ব্যবস্থাও ছিল।

চর্চায় কামতাপুর

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : কেএলও চিফ জীবন সিংহের সঙ্গে কেন্দ্রের আটকে থাকা শান্তি চুক্তি রূপায়ণ করা নিয়ে জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল। কাউন্সিলের অভিযোগ, প্রায় ২২ মাস ধরে জীবন কেন্দ্রীয় সরকারের গোপন হেপাজতে থাকলেও তাঁর সঙ্গে প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কেন্দ্র। আগামী ৭ নভেম্বর জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখিত দাবিপত্র পাঠাবে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল। স্মারকলিপি পাঠানোর পর দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করে সদুত্তর না পেলে কাউন্সিল জোরদার আন্দোলনে নামবে বলে জানান সভানেত্রী তপতী রায় মল্লিক।

ইতিমধ্যে জঙ্গী জীবন ছেড়ে কেন্দ্রের হেপাজতে রয়েছেন জীবন সিংহ। কেন্দ্রের সঙ্গে জীবন সিংহের আগের বৈঠকে বেশ কিছু প্রস্তাব কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছিল। পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠন, রাজবংশীদের এসটি স্বীকৃতি প্রদান, কামতাপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রাক্তন কেএলওদের পুনর্বাসন সহ মামলা থেকে রেহাই দেওয়ার মতো দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার প্রস্তাবগুলিতে সিলমোহর দেওয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসি করছে বলে তপতীর দাবি। তাই দ্রুত শান্তি আলোচনা না হলে জোরদার আন্দোলন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কাউন্সিল।

অনশন-ধর্মঘটে

প্রথম পাতার পর

শান্ত থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় অনিকেত মাহাতোর। আরজি করে ৪৭ জনের সাসপেনশন নিয়ে মমতা প্রশ্ন তুলতেই অনিকেত উত্তেজিত স্বরে বলেন, 'ম্যাডাম, যাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁরা নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল।'

মুখ্যমন্ত্রীও গলা চড়িয়ে বলেন, 'প্লিজ, আপনারা সবকিছুর দায়িত্ব নিজেরা নেবেন না। সরকার বলে একটা পদার্থ আছে। আপনি মানুন আর না মানুন। সিস্টেম বলেও একটা জিনিস আছে, সিস্টেমটা বুঝুন।' যদিও স্টেট লেভেল টাস্ক ফোর্সের পাশাপাশি কলেজ লেভেল টাস্ক ফোর্স গড়তে রাজ্য সরকার সদিচ্ছা দেখিয়েছে। ২০২৫-এর মার্চের মধ্যে মেডিকেল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করাতেও সরকার সম্মত হয়েছে।

তবে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে আন্দোলনকারীদের আইনজীবীর 'হাসপাতালে তুলো ছাড়া নাকি কিছু পাওয়া যায় না' বক্তব্যের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কি ঠিক? দেশের কাছে রাজ্যের মুখ কতটা পুড়েছে? আমরা পরস্পর পরস্পরকে অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ রাখলেও মনের জায়গাটা খোলা রাখতে হয়।'

জেলার খেলা

মাঠের আবেদন

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : নিজস্ব মাঠের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সুব্রত গুপ্তর কাছে দাবি জানিয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল, সহ সভাপতি অলোক সরকার এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুব্রত সেনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সার্কিট হাউসে সুব্রত গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সুব্রত গুপ্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন এই ব্যাপারে জেলা শাসকের কাছে আবেদন করতে। রাজ্য সরকার দাবির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কোচিং ক্যাম্প

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি জেলায় ফুটবলের উন্নতিসাধনে একছাতার তলায় এল জলপাইগুড়ি অ্যাকাডেমি, এবিপিসি এবং ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। নতুন কোচিং ক্যাম্পের নাম হবে ইউনাইটেড স্পোর্টস-এবিপিসি জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি। জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির কোঅর্ডিনেটর কাম ম্যানেজার সৌমিক মজুমদার জানিয়েছেন, কোচিং ক্যাম্পে ৪০ জন ফুটবলার থাকবে। অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৭ ফুটবলারদের নিয়ে কোচিং ক্যাম্প শুরু হবে।

দলবদল

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থা অনুমোদিত প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দলবদলের প্রথম দিনে ১৫১ জন ক্রিকেটার দলবদল করেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্মসচিব সুব্রত সেন জানিয়েছেন, মঙ্গলবারও দলবদল চলবে। এদিন উদয় সংঘ, এসপি রায় কোচিং সেন্টার, মিলন সংঘ, জেওয়াইসিসি এবং সংঘমিত্রা ক্লাব ঘর গুছিয়ে নিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন বিপ্লব

রাজগঞ্জ, ২০ অক্টোবর : সরস্বতীপুর চা বাগানের সীতারামপুর ইয়ং স্টার ক্লাবের দুই দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিপ্লব নাইন স্টার পাঘালুপাড়া। রানার্স ইয়ং বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব সরস্বতীপুর। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি সহ নগদ ৩৫ হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে। রানার্স ট্রফি ও ২৫ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পেয়েছে।

৫ কেন্দ্রে বাম প্রার্থী

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : রাজ্যের ৫টি বিধানসভা আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল বামেরা। কোচবিহারের সিতাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণ কুমার বর্মা, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে আরএসপি প্রার্থী পদম ওঁরাও, মেদিনীপুরে সিপিআই প্রার্থী মণিকুন্তল খামরুই, বাঁকুড়ার তালডাংরায় সিপিএম প্রার্থী দেবকান্তি মহান্তি, নৈহাটিতে সিপিআইএমএল (লিবারেশন) প্রার্থী দেবজ্যোতি মজুমদার। হাড়োয়া আসনটিতে প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে বামফ্রন্ট। কংগ্রেস ছাড়াই এবার উপনির্বাচনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ল।

প্রদেশ কংগ্রেসের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর শেষপর্যন্ত প্রার্থীতালিকা দিল বামফ্রন্ট। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বঙ্গ রাজনীতিতে প্রথমবার সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা করে লড়াই করতে চলেছে সিপিআইএমএল (লিবারেশন)। প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে আসনরফা বিষয়টি ভেস্তে যেতেই বাম শরিকদের বাইরেও লিবারেশনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। সূত্রের খবর, আইএসএফের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বামেদের আসনরফা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। হাড়োয়া আসনটিতে প্রার্থী দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে আইএসএফ। সিপিএমের তরফেও সদর্থক ইঙ্গিত দিয়ে রাখা হয়েছে। তারপর বামফ্রন্টের প্রকাশ করা প্রার্থীতালিকায় হাড়োয়া আসনটি ছেড়ে বাকি আসনগুলিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ওই আসনটি আইএসএফের জন্য ছেড়ে রাখা হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তা প্রশস্ত না হতেই পুনরায় আইএসএফের হাত ধরতে চলেছে সিপিএম।

সূত্রের খবর, কংগ্রেসের তরফেও একক শক্তিতে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনি কমিটির বৈঠক শেষে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের নাম হাইকমান্ডকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে একটি আসনে ৩ জন করে প্রার্থীর নাম মনোনয়ন করে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছে।

হাইকমান্ড তার মধ্যে থেকে নির্বাচিত নাম বেছে নিয়ে শীঘ্রই প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, উপনির্বাচনে এক ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরি হল। প্রতিটি আসনে চতুর্মুখী লড়াই হতে চলেছে।

চার্চ পরিদর্শনে ইঞ্জিনিয়াররা

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং সেলের প্রতিনিধিরা জলপাইগুড়ির সেন্ট মাইকেলস অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চের এলাকা পরিদর্শন করেন। ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মোহন বসু এই চার্চের সীমানা প্রাচীর, কমিউনিটি হল এবং রাস্তা তৈরির ভিত স্থাপন করেছিলেন। এরপর প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেলেও একটি ইটও গাঁথা হয়নি। চার্চের সম্পাদক সুহৃদ মণ্ডল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ফোন করে এবিষয়ে অভিযোগ নথিভুক্ত করেন। এর জেরেই সোমবার বিকেলে ইঞ্জিনিয়ারদের একটি প্রতিনিধিদল চার্চে আসে। প্রতিনিধিদলটি চার্চের এলাকা মাপজোখ করে। তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সবকিছু বিস্তারিত জানাবে।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সোমবার জলপাইগুড়িতে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। জলপাইগুড়ি নেতাজি সুভাষ মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়। জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে নেতাজির দুষ্প্রাপ্য ছবির গ্যালারিতে মাল্যদান করেন নেতাজি ফাউন্ডেশন অ্যান্ড কালচারালের সম্পাদক গোবিন্দ রায়। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ নাগরিক সংস্থার তপন চক্রবর্তী, আইনজীবী মিতালি ঘোষ প্রমুখ।

রাজ্য সরকারকে জমি কেনার আর্জি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়শশী, চিলাহাটি, নাওতড়ি-দেবোত্তর, কাজলদিঘির জমি বিক্রির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে সীমান্তের মানুষ একমত হতে পারেননি। শিল্প ও বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পপতি এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জমির মালিকের কাছ থেকে সরাসরি জমি কেনে। সীমান্তের গ্রামগুলিতেও সেই একই নীতি প্রযোজ্য হবে বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে।

দীর্ঘ কয়েক দশক অ্যাডভার্স পজিশনে থাকা গ্রামগুলির জমি সীমান্তের মানুষ বিক্রি করতে পারছিল না। পরবর্তীতে দক্ষিণ বেরুবাড়ির সীমান্ত এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জমির নথি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। এরপরই জমি বিক্রির ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত মেলে।

ওই ছাড়পত্র মেলার পর গ্রামবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই খুশি হন। জমি বিক্রি এবং সীমান্তের সমস্যার বিষয়ে সম্প্রতি জলপাইগুড়ি সদর বিডিওর সভাপতিত্বে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এই বৈঠকে জানানো হয়, রাজ্য সরকার সীমান্তের জমি কিনবে না। বিএসএফ ওই জমি কিনবে। এরপরই এনিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে। সোমবার দক্ষিণ বেরুবাড়িতে আয়োজিত এক সভায় বক্তারা বিষয়টি তোলেন এবং রাজ্য সরকার যাতে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জমি কেনে সেই দাবি জানান। স্থানীয় প্রশাসন এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকারের মন্তব্য, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা বলবে আমরা তা কার্যকর করব।'

বিতর্কিত জমির নকশা ভূমি দপ্তরকে জমা দিয়েছেন বেরুবাড়ির বাসিন্দারা।

সীমান্ত এলাকার নেতা সারদাপ্রসাদ দাসের বক্তব্য, 'গ্রামবাসী জমির বর্তমান বাজারমূল্যের থেকে ১০ গুণ বেশি দাম প্রত্যাশা করে। দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তের বাসিন্দারা দুর্ভোগের মধ্যে ছিলেন। আমরা আশা করছি সীমান্তের বাসিন্দাদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার জমি কিনবে।'

চিলাহাটির বাসিন্দা তথা প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায়ের কথায়, 'জাতীয় সড়ক তৈরির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে জমি কেনার বিষয়ে তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জমি কেনে। তাহলে সীমান্তের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কেন?' তিনি আরও জানান, সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত করতে সীমান্তে ১৬ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে। তাঁরা জাতীয় স্বার্থে বেড়া তৈরিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। জমি বিক্রি সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

বিতর্ক যেখানে

- সম্প্রতি জলপাইগুড়ি সদর বিডিওর সভাপতিত্বে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠক হয়
- বৈঠকে জানানো হয়, রাজ্য সরকার সীমান্তের জমি কিনবে না
- বিএসএফ ওই জমি কিনবে
- রাজ্য সরকারই জমি কিনুক, চান গ্রামবাসী

আপনমনে...

গজদর্শন *রবিবার রাত ৭টা নাগাদ প্রায় ৩৬টি হাতি বাগডোগরা জঙ্গলের রিসাবাড়ি ব্লক থেকে কিরণচন্দ্র চা বাগান হয়ে এশিয়ান হাইওয়ে-টু সড়কে ওঠে। এদিকে, সেই খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা সড়কের দু'পাশে যানবাহন দাঁড় করিয়ে দেন। যাতে কোনওরকম দুর্ঘটনা না ঘটে। একই ঘটনা ভোরেও। ছবি- খোকন সাহা।*

থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত বহিষ্কৃত ছাত্রদের বিক্ষোভ

অধ্যক্ষকে ঘেরাও, হাসপাতালে তালা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : হাসপাতালের 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করা নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে জুনিয়ার ডাক্তাররা। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সোমবার দরবারও করেন তাঁরা। এই আবহেই থ্রেট কালচারের অভিযোগ পালটা অভিযোগ নিয়ে সোমবার সরগরম হয়ে উঠল ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। থ্রেট কালচারের অভিযোগে হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাক্তার উৎপল দাঁ ৮ জুনিয়ার ডাক্তারকে হস্টেল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।

এদিন সেই জুনিয়ার ডাক্তাররা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পালটা থ্রেট কালচারের অভিযোগ তুলে হাসপাতালের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামলাতে আসে পুলিশ।

চাপে পড়ে ওই জুনিয়ার ডাক্তারদের হস্টেল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। গোটা বিষয়টি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে মেল করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম।

আরজি করের ঘটনার পরেই বিভিন্ন হাসপাতালে থ্রেট কালচারের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮ জুনিয়ার ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের পর তাঁদের হস্টেল ঢুকতে বারণ করা হয়। এদিন সেই জুনিয়ার ডাক্তাররাই বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন হাসপাতালের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীরা। হাসপাতালের অধ্যক্ষ উৎপল দাঁ বলেন, 'ওই জুনিয়ার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্রশ্নফাঁস, অন্য ছাত্রদের ভয় দেখানো সহ বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এজন্যই তাঁদের হস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হয়। বর্তমানে তাঁরাই মিথ্যা অভিযোগ এনে ঝামেলা পাকাচ্ছেন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে চাকরি ছেড়ে দেব।'

এই ধরনের ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটছে। এটা একটা থ্রেট কালচার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

উল্লেখ্য, এদিন ১২ দফা দাবি নিয়ে ওই বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীরা গেটে তালাও ঝুলিয়ে দেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক ও হাসপাতালের সুপার। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর খোলা হয় তালা। পাশাপাশি ওই ৮ জুনিয়ার ডাক্তারকে হস্টেল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকের সময় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটছে। এটা একটা থ্রেট কালচার।'

তিনি বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত এনবিএমসিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরে ডিন ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'উত্তরবঙ্গে এক চিকিৎসককে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা থ্রেট কালচার নয়?'

বিষয়টি নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে মেল করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম। সংগঠনের সভাপতি ডাক্তার কৌশিক চাকি বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালের অধ্যক্ষদের ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেন এদিন। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের অধ্যক্ষ কোনও অন্যায় করেননি। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের আইন অনুযায়ী কাজ করেছেন তিনি। এভাবে অভিযুক্তদের পক্ষে যদি সরকার দাঁড়ায় তাহলে সুষ্ঠু প্রশাসন চালানো সম্ভব নয়।'

শিশুদের টানতে মিকি মাউস জাম্পিং

বিদেশ বসু

মালবাজার, ২১ অক্টোবর : ২০২৩ সালে অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে যেখানে দৈনিক টিকিট বিক্রি করে ৭০০০ টাকার মতো আয় হত সেখানে চলতি বছরে অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে সেই আয়ের পরিমাণ বেড়ে দৈনিক প্রায় এগারো হাজার ছুঁই ছুঁই। মাল উদ্যানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবার উদ্যান কর্তৃপক্ষ শিশুদের জন্য মিকি মাউস জাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। আর সেটা চালু হতেই সাড়াও মিলছে। উদ্যানের বিট অফিসার গোপাল মাঝির কথায়, 'আমরা শীঘ্রই একটি নতুন সেলফি পয়েন্ট চালু করছি। ইতিমধ্যে সেলফি পয়েন্টটি চলেও এসেছে। আশা করছি পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়বে।'

উদ্যান ও কানন (উত্তর) বিভাগের আওতায় থাকা মাল উদ্যান ছয় একরের বেশি জমিতে রয়েছে। সেখানে নানা ধরনের গাছপালা, পাখি আছে। উদ্যান বিভাগ সূত্রে খবর, এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সেখানে উদ্ভিদ- ৬২, স্তন্যপায়ী-৮, পাখি- ৪০, সরীসৃপ- ৫, উভচর -৬, প্রজাপতি- ১৫ এবং ১২ ধরনের ফড়িং রয়েছে। হুকাস পাখিও উদ্যানে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই উদ্যানের চারদিকে সবুজের সমারোহ ও পাখিদের ডাক পর্যটকদের মাল উদ্যানের প্রতি আকৃষ্ট করে।

মাল শহরে শিবোহম বালাজি মন্দির রয়েছে। সম্প্রতি সেখানে দুর্গা মন্দির তৈরি হয়েছে। অদূরে ডামডিমের চাকলা বস্তিতে আছে আকর্ষণীয় বৌদ্ধ গুম্ফা। তার ওপর মাল উদ্যানে দিন-দিন আকর্ষণের সামগ্রী আনায় নজর কাড়ছে পর্যটকদের। আগামীতে পর্যটকদের আনাগোনা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাল শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনির বাসিন্দা তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অন্তরিপা সর্দারের কথায়, 'আমরা সুযোগ পেলেই মাল উদ্যানে গিয়ে সময় কাটাই। শিশুদেরও ভালো লাগে। শিশুদের আকর্ষণের নিত্যনতুন সামগ্রী আরও আনা হলে ভালো হয়।' তবে সেখানে আরও কিছু জিনিস বেহাল দশায় পড়ে।

মাল উদ্যানের মধ্য দিয়ে একটি ঝোরা প্রবাহিত হয়েছে। ঝোরা পরিকল্পনা মাফিক সাজালে ভালো হয়। ঝোরাবক্ষ ড্রেজিং করারও প্রয়োজন রয়েছে। ঝোরার অন্য ধারে ওপেন জিমের অবস্থাও বর্তমানে ভালো নয়। সেটিও সাজানো দরকার বলে জানিয়েছেন শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনির বাসিন্দা পার্থ ভট্টাচার্য।

রূপান্তরকামী শিক্ষিকা পুনর্বহাল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আপিল কমিটির রায়ে শিক্ষকতায় পুনর্বহাল হলেন রূপান্তরকামী শিক্ষিকা সুরঞ্জনা মণ্ডল।

সরকার-বিরোধী কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় তাঁকে অবৈধভাবে বরখাস্ত করার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। আদালতের নির্দেশে পর্ষদ আপিল কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি ১ অক্টোবর ওই শিক্ষিকাকে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে জানায়, আগামী ২ মাসের মধ্যে তাঁকে বহাল করতে হবে। ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই থেকে তাঁর প্রাপ্য বেতন মেটাতে হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিককে।

রূপান্তরকামী ওই শিক্ষিকা দক্ষিণ ২৪ পরগনার গনিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। তাঁর অভিযোগ, মহার্ঘভাতা, নিয়োগ দুর্নীতি সহ সরকার-বিরোধী একাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তিনি অংশ নেওয়ায় তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ২০২৩ সালের জুলাইতে প্রথমে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ডিসেম্বর মাসে তাঁকে ছাঁটাই করা হয়। তারপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে আপিল কমিটি গঠন করার ও ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আপিল কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিককে শিক্ষিকাকে চাকরিতে যোগদান করানোর নির্দেশ দেয় ও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের আইন অনুযায়ী তদন্ত করতে বলা হয়।

রূপান্তরকামী শিক্ষিকা সুরঞ্জনা মণ্ডল 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'পুজোর ছুটির পর শনিবার থেকে প্রাথমিক স্কুল খুলেছে। আমি শনিবার ও সোমবার দু'দিনই আপিল কমিটির নির্দেশ নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমায় যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শীর্ষ মহলের নির্দেশ না পেলে তাঁরা যোগদান করাতে পারবেন না।'

সিকিমে হ্রদ বিপর্যয়েই সমতলে বন্যা

প্রথম পাতার পর

আমার পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। সুষ্ঠুভাবে কোনও কাজ না করে শুধু বঞ্চনার গান গাইলে হবে না।'

কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, মেঘ ভেঙে প্রচুর বৃষ্টিতে উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদ ফেটে সেখানকার বিপুল জল তিস্তায় মেশে। চুংথাংয়ে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তিস্তা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের সেতুটিই ভেঙে গিয়েছিল। ওই বিপর্যয়ে ৩ হাজার ৮৩টি ঘর পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১ হাজার ৪৩১টি গবাদিপশু মারা যায়। গোটা দেশে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বন্যা হয় বলে ওই রিপোর্টে সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান কুশবিন্দর ভোরা জানিয়েছেন। বন্যার কারণ হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ক্রমাগত নগরায়ণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পাশাপাশি বিশ্ব উষ্ণায়নকে তিনি দায়ী করেছেন। সিকিমের আবহাওয়া দপ্তরের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'গত বছর সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেখানকার পাহাড়ি এলাকার পাশাপাশি সমতলে তিস্তার বুকে বালি, নুড়ির স্তূপ জমেছে। এর জেরে তিস্তার জলধারণ ক্ষমতাও কমেছে।' গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

টাক দিয়ে যায় চেনা

প্রথম পাতার পর

এই কর্মসূচি কেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সওকত। বলেছেন, টাকমাথা পুরুষরা বেশি বুদ্ধিমান। তাই তিনি তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে আরও ঘটা করে এই টাকের প্রতিযোগিতা আয়োজন করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি।

জানি না, এটা তৃণমূলের দলীয় অনুমোদিত কর্মসূচি কি না। অন্তত এখনও পর্যন্ত কোনও তৃণমূল নেতাকে এ নিয়ে কিছু বলতে শুনিনি। কেউ আপত্তি করেছেন বলেও শোনা যায়নি। তবে টাকের সঙ্গে বুদ্ধির কোনও যোগ আছে বলে কস্মিনকালেও কানে আসেনি। তবে যে যাই বলুন, সকাল থেকে সন্ধে টাকের সঙ্গে যে আমাদের আত্মিক যোগ তা কে অস্বীকার করতে পারবে? বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে বিছানায় শোওয়া পর্যন্ত যে টাক ছাড়া গতি নেই। জীবন চালাতে যে নোট দরকার তাতেও তো টাকের মাহাত্ম্য। দেশের সবথেকে খ্যাতনামা টাকের মালিকের ছবি যে সেখানে জ্বলজ্বল করছে। গান্ধিকে তো টাক দিয়েই চেনা যায়। হয়তো সেখান থেকেই টাক আর টাকার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের কথা বাজারে এসেছে।

বাংলার রাজনীতিতে অবশ্য টাকওয়ালা নেতা তেমন দেখা যায়নি। তাঁরা হাতেগোনা, দুর্লভ। তবে বাকি দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাঁরা অনেকে। চার্চিল থেকে লেনিন, মুসোলিনি থেকে গর্বাচভ, খ্রুশ্চেভ, পুতিন আরও কত বড় বড় নেতা মাথাজোড়া টাক নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। হিন্দি সিনেমায় অনুপম খের কিংবা দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্ত তাঁদের টাক নিয়ে মোটেই বিব্রত নন। বাংলায় এখন তেমন কোনও হেভিওয়েট টাক না থাকলেও অতি সম্প্রতি এক তরুণ তুর্কি দল বদলে মাথা কামিয়ে ফেলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন, তৃণমূল নবান্ন থেকে না হটলে তিনি আর কেশবান হবেন না। তাই আপাতত তিনি চকচকে টাক নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরও কতদিন যে খালি চাঁদি নিয়ে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হবে কে জানে।

সমীক্ষা বলছে, মাঝারি থেকে ব্যাপক চুল পড়া পুরুষদের অনুপাত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে থাকে। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি পুরুষদের ১৬ শতাংশ, তার থেকে বেড়ে ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়সি পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ। তাই টাক ব্যাপারটা যে বয়স্কদের, তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। কে না জানে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বাড়ে। এবং জ্ঞানী লোকদের টাক বাড়ে। তবে চুল ছাড়া মানুষের আত্মবিশ্বাস যে বেশ খানিকটা কমে যায়, কে না জানে। টাকে চুল গজানোর কতশত ওষুধের ফলাও কারবার এমনিতে হয় না। বিধায়ক সওকত জানিয়েছেন, টাক ঈশ্বরের দান। এনিয়ে হীনমন্যতা বা মন খারাপের কোনও দরকার নেই। যাঁদের মাথায় চুল নেই তাঁদের সংবর্ধনা দেবেন তিনি। আপাতত দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। ভবিষ্যতে গোটা বিধানসভা এলাকাজুড়ে এই কর্মসূচি চলবে। বিধায়কের এই টাকপ্রীতিতে আপ্লুত টেকোরা। তাঁদের কথায়, অনেক রকম তেল, ওষুধ মেখেও কোনও কাজ হয়নি। ৪০ বছরেই সব চুল উঠে গিয়েছে। তাঁদের মনোবল বাড়াতে বিধায়ক যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেজন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ। এরপর টাকের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ নিয়ে কেউ গবেষণা করে কেশশ্রী পুরস্কার পেতেই পারেন। চেষ্টা করবেন নাকি?

অনুষ্কার সঙ্গে কীর্তন দেখে হেলিকপ্টারে পুনেতে কোহলি

কালো মাটির পিচে কিউয়িদের চ্যালেঞ্জের পরিকল্পনা

পুনে, ২১ অক্টোবর : ৪৬ রানে ঘরের মাঠে অল আউটের লজ্জা। ৩৬ বছর পর দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের যন্ত্রণা।

জোড়া অস্বস্তি সঙ্গে নিয়েই আজ দুপুরের দিকে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে বেঙ্গালুরু থেকে পুনে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। একই বিমানে নিউজিল্যান্ডও হাজির হয়েছে ছত্রপতি শিবাজির শহরে। মারাঠা সাম্রাজ্যের লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস টিম ইন্ডিয়াকে আগামীর অক্সিজেন দেবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু পুনের এমসিএ স্টেডিয়াম থেকেই জোরদার ধাক্কার পর নয়া

পুনেতে কালো মাটির মন্থর গতির পিচের চ্যালেঞ্জ ছুড়ছেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

দৌড় শুরু করতে মরিয়া রোহিত শর্মার ভারত।

একই চার্টার্ড বিমানে দুই দলই বেঙ্গালুরু থেকে পুনে পৌঁছালেও তার মধ্যে অনুপস্থিত ছিলেন বিরাট কোহলি। বরং আজ সকালের দিকে তাঁকে আলাদাভাবে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে কোহলি চলে যান মুম্বই। সেখান স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এক কীর্তনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিরাট। সেই কীর্তন সেরে মুম্বই থেকে বিশেষ হেলিকপ্টারে বিকেলে পুনে পৌঁছেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কীর্তনের আসর বিরাটের মানসিক যন্ত্রণা কতটা কাটাতে পেরেছে, সময় বলবে।

কিন্তু তার আগে মঙ্গলবার বেলার দিকে পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সৌজন্যে পুনের কালো মাটির মন্থর চরিত্রের পিচ। বছর কয়েক আগে এই পুনের মাটিতেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে আড়াই দিনে ম্যাচ হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। আনকোরা অজি স্পিনার স্টিভ ও'কিফ একাই শেষ করে দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটিংকে। কালো মাটির মন্থর গতির ঘূর্ণির ঘেরাটোপ বানাতে গিয়ে ফের সেভাবেই পা হড়কে যাবে না তো টিম ইন্ডিয়ার? প্রশ্নটা উঠতে শুরু করেছে। যদিও রোহিত শর্মার ভারত অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছে। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীরের পরামর্শেই এমন মন্থর গতির ঘূর্ণি পিচ তৈরি হয়েছে রাচিন রবীন্দ্রদের চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য। সন্ধ্যার দিকে পুনে থেকে টিম ইন্ডিয়ার একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, চিন্নাস্বামীর মতো বাউন্স একেবারেই থাকছে না পুনেতে। তুলনায় দিনের শুরু থেকেই বল নীচু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন উইকেটে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবদের পাশে চতুর্থ স্পিনার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো নিয়েও চলছে আলোচনা। তেমনটা হলে মহম্মদ সিরাজকে হয়তো বসতে হতে পারে।

পুনের পিচের চরিত্র জেনে যাওয়ার পর কিউয়িরাও বাড়তি স্পিনার খেলানোর ভাবনা শুরু করেছে। তাছাড়া সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর অধিনায়ক টম লাথাম তাঁর সতীর্থদের সতর্ক করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যাঘাতের অতীত ইতিহাস নিয়েও। সবমিলিয়ে কালো মাটির মন্থর ঘূর্ণি পিচে স্পিন এক্স ফ্যাক্টার হতে চলেছে দুই দলের জন্যই।

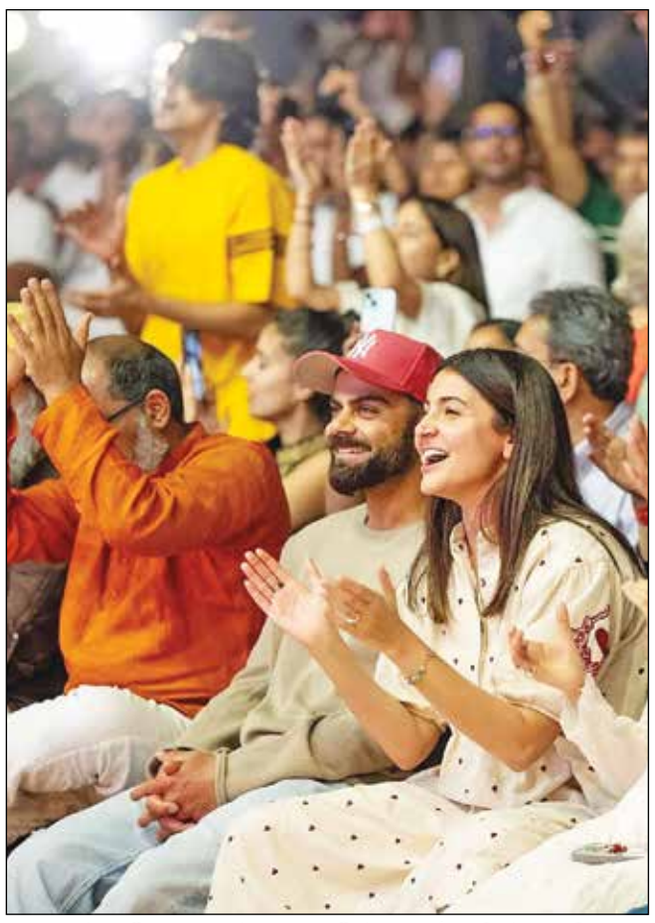

মুম্বইয়ে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এক কীর্তনের অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি।

বিরাট-বন্দনায় প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

লন্ডন, ২১ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের কাছে অপ্রত্যাশিত হার।

৪৬-এর ভরাডুবিতে লজ্জার ইতিহাস বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। জুতসই প্রত্যাঘাতের লক্ষ্য নিয়ে ভারত ২৪ অক্টোবর পুনেতে নামবে দ্বিতীয় টেস্টে। বেঙ্গালুরু থেকেই সাময়িক ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। সামাজিক অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করতেও দেখা গিয়েছে।

এর মাঝেই প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের ঢালাও প্রশংসা প্রাপ্তি। বিরাট কোহলিকে 'অসাধারণ নেতা' আখ্যা দিয়েছেন ক্যামেরন। এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজের প্রিয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় ও বিরাট কোহলির কথা তুলে ধরেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। স্মৃতিচারণ করবেন ছোটবেলায় বিষেণ সিং বেদির স্পিন-মুগ্ধতা নিয়েও।

ক্যামেরন বলেছেন, 'আমি পুরোনো দিনের। বড় হয়েছি বিষেণ সিং বেদিকে দেখতে দেখতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়ের দুর্দান্ত শতরানের সাক্ষীও ছিলাম। মনে আছে, কনজারভেটিভ পার্টির আরও এক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের পাশেই বসেছিলাম। উনি বলেছিলেন, রাহুল দ্রাবিড়কে দেখো, অত্যন্ত ভালো ক্রিকেটার।'

দ্রাবিড় থেকে সোজা বিরাট কোহলিকে নিয়ে মুগ্ধতা ঝরে পড়ল। বলেন, 'বিরাট কোহলিকে নিয়ে একটা কথাই মনের মধ্যে ভিড় করে, তুমি একজন অসাধারণ নেতা। আমাদের বেন স্টোকস যেমন, তেমনই মাঠে যথার্থ অর্থেই তুমি দুর্দান্ত অধিনায়ক এবং সবার অনুপ্রেরণা।'

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রভাবও অনস্বীকার্য। রনজি সিংজি, দলীপ সিংজি থেকে মন্টি পানেসর - তালিকা রীতিমতো লম্বা। ডেভিড ক্যামেরন সেই কথাও তুলে ধরেন।

> আমি পুরোনো দিনের। বড় হয়েছি বিষেণ সিং বেদিকে দেখতে দেখতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়ের দুর্দান্ত শতরানের সাক্ষীও ছিলাম। মনে আছে, কনজারভেটিভ পার্টির আরও এক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের পাশেই বসেছিলাম। উনি বলেছিলেন, রাহুল দ্রাবিড়কে দেখো, অত্যন্ত ভালো ক্রিকেটার।
>
> **ডেভিড ক্যামেরন**

জানান, ক্রিকেটভক্ত হিসেবে অনেক কিংবদন্তি ব্রিটিশ-ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আগামীদিনেও আসবে, যাঁরা সাফল্যের কান্ডারি হবে।

খেলায় আজ

১৯৮৩ : কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষবেলায় ম্যালকম মার্শালের আগুনে ওপেনিং স্পেলে (৮-৫-৯-৪) ভারত প্রথম ইনিংসে ৩৪/৫ হয়ে যায়। টেস্টটি ভারত এক ইনিংস ও ৮৩ রানে হেরেছিল। দুই ইনিংস মিলিয়ে মার্শাল ৬৬ রানে ৮ উইকেট পেয়েছিলেন।

সেরা অফবিট খবর

বাস্কেটবলের সুজির ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়

নিউজিল্যান্ডকে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন সুজি বেটস। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফাইনালে ওপেন করতে নেমে এই কিউয়ি মহিলা ব্যাটার ৩২ রান করেন। পরে তিনটি ক্যাচও ধরেছেন। সুজি ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিকে নিউজিল্যান্ড বাস্কেটবল দলের হয়ে নেমেছিলেন। সেবার তাঁরা গ্রুপে ৫ ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছিলেন।

ভাইরাল

পাক অধিনায়ককে সমবেদনা শ্রেয়াঙ্কার

টি২০ বিশ্বকাপের মাঝে পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। তারপরও তিনি বিশ্বকাপ খেলতে দুবাইয়ে ফিরে এসেছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁকে ভরসা জুগিয়েছিল ভারতীয় মহিলা দলের স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের হাতে আঁকা সুন্দর একটি কার্ড। যেখানে লেখা ছিল, ডু হোয়াট ইউ লাভ। ইনস্টাগ্রামে ফাতিমা পোস্ট করে শ্রেয়াঙ্কার পাঠানো কার্ডের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ওডিআই বিশ্বকাপে ভারত প্রথম জয়টি কাদের বিরুদ্ধে পায়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. হ্যারি কেন, ২. মনসুর আলি খান পতৌদি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, সুখেন স্বর্ণকার, সুজন মহন্ত, প্রবালকান্তি দে, নীরাধিপ চক্রবর্তী, নির্মল সরকার।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য মুখিয়ে সামি

বেঙ্গালুরু, ২১ অক্টোবর : গোড়ালির সমস্যা আর নেই। হাঁটুর যন্ত্রণাও কমে গিয়েছে। আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো রয়েছেন মহম্মদ সামি। এতটাই ভালো যে, বাইরের দুনিয়া যাই ভাবুক না কেন, সামি নিজে মিশন অস্ট্রেলিয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

গতকালই বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হেরে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত শর্মাদের ম্যাচ হারের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চিন্নাস্বামীর নেটে বল হাতে নেমে পড়েছিলেন সামি। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেল, সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারদের কড়া নজর ছিল তাঁর উপর। অতীতের মতো পুরো রানআপে বোলিং করেছিলেন সামি। তাঁর বোলিংয়ের সামনে ব্যাট করতে নেমে শুভমান গিলকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল বারবার। এহেন সামি আজ নিজেই জানিয়েছেন, তিনি এখন ফিট। মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। গতকাল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পুরো রানআপে বোলিং করাটা দারুণ উপভোগ করেছেন। তাঁর গোড়ালি ও হাঁটুতে লম্বা সময় বোলিংয়ের পরও কোনও অস্বস্তি হয়নি। বেঙ্গালুরুতে আজ এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সামি তাঁর আগামীর ভাবনা নিয়ে বলেছেন, 'গতকাল চিন্নাস্বামী টেস্টের শেষে মাঠের মূল পিচে পুরো রানআপে বোলিং করেছি আমি। পুরো রানআপে বোলিংয়ের পর আমি নিজের পারফরমেন্সে খুশি। বল হাতে নিজের একশো শতাংশ উজাড় করে দিয়েছি। দীর্ঘসময় বোলিংয়ের পরও কোনও সমস্যা হয়নি আমার।'

গোড়ালি ও হাঁটুতে কোনও সমস্যা নেই, জানিয়ে দিলেন মহম্মদ সামি।

সামি সরাসরি না বললেও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্যর ডনের দেশে পাঁচ টেস্টের চ্যালেঞ্জের জন্য তিনি তৈরি। মিশন অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজে টিম ইন্ডিয়াও সামিকে নিয়ে যেতে চাইছে প্রবলভাবে। কিন্তু এক বছর পর ভারতীয় দলে ফিরেই কি সামি মাঠে নেমে পড়বেন? ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার জন্য সমস্যা হবে না তো? সামি নিজে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশে বাংলার হয়ে রনজি খেলতে রাজি ছিলেন। এখনও সেই ভাবনা রয়েছে তাঁর। কিন্তু আদৌ কি সেটা সম্ভব হবে? সামি বলছেন, 'বাংলার হয়ে রনজি খেলার পরিকল্পনা আগেই ছিল। এখনও সেই পরিকল্পনা রয়েছে। দেখা যাক কী হয়। আমি দ্রুত মাঠে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী।' আগামীর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সামির আরও ক্রিকেটীয় ব্যাখ্যা হল, 'আমার গোড়ালি ও হাঁটুতে এখন কোনও সমস্যা নেই। শরীরের কোথাও কোনও যন্ত্রণাও নেই। বলতে পারেন, মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। কিন্তু সেটা কবে সম্ভব, এখনও জানা নেই।'

কেরলের বিরুদ্ধে সামিকে চাইছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আশঙ্কাই সত্যি হল। বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষপর্যন্ত ভেস্তে গেল। আজ খেলার চতুর্থ তথা শেষ দিনে এক বলও খেলা হয়নি। অথচ, গত কয়েকদিনের মতো আজও সকাল থেকে ঝলমলে রোদ ছিল কল্যাণীর আকাশে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে বার দুয়েক মাঠ পর্যবেক্ষণ করে আম্পায়াররা ভিজে থাকা আউটফিল্ডের সুবাদে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। আম্পায়ারদের এমন সিদ্ধান্তের পর স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ক্রিকেট সংসারে রয়েছে বিস্তর ক্ষোভ। সেই ক্ষোভের মূল কারণ সিএবি-র শীর্ষ কর্তাদের অপদার্থতা। কল্যাণীতেই রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার মূল অ্যাকাডেমি ও মাঠ। বছরে প্রায় ৩৯ লাখ টাকা ব্যয় হয় এই অ্যাকাডেমি ও মাঠের পরিচর্যার পিছনে। বিপুল অর্থ খরচ হলেও মাঠের বেহাল দশা নতুনভাবে সামনে এসেছে। যা নিয়ে সিএবি-র অন্দরে অস্বস্তির পাশে চলছে পরস্পরকে দোষারোপের পালাও। বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার আজ বিকেলের দিকে একরাশ হতাশা নিয়ে বলছিলেন, 'বিরল ঘটনা। বহু বছর বাংলার হয়ে খেলছি। কিন্তু একদিন বৃষ্টির কারণে চারদিনই ভেস্তে যাওয়ার মতো ঘটনা অতীতে দেখিনি।' কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও হতাশ। সন্ধ্যার দিকে তিনি বলছিলেন, 'বিহার ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পাওয়ার যন্ত্রণা আমাদের রনজি ট্রফি অভিযানে কতটা প্রভাব ফেলবে, জানি না। কিন্তু এমন একটা অবস্থা হল, যার সঠিক ব্যাখ্যা আমার কাছেও নেই।' যাঁরা ব্যাখ্যা দিতে

ভেস্তে গেল পুরো ম্যাচই, প্রাপ্তি এক পয়েন্ট

পারতেন, সেই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আপাতত দেশের বাইরে। আর সচিব নরেশ ওঝার থেকে বেশি কিছু আশা করাই অন্যায়।

শনিবার থেকেই কল্যাণীর মাঠে কেরলের বিরুদ্ধে রনজির তিন নম্বর ম্যাচ বাংলা দলের। সেই ম্যাচে মুকেশ কুমার, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলদের পাচ্ছে না বাংলা দল। পরিবর্ত হিসেবে মহম্মদ সামিকে কেরল ম্যাচে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন অনুষ্টুপরা। রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি সামিকে কেরল ম্যাচে পাওয়ার বিষয়টি। মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলন রয়েছে বাংলা দলের। হয়তো তারপরই স্পষ্ট হবে সামির বিষয়টি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামির সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু ওকে দলে পেতে হলে বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিট শংসাপত্রও লাগবে। দেখা যাক কাল এসব নিয়ে কোনও সুখবর পাওয়া যায় কি না।' শনিবার থেকে শুরু হতে চলা কেরল ম্যাচেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই সময় বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। আর বৃষ্টি হলেই কল্যাণীর মাঠের অবস্থা কী হচ্ছে, সেটা এখন সবারই জানা।

নিট ফল, রনজি অভিযানের শুরুতেই নকআউটের বিদায়ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে বাংলার ক্রিকেট সংসারে।

অনুশীলনে চলেছেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মণিকা বাত্রা।

কার্লসেন কলকাতায়

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কলকাতায় আসছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নরওয়ের দাবাড়ু ম্যাগনার্স কার্লসেন। ১৩ নভেম্বর থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা টাটা স্টিল চেজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন তিনি। এর আগে ২০১৯ সালে শেষবার কলকাতায় পা রেখেছিলেন এই দাবাড়ু। এই প্রতিযোগিতায় অর্জুন এরাগাইসি, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, বিদিত গুজরাটিরা অংশ নেবেন। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ থাকায় আসছেন না ডোম্মারাজু গুকেশ।

তাইজুলের পাঁচে বেঁচে বাংলাদেশ

মিরপুর, ২১ অক্টোবর : ঘরের মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে গেল বাংলাদেশের। প্রথম ইনিংসে তারা মাত্র ১০৬ রানে অল আউট হয়ে যায়। যদিও দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৪০/৬ স্কোরে আটকে রেখে বাংলাদেশ কিছুটা আশা বাঁচিয়ে রাখল। এবং তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য বাংলাদেশি স্পিনার তাইজুল ইসলামের। তিনি একাই প্রোটিয়াদের ৫ উইকেট তোলেন।

দিনের শুরুটা অবশ্য ছিল আফ্রিকান বোলারদের। সকালে পিচ থেকে পাওয়া বাড়তি সুইং কাজে লাগিয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন দুই আফ্রিকান পেসার উইয়ান মুলডার (২২/৩) ও কাগিসো রাবাদা (২৬/৩)। মুলডার-রাবাদাদের দাপটে ৪৫ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় বাংলাদেশের। রাবাদা এদিন ৩০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন। টেস্টে ৩০০ উইকেট শিকারিদের মধ্যে বলের নিরিখে তিনি দ্রুততম। ১১৮১৭ বলে মাইলস্টোন ছুঁয়ে রাবাদা পেছনে ফেলে দেন পাকিস্তানের ওয়াকার ইউনিসকে (১২৬০২ বল)। পেসারদের তৈরি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাকি কাজ সারেন স্পিনার কেশব মহারাজ (৩৪/৩)। নবম উইকেটে তাইজুল ইসলাম (১৬) ও নইম হাসানের

টেস্টে সবচেয়ে কম বলে ৩০০ উইকেট নিলেন কাগিসো রাবাদা।

(৮) মধ্যে ২৬ রানের জুটি প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ। ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় সর্বাধিক ৩০ রান করেন।

অন্যদিকে, প্রথম ওভারেই প্রোটিয়া অধিনায়ক আইডেন মার্করামকে (৬) ফেরান বাংলাদেশের একমাত্র পেসার হাসান মাহমুদ (৩১/১)। তারপর দিনের বাকি পাঁচটি উইকেট তোলেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল (৪৯/৫)। তিনি দ্বিতীয় বাংলাদেশি বোলার হিসেবে টেস্টে ২০০ উইকেটের নজির গড়লেন।

বাংলার ১৯ গোল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবলে জম্মু ও কাশ্মীরকে গোলের বন্যায় ভাসাল বাংলা। ১৯-০ গোলে জয় ছিনিয়ে আনলেন সুজাতা করের দল। বাংলার হয়ে একাই দশ গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল। এছাড়াও মৌসুমি মুর্মু ও সোনালি সোরেন হ্যাটট্রিক করেন। প্রিয়া দাস করেন দুইটি গোল। একটি গোল এসেছে সুজাতা মাহাতোর কাছ থেকে।

প্রয়াত টমাস

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : প্রয়াত হয়েছে প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার টমাস ম্যাথুস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স সামলেছেন তিনি। টমাসের মৃত্যুতে ক্লাবের পক্ষ থেকে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

সরফরাজের পাশে দাঁড়িয়ে গাভাসকারের যুক্তি

'ছিপছিপে চাইলে ফ্যাশন শোয়ে যান'

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : অতীতে বারবার বলেছেন।

সরফরাজ খানের চেহারা নিয়ে সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন সুনীল গাভাসকার। বলেছিলেন, রোগা পাতলা, ছিপছিপে চেহারার কাউকে দরকার হলে ফ্যাশন শোয়ে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে কোনও মডেলকে বেছে নিয়ে ব্যাট-বল দিয়ে মাঠে নামিয়ে দাও।

বেঙ্গালুরু টেস্টে সরফরাজের ১৫০ রানের লড়াকু ইনিংসের পর গাভাসকারের সেই কথা ফের সামনে চলে আসছে। ভাসছে গাভাসকারের কথাগুলি। সানির যুক্তি, চেহারা দিয়ে ক্রিকেট হয় না। ক্রিকেট হয় ব্যাটিং টেকনিক, টেম্পারামেন্ট দিয়ে, যা সাফল্যের মূল কথা। বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত যা।

সানির যুক্তি ছিল, 'ছিপছিপে, কেতাদুরস্ত কাউকে দরকার হলে ফ্যাশন শোয়ে যাওয়া উচিত নির্বাচকদের এবং সেখানে গিয়ে খুঁজে নিক কোনও মডেলকে। তাকেই ব্যাট-বল দিয়ে নামিয়ে দিক। কিন্তু এভাবে ক্রিকেট হয় না। খেলোয়াড়দের চেহারা বিভিন্নরকম হতেই পারে। মূল কথা রান করা, উইকেট নেওয়া। আর মাঠে না থেকে কারও পক্ষে শতরান করা সম্ভব নয়। ফিটনেস থাকলে পরেই একমাত্র যা সম্ভব। তাই শরীরের আকার দিয়ে মাপতে যাওয়া অযৌক্তিক।'

গাভাসকারের মতে, ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আন্তর্জাতিক আঙিনা-সরফরাজের লম্বা ইনিংসের নেপথ্যেও ফিটনেসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মোটা চেহারার জন্য ফিটনেস নেই বলা অনুচিত। ফিট বলেই রান পাচ্ছে সরফরাজ। বারবার তা করেও দেখাচ্ছে। ক্রিকেট সাফল্য পেতে ক্রিকেট-ফিটনেস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ো ইয়ো টেস্ট কখনোই একজন ক্রিকেটারের মাপকাঠি হতে পারে না। রান করলে, উইকেট পেলে, বাকি সব গুরুত্বহীন।

এদিকে, রোহিত শর্মার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। শেষ দিনে মহম্মদ সিরাজকে দিয়ে নতুন বলে লম্বা স্পেল করানো ভুল বলে মনে করেন প্রাক্তন তারকা। যুক্তি, পরিস্থিতি, পরিবেশ সিরাজের বোলিংয়ের অনুকূল ছিল না। তারপরও সিরাজকে টানা বল করিয়ে গিয়েছেন রোহিত।

মঞ্জরেকার বলেন, বুমরাহর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে কিউয়ি ব্যাটাররা অস্বস্তিতে ছিল। দরকার ছিল উলটো দিকে এমন কাউকে যে চাপ বাড়াতে পারবে। নতুন বলে যে কাজটা রবিচন্দ্রন অশ্বীন করেছে অতীতে। অথচ, সিরাজকে দিয়ে টানা বল করিয়ে চাপ আলগা করে দেওয়া হয়। নিশ্চিতভাবে অধিনায়ক হিসেবে রোহিত নিজের সেরাটা দিতে পারেনি।

পাকিস্তান বোর্ডের দিল্লি প্রস্তাবে বরফ গলছে না

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দিল্লি থেকে লাহোর।

ম্যাচ খেলে সেদিনই দিল্লিতে ফিরবে ভারতীয় দল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের নতুন প্রস্তাবে অবশ্য সায় নেই ভারতের। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রের দাবি, ভারতের ম্যাচগুলি নিরপেক্ষ কোনও দেশেই করতে হবে। হাইব্রিড মডেল হলেই একমাত্র ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নেবে। নচেৎ নয়।

পাকিস্তান মরিয়া পুরো টুর্নামেন্ট ধরে রাখতে। কিন্তু ভারতের দাবি মেনে হাইব্রিড মডেল হলে গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ ম্যাচই হাতছাড়া হবে। মুখ পুড়বে পাক বোর্ডেরও। আর এই ভাবনা থেকেই 'দিল্লি টু লাহোর, লাহোর টু দিল্লি'-র ভাবনা। অর্থাৎ, পাকিস্তানে খেললেও সেখানে থাকবে না ভারতীয় দল। লাহোরে খেলেই দিল্লি অথবা সীমান্তবর্তী শহর

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারত অনড়ই

চণ্ডীগড়ে ফিরে আসবে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, এমন কোনও প্রস্তাব পিসিবির তরফে তাদের দেওয়া হয়নি। আর ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানের খেলার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের ওপর। অর্থাৎ, বল সেই কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্টে ঠেলে পাকিস্তানে না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকা।

পিসিবিও অবশ্য মেনে নিচ্ছেন, 'দিল্লি টু লাহোর' প্রস্তাবে লাভের লাভ কিছু হবে না। এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'আমাদের মূল অগ্রাধিকার গোটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানে করা। তবে মানসিকভাবে আমরা অন্য বিকল্প নিয়েও প্রস্তুত। শুনছি পাকিস্তানে খেলার অনুমতি ভারত সরকার দেবে না। ভারতীয় দলের ম্যাচ সেক্ষেত্রে হয়তো আমিরশাহিতেই হবে। তবে ফাইনাল নিয়ে কোনও ওজর-আপত্তি মানা হবে না। লাহোরে ফাইনাল হওয়ার কথা। ভারত যদি ফাইনালেও ওঠে তাহলেও তা লাহোরে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে আইসিসি-কে।'

শুভেচ্ছা

☺ কলাশ্রী, সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্রের সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের শুভ বিজয়া ও দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। **অধ্যাপক - শ্রী প্রলয় সাহা, অধ্যাপিকা - শ্রীমতী ঝুমা সাহা (চক্রবর্তী)।**

খেলোয়াড়রা ভালো নেই, বলছেন অস্কার

গুরুত্ব দিচ্ছেন এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : নতুন কোচের স্পর্শেও ভাগ্য ফেরেনি ইস্টবেঙ্গলের। অবশ্য নয়া কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ডার্বির আগে দলকে অনুশীলন করানোর সুযোগ পাননি। তিনি সরাসরি ডার্বিতে ডাগআউটে বসেছিলেন। ডার্বির রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার ওডিশা এফসি-র মুখোমুখি হচ্ছে লাল-হলুদ। আগামী ১১ দিনে চারটি ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। এর মধ্যে তিনটি এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ম্যাচ। এএফসি-কে কিন্তু দারুণ গুরুত্ব দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলেছেন, 'আগামী ১১ দিনে আমাদের ৪টি ম্যাচ খেলতে হবে। ওডিশা ম্যাচের পরেই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের খেলা রয়েছে। মোহনবাগান এএফসি-তে না থাকায় আমরাই ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি। সেখানে দেশের মান রাখাটাই আমাদের লক্ষ্য।'

ওডিশা ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে চান অস্কার। তবে কাজটা যে কঠিন তা ভালো করেই জানেন স্প্যানিশ কোচ। হাতে সময়ও খুব কম পেয়েছেন তিনি। মাত্র দুইদিনের অনুশীলনে মঙ্গলবার ওডিশার বিরুদ্ধে নামবে ইস্টবেঙ্গল। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে অস্কার বলেছেন, 'আমি মাত্র দুইদিন অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছি। হাতে সময় খুব কম। সবাইকে বুঝিয়েছি, দল এখন তাদের কাছে কী চায়। আমাদের রক্ষণভাগকে আরও সংগঠিত হয়ে গোল খাওয়াটা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি গোলের সুযোগগুলিও কাজে লাগাতে হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'টানা সাতটি ম্যাচ হারার পর খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে ভালো নেই। তবে ওদের এই সমস্যা দূর করতে হবে।'

গত বছর বসুন্ধরা কিংসের কোচ হিসেবে এএফসি কাপে ওডিশার মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্কার। সেই অভিজ্ঞতাই মঙ্গলবার কাজে লাগাতে চান তিনি। সের্জিও লোবেরার দলকে সমীহ করলেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অস্কার। তিনি বলেছেন, 'গতবছর ওদের বিরুদ্ধে খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ওরা খুব ভালো দল। বিদেশিরাও খুব ভালো। উইং দিয়ে ক্রমাগত আক্রমণে ওঠে। তবে এই ম্যাচে হয়তো আমরা জেতার মতো খেলতে পারব।'

ওডিশার বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার আগে সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শেষবেলার প্রস্তুতি সারেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। শুরুতে 'ফান গেমস' খেলিয়ে দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করাই লক্ষ্য ছিল অস্কারের। এদিন অনুশীলনেও প্রচণ্ড সিরিয়াস মেজাজে ছিলেন ফুটবলাররা। এমনকি প্রস্তুতি চলাকালীন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা একবার সাউল ক্রেসপোকে ট্যাকেল করলে পালটা সাউল গিয়ে ডেভিডকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। তাদের শরীরীভাষাতেই বোঝা যাচ্ছিল, ওডিশার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া তাঁরা। মঙ্গলবার দলে একাধিক পরিবর্তন আসতে চলেছে। হেক্টর ইউস্তে ও ক্লেইটন সিলভাকে বসিয়ে হিজাজি মাহের এবং দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন। সেই সঙ্গে সৌভিক চক্রবর্তী ও ডেভিডকে বসানো হতে পারে। তাঁদের বদলে জিকসন সিং ও পিভি বিষ্ণুর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওডিশা এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

আইএসএলে আজ

ওডিশা এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলিঙ্গ স্টেডিয়াম, ভুবনেশ্বর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

স্থানীয়দের নিতে আরসিবি-কে চাপ সরকারের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : তারকাখচিত দল।

মেগা লিগের অন্যতম আকর্ষণীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। যদিও খেতাবের স্বাদ থেকে এখনও বঞ্চিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সামনে মেগা নিলাম। নতুন করে দল সাজিয়ে অধরা স্বপ্নপূরণের জন্য ঝাঁপানো। তার আগে কর্ণাটক সরকারের চাপের মুখে ফ্র্যাঞ্চাইজি।

কর্ণাটক সরকারের দাবি, স্থানীয় প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সুযোগ দিক আরসিবি। অতীতে সেভাবে স্থানীয় খেলোয়াড়রা গুরুত্ব পায়নি ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে। রাজ্য সরকার সেই ভাবনা বদলাতে চাপ বাড়াচ্ছে বলে খবর। নিশ্চিতভাবে নিলামের আগে যা ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

'দ্য হান্ড্রেডে' দরপত্র দিল কেকেআর

সরকার যেভাবে চাপ তৈরি করছে তার প্রতিফলন মেগা নিলামে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কর্ণাটক সরকারের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে একাধিক স্থানীয় তারকার জন্য ঝাঁপাতে পারে আরসিবি, মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

কর্ণাটকের বর্তমান তারকাদের মধ্যে লোকেশ রাহুল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, প্রসিধ কৃষ্ণা, মণীশ পান্ডেরা পরিচিত মুখ। ঘরোয়া ক্রিকেট তথা কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগে বেশ কিছু নতুন মুখ রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিককালে দুই-একজন বাদ দিলে, সেভাবে কেউ গুরুত্ব আরসিবির কাছে। অসন্তুষ্ট কর্ণাটক সরকারের অবস্থানের ছবি কতটা বদলায়, যা নিয়ে জোর জল্পনা।

এদিকে, ইংল্যান্ডের 'দ্য হান্ড্রেড' লিগে দল কেনার দৌড়ে আইপিএলের একঝাঁক ফ্র্যাঞ্চাইজি। ১৮ অক্টোবর দরপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। সূত্রের খবর, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহ আইপিএলের একঝাঁক ফ্র্যাঞ্চাইজি দরপত্র দিয়েছে। বাকি দলগুলি হল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, লখনউ সুপার জায়ান্টস, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালস ও মহিলা প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম দল ইউপি ওয়ারিয়েজ।

রেফারির বিরুদ্ধে চিঠি দিয়ে অভিযোগ

ফুটবলার বদলের পথে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : লিগ টেবিলে এখন ১১ নম্বরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একমাত্র মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা ছাড়া বাকি ম্যাচ যথেষ্ট ভালো খেললেও জয় অধরাই থাকছে কলকাতার তৃতীয় প্রধানের। রবিবার নিজেদের ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ডিফেন্সের দোষে খালি হাতে ফিরেছে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। এর সঙ্গে মহমেডান ম্যানেজমেন্টের মাথাব্যথার কারণ হয়েছে সমর্থকদের আচরণ।

যদিও কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে পেনাল্টি না দেওয়া ও দ্বিতীয় গোল খাওয়ার পর যেভাবে মাঠে বোতল পড়তে থাকে ও বাজি ফাটার জন্য কিছুক্ষণ ম্যাচ বন্ধ থাকে তাতে মহমেডানকে শাস্তি দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে জরিমানা, দর্শকবিহীন ম্যাচ থেকে হোম ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। যদিও এই ঘটনার পর এদিনই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএল-কে চিঠি দিয়ে রেফারির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে মহমেডান। এদিন ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ বললেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমরা পদক্ষেপ হিসাবে পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় বসছি। ঘটনার পরই ওদের কাছে জানতে চাই, কীভাবে সমর্থকরা বোতল, বাজি-পটকা নিয়ে মাঠে ঢুকল? আগামীতে যাতে এভাবে সমর্থকরা বোতল নিয়ে মাঠে ঢুকতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হবে পুলিশকে। তবে একইসঙ্গে রেফারিংয়ের ভুলত্রুটির দায়ও কিন্তু ফেডারেশন বা এফএসডিএলের। আমরা রেফারিং নিয়ে ইতিমধ্যেই ওদের চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

দুই সাইডব্যাকের পারফরমেন্সে অখুশি ম্যানেজমেন্ট। এদিনই কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাঁরা। মোটামুটিভাবে সামাদ আলি মল্লিক ও ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াককে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিবর্তের খোঁজ চলছে। একইসঙ্গে একজন ভালো বিদেশি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারও নিতে চায় মহমেডান। তবে এরইমধ্যে দল যা খেলেছে তাতে খুব একটা অখুশি নন কোচ নিজে। চেরনিশভের বক্তব্য, 'আমরা আইএসএলের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে শুরুটা কিন্তু খারাপ করিনি। গত দশ বছর ধরে ওরা এই লিগ খেলছে। দলে প্রচুর ভালো ভালো ফুটবলার আছে। কেরালা শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও আমরাই প্রথমার্ধে খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করি ও গোল পাই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ওরা আক্রমণে তীব্রতা আনে। তবু আমরা যদি নিশ্চিত পেনাল্টি পেতাম তাহলে হয়তো ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারতাম।' ম্যাচের ৭০ মিনিটে বক্সের মধ্যে কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাকে হরমিপাম রুইভা অবৈধ ট্যাকল করলেও রেফারি আবেদনে কান না দিয়ে খেলা চালিয়ে যান।

হারের যন্ত্রণা ভুলতে সুইমিং পুলে কার্লোস ফ্র্যাঙ্কা। সোমবার।

চারে ফেরার রহস্য ভেদ স্মিথের

সিডনি, ২১ অক্টোবর : ওপেনিং ছেড়ে আবারও চেনা চার নম্বরে ব্যাটিং করতে দেখা যাবে নভেম্বরের বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে। স্টিভেন স্মিথের যে ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। কারও দাবি, স্মিথই নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে অনুরোধ করেছিলেন।

স্মিথ স্বয়ং এদিন পরিবর্তনের নেপথ্য গল্পটা প্রকাশ্যে জানালেন। শেফিল্ড শিল্ড খেলার ফাঁকে স্মিথ বলেন, 'দল যেখানে চাইবে সেখানেই খেলতে প্রস্তুত আমি। আমাকে এখন চার নম্বরে খেলতে বলা হচ্ছে। আমি খুশির সঙ্গেই তা মেনে নেব। এব্যাপারে আমার কোনও সমস্যা নেই।' টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে স্মিথের কথা আলোচনায় আসে। জানতে চাওয়া হয় পছন্দের পজিশন। স্মিথের দাবি, 'প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড (কোচ) জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় খেলতে পছন্দ করব। চার নম্বর বলেছিলাম। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চারে খেলার জন্য কোনও অনুরোধ করিনি। যে কোনও জায়গাতেই খেলতে প্রস্তুত। তবে দীর্ঘদিন চার নম্বরে খেলেছি। অনেক সাফল্যও পেয়েছি। তাই অগ্রাধিকারের তালিকায় সবসময় চার নম্বরই।'

ডেভিড ওয়ার্নারের টেস্ট-অবসরের পর ওপেনিংয়ের দায়িত্ব নিলেও সাফল্য পাননি। অবশ্য নতুন চ্যালেঞ্জ যে তিনি উপভোগ করেছেন, তা জানিয়েও দিলেন।

মিজোরামের জয়ে বেঁচে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : মহিলাদের ২৯তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা রাজমাতা জিজাবাই ট্রফিতে শিলিগুড়িতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই শেষ ম্যাচ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখল মিজোরাম। সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে তারা ৯-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তেলেঙ্গানাকে। বুধবার গ্রুপের শেষ ম্যাচ তেলেঙ্গানার সঙ্গে ঝাড়খণ্ড ড্র রাখতে পারলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হবে।

প্রথম ম্যাচে মিজোরাম ১-০ গোলে ঝাড়খণ্ডের কাছে হেরে গেলেও এদিন শুরু থেকেই তাদের আধিপত্য ছিল। ৮ মিনিটে লালরিনমুয়ানি এগিয়ে দেন মিজোরামকে। ১৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান লালথানসাঙ্গি। এদিন তিনি হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল পেয়েছেন লালরিনমুয়ানি। তাদের বাকি তিন গোলস্কোরার গ্রেস লালরামপারি হাউনহার, লালহ্রিয়াতথিরি ও কে গোপাওয়াদি। দলকে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু মিজোরামের সমর্থক মাঠে ঢোল নিয়ে এসেছিলেন। মিজোরামের গোলবন্যায় তাদের উৎসবে স্টেডিয়ামে প্রাণসঞ্চারিত হয়।

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'এদিন মাঠে বল গার্লের ভূমিকায় ছিল বিবেকানন্দ মর্নিং সকার কোচিং ক্যাম্পের শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও শিলিগুড়ির বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্পের মেয়েরা এদিন খেলা দেখতে এসেছিল। এই টুর্নামেন্ট দেখে ওরা বুঝতে পারবে কোচের তৈরি কম্বিনেশন মেনে কি করে জাতীয় স্তরে খেলা হয়। একইসঙ্গে খেলা চলার সময় ওয়ার্ম আপ কোথায় করতে হয়, পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার সময় অবস্থানই বা কেমন হবে তা শিখতে পারবে।'

মিজোরামের গোল আটকাতে হাত দিয়ে বল রুখলেন তেলেঙ্গানার ফুটবলার। ছবি : তপন দাস

ক্লাসিকোর আগে পাঁচতারা বার্সা

বার্সেলোনা, ২১ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখ এবং লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের আগে সেভিয়াকে ৫-১ গোলে হারিয়ে মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে নিল বার্সেলোনা। জয়ের নেপথ্যে বার্সার সেই ফ্রন্ট থ্রি- অধিনায়ক রাফিনহা, রবার্ট লেওয়ানডস্কি ও লামিনে ইয়ামাল। ২৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন লেওয়ানডস্কি। ৪ মিনিট পরেই ডি বক্সের মাথা থেকে বুলেট শটে বার্সার দ্বিতীয় গোল করেন চোটের কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকা পেড্রি। ৩৯ মিনিটে লেওয়ানডস্কির দ্বিতীয় গোলে বার্সার পক্ষে স্কোরলাইন হয় ৩-০। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে পাবলো টোরে ৮২ ও ৮৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন। অন্যদিকে, স্ট্যানিস ইদুম্বো সেভিয়ার একমাত্র গোল শোধ করেন ৮৭ মিনিটে। ১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার শীর্ষে রাইল বার্সা। সমান ম্যাচ খেলে দুইয়ে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ২৪।

চোট সারিয়ে মাঠে ফিরলেন গাভি।

YUBA KALYAN SAMITI
MASKALAI BARI, JALPAIGURI
Lucky Coupon Draw - 2024
PRIZE: Date-20 Oct 2024
1st - 20912, 2nd- 17293, 3rd- 12532,
4th- 13813, 5th- 11901, 6th- 16869,
7th- 10478, 8th- 13139, 9th- 18354
10th- 058 (Consolation Prize)

PATKATA COLONY AGRANI SANGHA 'O' PATHAGAR
Patkata Colony, Denguajhar, Jalpaiguri
Reg. No. S0235396, ESTD: 1958
LUCKY COUPON DRAW - 2024
Organised By: Patkata Colony Agrani Sangha O Pathagar
Draw Date: 20/10/2024

1st Prize:	6551
2nd Prize:	6056
3rd Prize:	2465
4th Prize:	3155
5th Prize:	4370
Consolation Prize:	211

একদিন আগে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজিল্যান্ড। ট্রফি নিয়ে 'আইন দুবাই'-এর সামনে সোফি ডিভাইন। সোমবার।

রিয়াল চায় জয়ে ফিরতে, প্রতিশোধ লক্ষ্য বরুসিয়ার

মাদ্রিদ, ২১ অক্টোবর : খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। জুন মাসের শুরুতেই উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দলই। তবে সেবার ধারেভারে এগিয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ গোলে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে ১৫তম খেতাব জয় করে। তারপর কালের নিয়মে সময় প্রায় পাঁচমাস কেটে গিয়েছে। পিএসজি ছেড়ে রিয়ালের শ্বেতশুভ্র জার্সি গায়ে তুলেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। আবার ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন জার্মান মিডিও টনি ক্রুজ। তবে বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজাদের অবস্থা বর্তমানে খুব একটা ভালো নয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুইটি ম্যাচের একটি জয় ও একটি পরাজয় নিয়ে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। যেখানে বরুসিয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুইটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে। এর মধ্যে গত ম্যাচে ৭-১ গোলে সেল্টিককে উড়িয়ে দিয়েছে নুরি শাহিনের ছেলেরা। তাই গতবারের রিয়ালের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বরুসিয়া।

অন্যদিকে, রিয়ালের চিন্তা কাটিয়ে গত ম্যাচেই মাঠে ফিরেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তাই বরুসিয়ার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ভিনি-এমবাপে জুটিকে দেখা যাবে। অন্যদিকে, বরুসিয়ার বড় ভরসা কিন্তু এমরে ক্যান, জুলিয়ান ব্র্যান্ডট ও মাইকেল সাবিৎজারের মতো মিডিওরা। আপফ্রন্টে দলকে ভরসা দিতে তৈরি সারথু গুয়ারসি। অন্যদিকে, বর্ষীয়ান মিডিও লুকা মডরিচের ওপরেই বাজি ধরছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। তবে ফেডেরিকো ভালভের্দে, জুডে বেলিংহ্যামরাও তৈরি রয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আর্সেনাল মুখোমুখি হবে শাখতার ডোনেস্কের। তবে এই ম্যাচে চোটের জন্য নেই দলের অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড। এছাড়াও খেলতে পারবেন না তাকিহিরো টমিয়াসু ও কিয়ারেন টিয়ার্নে। তাই শাখতারের বিরুদ্ধে গানার্সদের তুরুপের তাস সেই বর্ষীয়ান তারকা রহিম স্টার্লিং। এছাড়া স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও ডেকলান রাইসের মতো খেলোয়াড়দের ওপরেই ভরসা রাখছেন কোচ মিকেল আর্তেতা। অন্যদিকে, শাখতার ডোনেস্কের একমাত্র বাজি ২২ বছর বয়সি ইউক্রেনের জিওর্জিও সুদাকোব।

আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

মোনাকো বনাম রেড স্টার বেলগ্রেড
এসি মিলান বনাম ক্লাব ব্রাগ
সময় : রাত ১০টা ১৫ মিনিট
রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম পিএসভি আইন্দহোভেন
আর্সেনাল বনাম শাখতার ডোনেস্ক
জুভেন্তাস বনাম ভিএফবি স্টুটগার্ট
অ্যাস্টন ভিলা বনাম বোলোগনা
জিরোনা বনাম স্লোভান বাতস্লাভা
স্পোর্টিং সিপি বনাম এসকে স্টুর্ম গ্রজ
সময় : রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপে

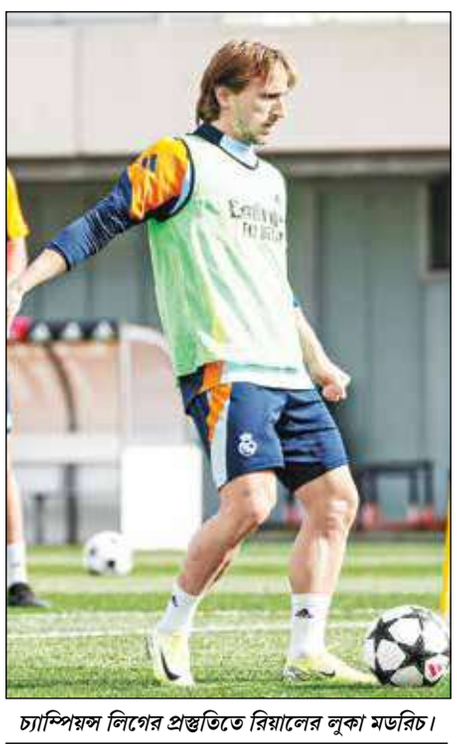

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতিতে রিয়ালের লুকা মডরিচ।

অস্ট্রেলিয়ায় 'এ' দলের নেতৃত্বে রুতুরাজ

মুম্বই, ২১ অক্টোবর : প্রত্যাশামতোই অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় 'এ' দলের নেতৃত্ব দেবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। সহ অধিনায়ক করা হয়েছে বাংলার রনজি ট্রফি দলের অভিমন্যু ঈশ্বরণকে। বাংলা থেকে তিনি ছাড়াও এই দলে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক পোড়েল ও মুকেশ কুমার। ১৫ জনের এই 'এ' দলটি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ম্যাকে ও মেলবোর্নে দুইটি তিনদিনের ম্যাচ খেলবে। এছাড়াও পারথে ভারতীয় সিনিয়ার দলের বিরুদ্ধে আরও একটি তিনদিনের ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে।

ভারতীয় 'এ' দল : রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, দেবদত্ত পাডিক্কাল, বি সাই সুদর্শন, বাবা ইন্দ্রজিৎ, অভিষেক পোড়েল, ঈশান কিষান, মুকেশ কুমার, রিকি ভুঁই, নীতীশ কুমার রেড্ডি, মানব সুথার, নভদীপ সাইনি, খলিল আহমেদ, তনুশ কোটিয়ান, যশ দয়াল।

পিছোচ্ছে শিল্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : প্রথমে ঠিক ছিল নভেম্বর মাসে আইএফএ শিল্ড হবে। ওই সময় ফিফা উইন্ডো থাকায় প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পরিকল্পনা করে আইএফএ। সেই মতো বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি দলকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক টানাপোড়েন ও লিগ সংক্রান্ত জটিলতায় শিল্ড নিয়ে ব্যাকফুটে তারা। যা পরিস্থিতি শিল্ড সম্ভবত পিছোচ্ছে। এদিকে শিল্ডে খেলবে না বলে ইতিমধ্যে আগাম হুমকি দিয়ে রেখেছে মোহনবাগান। এছাড়াও বাংলাদেশের দলগুলির যোগদানও একপ্রকার অনিশ্চিত। সব শিল্ড নিয়ে বেশ বিপাকে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

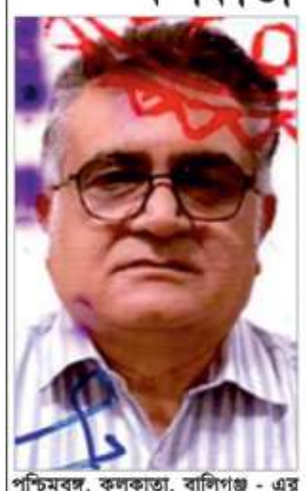

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, বালিগঞ্জ - এর একজন বাসিন্দা তুষার পণ্ডিত - কে ২৫.০৫.২০২৪ তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99E 88413 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে। স্বল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতা খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার। আমি এই রকম ভালো এবং চূড়ান্ত প্রকল্পের জন্য ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

স্মরণে মননে

স্বর্গীয় হরেন্দ্র নাথ শীল
২৮তম প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম

কাঁধে ভরসার হাত
প্রবীর শীল

চা-বাগানের পথ দিয়ে বাবা হেঁটে আসতেন
মাথা উঁচু লিকলিকে সংসারের সর্বশক্তিমান
বেঁটেখাটো ছায়া ডিঙিয়ে পিছনে দৌড়ত স্বপ্নবালক
ভারী সুন্দর বাংলোর সামনে হুড খোলা জিপ
উইন্ড স্ক্রিনে ওয়াইপারের জলকাটা দাগ
কাঁধে ভরসার হাত

বাবার কলিগ একটা চকোলেট দিয়েছিল
একদিন চলে গেল
বাবা বলতেন থাকার জন্য কেউ থাকে না
থাকে শুধু মাটি ও ছাই

ফ্যাক্টরির টিনের চালে হিরের নাকছাবির মতো জ্বলত দুপুর
বুকভরা শ্বাসে চা পাতার ঘ্রাণ
স্নেহমাখা আঙুল দেখাত ট্রাফ হাউস ড্রায়ার মেশিন
হিউমিডিফায়ারের কুয়াশায় ভিজে যেত চোখের পাতা

সব তেমনি আছে
সবুজ ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া চা-বাগান
মায়ের সিঁথির মতো সরু পথ
বাবা চলে গেছেন অনন্তে

শীল গ্রুপ অফ্ কোম্পানিজ
১০৭/২ শীল ভবন, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৫৪২৫, ই-মেল sealteaslg2015@gmail.com
মোবাইল ঃ ৯৮৩২০-৬৬৮৩৪, অফিস আলাপ ঃ ০৩৫৩-২৪৩৫৯৭১